সাহিত্য-পরিষদ্‌-গ্রন্থাবলী—৩৩

শিক্ষাবিজ্ঞান

প্রথম বিভাগ

শিক্ষাপদ্ধতি

[প্রথম খণ্ড]

প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা

শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম্, এ,

অধ্যাপক—রাষ্ট্রবিজ্ঞান, বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজ, কলিকাতা।

এই পুস্তকের উপস্বত্ব সাহিত্য-পরিষদ্ ভাণ্ডারে অর্পিত হইল।

কলিকাতা

২৪৩৷১, অপার সার্কুলার রোড, সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির হইতে

শ্রীরাম কমল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩১৭

কলিকাতা,
ইণ্ডিয়া প্রেস, ২৪নং মিডিল্‌ রোড, ইটালী।
শ্রীলালমোহন মল্লিক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

OPINION

OF

BABU SRISH CHANDRA BASU, B. A.

Of the Provincial Civil Service, (U. P.), Author of the *Ashtadhyai of Panini*, (M. A. Text-Book, London University) and Translator (and annotator) of Bhattaji Dikshita's *Siddhanta Kaumudi*, the *Upanishads*, *Vedanta Sutra* and the *Mitakshara* in the Sacred Books of the Hindus Series.



The scheme of Sanskrit works in Professor Benoy Kumar Sarkar's pedagogic series is based on the conception that any language, whether inflectional or analytical, living or dead, can be learnt exactly in the method in which the mother-tongue is acquired. No preliminary training in the generalisations and definitions of grammar is therefore required, and the student may be at once introduced to the *sentence* as the unit of thought and expression.

By a skilful and systematic application of this method, Professor Sarkar has been able to build up, through lessons and exercises in translation, conversation, questions and answers, and correction of errors, a text book in Sanskrit which serves the *double purpose* of a guide to composition and a series of primers on Sanskrit literature. From this series of books the reader can master not only the necessary rules of Sanskrit Grammar, but also will be familiar with some of the most important passages of standard classics, *e.g.*

Raghu-vansam, *Kumar-sambhavam*, *Ramayanam* and *Manu Sanhita*, adaptations or originals of which the author has incorporated in his book as specimens of narrative, historical, poetical and other styles.

In applying to the study of Sanskrit principles and methods that have been utilised in modern languages in Europe, Professor Sarkar has demonstrated, through practical illustrations, lesson by lesson, that the most highly inflectional languages may, with considerable economy of time and labour and other pedagogic advantages, be reduced to the same method of teaching and treatment, as those languages which are not bound hard and fast by Grammar. To all students of Sanskrit language and literature, Professor Sarkar's series cannot but be eminently useful and instructive; and scholars interested in the art of teaching and the history of Sanskrit learning cannot but note the considerable improvement on the existing readers and primers that are in most cases mere imitations or occasional modifications of the really original works of Pandit Ishwar Chandra Vidyasagara C.I.E.—whose genius succeeded in simplifying and adapting Panini for the use of students in Bengal.

The method of the pioneer of Sanskrit learning can no longer be profitably used under the altered conditions of the times; and it is desirable that the new method should have a fair trial in our secondary schools in the interest of educational reform.

SRISH CHANDRA BASU.

ভূমিকা

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজ সমূহের ইন্‌স্পেক্টার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, এম্, এ, কর্ত্তৃক লিখিত]

আমার স্নেহাস্পদ বন্ধু ও ভূতপূর্ব্ব ছাত্র শ্রীমান্ বিনয় কুমার সরকারের এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানির ভূমিকাস্বরূপ দুই একটী কথা লিখিতে আমার বিশেষ আনন্দ ও গৌরব বোধ হইতেছে। অনেক শিক্ষা, অধ্যয়ন, চিন্তা ও গবেষণার ফলে তিনি যে বৃহৎ গ্রন্থ লিখিবার আয়োজন করিয়াছেন, ইহা তাহারই একটা অংশ মাত্র। শিক্ষাকার্য্যে ও শিক্ষা-বিজ্ঞানের আলোচনায় তিনি আপনার সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টা ও অধ্যবসায় সার্থক হউক !

এই পুস্তকখানি শ্রীমান্ বিনয়কুমারের সংকল্পিত বিস্তৃত "শিক্ষা-বিজ্ঞান" পুস্তকের প্রথম ভাগের—প্রথম অংশ মাত্র। ইহার আলোচ্য বিষয়—"শিক্ষা-পদ্ধতি"। প্রথমতঃ, দেশ, কাল ও জাতিগত বিভিন্নতা অনুসারে "শিক্ষাপদ্ধতির বৈচিত্র্য"—এবং "জাতীয় চরিত্র ও যুগসভ্যতার সহিত শিক্ষাপদ্ধতির সম্বন্ধ"—এই বিষয় সাধারণভাবে আলোচনা করিয়া, পরে প্রাচীন গ্রীসের শিক্ষাপদ্ধতির একটা বিশেষ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। উপসংহারে প্রাচীন গ্রীক্ জাতির ও প্রাচীন হিন্দু জাতির আদর্শের বিশেষত্ব সম্বন্ধে দুই চারিটি চিন্তাপূর্ণ ও শিক্ষাপ্রদ কথা বলা হইয়াছে।

"শিক্ষাপদ্ধতি" অর্থে কেবল "শিক্ষাপ্রণালী" নয়। শিক্ষা-র্থীর সম্মুখে একটি চরম আদর্শ রাখিয়া শিক্ষা সম্বন্ধীয় সমুদায়

ব্যবস্থাকে যে আকার দেওয়া হয়—গ্রন্থকার তাহাকেই "শিক্ষা-পদ্ধতি" বলিয়াছেন। বিভিন্ন জাতির মধ্যে এবং বিভিন্ন যুগে এই আদর্শের বিভিন্নতা লক্ষিত হয়, এবং শিক্ষাপদ্ধতিও আপনাকে সেই আদর্শের অনুযায়ী করিয়া লয়। বাস্তবিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবন গঠনে শিক্ষাপদ্ধতি যেমন একটা প্রধান উপকরণ ও শক্তি, সেইরূপ আবার অন্যদিকে ইহা সামাজিক ও জাতীয় জীবনেরই একটা স্বাভাবিক অভিব্যক্তি মাত্র।

সব সময়েই কি এইরূপ একটি চরম আদর্শ পরিস্ফুট থাকে? অন্ততঃ প্রাচীন গ্রীসে ও প্রাচীন ভারতে যাঁহারা সমাজ গঠন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সম্মুখে যে এইরূপ একটি আদর্শ পরিস্ফুট ছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রাচীন গ্রীসের আদর্শ—সৌন্দর্য্যবোধের উৎকর্ষ এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে ব্যক্তিগত জীবনের নিমজ্জন (স্পার্টা), অথবা ব্যক্তিগত জীবনের সম্পূর্ণতা ও সার্থকতা লাভ (এথেন্স)। প্রাচীন ভারতের আদর্শ—মুক্তি।

প্রাচীন গ্রীস্ বলিতে যথার্থভাবে এথেন্সকেই বুঝায়। গ্রন্থকার কিন্তু স্পার্টাকেও বাদ দেন নাই, স্পার্টার সামরিক সমাজ গঠনোপযোগী শিক্ষানীতির একটী বিশেষ বৃত্তান্ত দিয়াছেন। কিন্তু যে গ্রীসের বিদ্যা ও মানসিক শক্তির নিকট বিশ্ববিজয়ী রোমকেও পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল; যে গ্রীসের সাহিত্যের নব আবিষ্কার ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপের চিন্ত ও জীবনে অভ্যুদয় (Renaissance) আনিয়া দিয়াছিল ইউরোপে "স্বরাজতন্ত্র ও বিজ্ঞান" যে গ্রীসের দান, এথেন্সই সেই

"গ্রীসের অন্তরতম গ্রীস্"; এবং গ্রন্থকার তিন যুগে ভাগ করিয়া এই গ্রীসেরই শিক্ষা পদ্ধতিকে বিশেষ ভাবে বিবৃত করিয়াছেন।

সকল যুগে সকল সমাজেই ব্যক্তিগত প্রতিভা চিরদিন অবোধ্য থাকিবে—কোন "পদ্ধতিরই" গণ্ডীর ভিতর তাহাকে আবদ্ধ করা যায় না। হোমর ও হেরডোটাস, ঈস্‌কাইলস্ ও সফোক্লিস, সক্রেটীশ ও প্লেটো, কেবল যে একটী বিশেষ শিক্ষাপদ্ধতির ফল, ইহা বোধ হয় কেহই কোন দিন সাহস করিয়া বলিতে পারিবে না। কিন্তু সমগ্র সামাজিক ও জাতীয় জীবন যে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতিকে অনুপ্রাণিত করে, এবং নিজেও তাহারই দ্বারা অনুপ্রাণিত ও গঠিত হয়, এবং তাহার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাপদ্ধতিরও ক্রমবিকাশ হয়, গ্রন্থকার ইহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

স্বরাজতন্ত্র রাষ্ট্রীয় জীবনকে কেন্দ্র করিয়া এবং একটী গভীর নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য বোধের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া, একটী জাতি কতদূর সর্ব্বাঙ্গীন মানসিক উন্নতি করিতে পারে, এবং তাহাদের শিক্ষাপদ্ধতি কিরূপ আকার গ্রহণ করে, এই পুস্তকে তাহাই বিবৃত হইয়াছে। রাষ্ট্রের অতীত, প্রকৃতিরও অতীত কেবল মোক্ষকে চরম লক্ষ্য করিয়া প্রাচীন ভারতে কিরূপ শিক্ষাপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার কেবল আভাসমাত্র দিয়া, পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে গ্রন্থকার তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

গ্রন্থখানির প্রত্যেক অধ্যায়ের পরিশিষ্টে অধ্যায়ে উল্লিখিত বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগণের একটী সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

ইতিহাসের যে সকল স্তরের মধ্য দিয়া সমগ্র মানবজাতি একই সর্ব্বাঙ্গীন সমন্বয়ের দিকে অগ্রসর হইতেছে, প্রাচীন গ্রীস ও প্রাচীন ভারতবর্ষ তাহাদের মধ্যে দুইটী প্রধানতম স্তর। ভবিষ্যতের আদর্শ এই দুই স্তরেরই আদর্শ এবং আরও অনেক আদর্শ মিলিত হইয়া পূর্ণ বিকাশ লাভ করিবে। ব্যক্তিগত জীবনের সহিত রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনের পূর্ণ সমন্বয় এবং ইহাদের প্রত্যেকেরই সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতা ও পরস্পরের মধ্যে সার্থকতা লাভ সেই আদর্শের অন্তর্গত। আবার প্রকৃতির সম্বন্ধে সৌন্দর্য্য-বোধ, শৃঙ্খলা জ্ঞান, ও প্রয়োজন সিদ্ধি, এই তিনই সেই আদর্শে মিলিত থাকিবে। প্রকৃতির অন্তর্গত সত্য, শিব, সুন্দরকে আশ্রয় করিয়া বিজ্ঞান, শিল্প, ও কলাবিদ্যার প্রতিষ্ঠা হইবে। এ দিকে অনাদি অনন্ত প্রকৃতির লীলাময় রহস্য এবং প্রকৃতির অতীত তূরীয়কে ও সেই আদর্শ ভুলিবে না। সর্ব্বোপরি প্রকৃতি ও মানবজীবনকে এক করিয়া, সত্য, বিজ্ঞান, ও বিশ্বজনীন প্রেমের উপর ইহা সমস্ত মানব পরিবারকে প্রতিষ্ঠিত করিবে। ভবিষ্যতের শিক্ষাপদ্ধতি এই আদর্শেরই অনুযায়ী হইবে। এই বিষয়ে যাঁহারা অনুরাগী তাঁহারা কোন স্তরেরই আদর্শ বা শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে উদাসীন হইতে পারেন না। আশা করি তাঁহারা এই পুস্তকের মধ্যে, এবং সঙ্কলিত গ্রন্থের অন্যান্য অংশের মধ্যে, অনেক চিন্তাকর্ষক এবং চিন্তাযোগ্য বস্তু দেখিতে পাইবেন।

২৬শে মে ১৯১১
কলিকাতা

শ্রীবিনয়েন্দ্র নাথ সেন।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়।

শিক্ষাবিজ্ঞানের ভূমিকা।

সূচীপত্র।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শিক্ষাপদ্ধতির ভূমিকা।

তৃতীয় অধ্যায়।

প্রাচীন গ্রীসের শিক্ষাপদ্ধতি

প্রথম অবস্থা—স্পার্টা।

চতুর্থ অধ্যায়।

প্রাচীন গ্রীসের শিক্ষাপদ্ধতি

দ্বিতীয় অবস্থা—এথেন্স।

পঞ্চম অধ্যায়।

এথেন্সের শিক্ষাপদ্ধতি—প্রথম যুগ।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

এথেন্সের শিক্ষাপদ্ধতি

দ্বিতীয় যুগ—পেরিক্লীসের কাল।

সপ্তম অধ্যায়।

এথেন্সের শিক্ষাপদ্ধতি

তৃতীয় যুগ—বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ।

অষ্টম অধ্যায়।

এথেন্সের শিক্ষাপদ্ধতি

তৃতীয়যুগের সাধারণ অবস্থা।

নবম অধ্যায়।

উপসংহার।

দশম অধ্যায়।

উপসংহার—গ্রীস ও ভারত

প্রথম অধ্যায়।

শিক্ষা-বিজ্ঞানের ভূমিকা।

আলোচনা-প্রণালী ও বিজ্ঞান।

কোন বিষয়ে বিশেষরূপে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে নানা দিক হইতে তাহার আলোচনা করিতে হয়। বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্ন দিকের আলোচনার দ্বারা যে বিশেষ বিশেষ সত্যের উপলব্ধি করা যায় সেই সত্যগুলির মধ্যে পরস্পর ঐক্য, শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারিলেই আলোচ্য বিষয়ে সম্যক্‌জ্ঞান জন্মে—অর্থাৎ "বিজ্ঞান" প্রস্তুত হয়।

মানবীয় বিজ্ঞান সমূহে

বিশেষতঃ, যে বিষয় জটিলতাপূর্ণ, যে বিষয়ের মধ্যে অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের শক্তি কার্য্য করিয়া থাকে, এবং যাহা অন্যান্য বিষয়ের সহিত শৃঙ্খলীকৃত, সেই বিষয়ের সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে বিভিন্নরূপ আলোচনা প্রণালীর বিশেষ প্রয়োজন। এক প্রণালীতে যে তথ্য অবগত হওয়া যায় অন্য

প্রণালীতে ঠিক সেই তথ্য অবগত হওয়া যায় না। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর খণ্ড-সত্য সমূহের পরিবর্ত্তে সম্পূর্ণ সত্য আবিষ্কারের জন্য যত প্রকারের সম্ভব আলোচনা প্রণালী অবলম্বন করা বিধেয়।

ভিন্ন ভিন্ন আলোচনা প্রণালীর প্রয়োজনীয়তা

ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, বিষয়সম্পত্তি, সাহিত্য, কলা প্রভৃতি যে সকল বস্তু মানব লইয়া গঠিত, যাহাতে মানবের চিত্তপ্রবৃত্তি এবং অন্তঃকরণের গূঢ় শক্তি সকল কার্য্য করিয়া থাকে, যে সকল বিষয়ের উন্নতি অবনতি, পরিবর্ত্তন অথবা ক্রমবিকাশ মানবের জীবন্ত বৃত্তিনিচয়ের কার্য্যের উপর নির্ভর করে, সেই সকল বিষয়ই অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা বিশেষ ভাবে জটিল, দুরূহ এবং সমস্যাপূর্ণ। এজন্য নির্জ্জীব পদার্থ অথবা নিম্নস্তরের প্রাণীসমূহ অথবা অচেতন কলকারখানা প্রভৃতি বিষয়ের সত্য আবিষ্কার করিতে বৈজ্ঞানিকের যেরূপ প্রণালী অবলম্বন করা উচিত, বৈচিত্র্যপূর্ণ বিশাল মানবান্তঃকরণের নিগূঢ় ক্রিয়া ও প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করিবার জন্য ঠিক সেই প্রণালী অবলম্বনের প্রয়োজন হয় না। সুতরাং স্বতন্ত্র উপায়ে সম্পূর্ণ নূতন প্রণালী অবলম্বন করিয়া বিশেষ বিশেষ সত্য উদ্ধার করিতে চেষ্টা করা উচিত। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন সত্যের একীকরণে মানব বিষয়সমূহে জ্ঞান সম্পূর্ণতা ও প্রণালীবদ্ধতার দিকে অগ্রসর হইয়া “বিজ্ঞান” পদ বাচ্য হয়।

মানবীয় বিষয়সমূহের প্রধান বৈচিত্র্য এই যে, ইহারা অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল—সর্ব্বদা এক ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে না। মানব প্রকৃতি গতিশীল, তাহার বৃত্তি' সকল ক্রমেই বৈচিত্র্য লাভ করে। এজন্য মানবের এবং মানবীয় অনুষ্ঠান সমূহের স্থিরতা নাই; প্রতিক্ষণেই ইহাদের এক একটী পুরাতনের স্থানে নূতনের প্রতিষ্ঠা হওয়ায় এক একটী "ইতিহাস" রচিত হইতেছে। এবং এই পরিবর্ত্তনশীলতার জন্য ইতিহাসের ও কখনই পুনরাবৃত্তি হয় না। মানবের দর্শন, মানবের আদর্শ, মানবের সাহিত্য, মানবের সমাজ, নিরন্তর ভারকেন্দ্র পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন নূতন স্থান অধিকার করে। সুতরাং জীবন্ত ও ধারাবাহিকরূপে চলন্ত এবং ঐতিহাসিক পারম্পর্য্য ও বিভিন্নতা বিশিষ্ট মানব সম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞান লাভ করিতে হইলে তাহার কোন এক অবস্থার আলোচনা করিলে উদ্দেশ্য সফল হয় না। কারণ ইহাতে তাহার কেবল মাত্র বিশেষ এক ভারকেন্দ্রে অবস্থিত কার্য্য কলাপের পরিচয় পাওয়া যায় মাত্র। বহমান স্রোতস্বতীর স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে তাহার তীরে কোন এক স্থানে দণ্ডায়মান হইলে চলে না; তাহার সহিত কূলে কূলে চলিতে হইবে, তাহার গতির অনুসারে স্বকীয় গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। সেইরূপ অনন্তের দিকে ধাবমান, ক্রমশঃ অভিব্যক্তি-

(ক)
মানব প্রকৃতি গতিশীল।

সুতরাং ঐতিহাসিক প্রণালীর প্রয়োজন ঃ

প্রাপ্ত এবং বিবর্ত্তনশীল মানবজীবনের প্রকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে কেবলমাত্র কোন এক অধ্যায় বা স্তরের প্রকৃতি নিরীক্ষণ না করিয়া ইহার বিভিন্ন অধ্যায়ের ও রূপান্তরসমূহের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণগুলির সহিত পরিচিত হইতে হইবে।

ধন-বিজ্ঞান ধর্ম্ম ও সাহিত্যে ঐতিহাসিক প্রণালীর প্রয়োগ ঃ

এজন্য ঐতিহাসিক প্রণালীই মানবীয় বিজ্ঞান সমূহের প্রধান আলোচনাপ্রণালী। কোন্ যুগে কোন্ স্থানে কিরূপ অবস্থায় মানব কিরূপ ভাবে চিন্তা ও কর্ম্ম করিয়াছে, এই আলোচনাই মানব বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি। যে জ্ঞানের দ্বারা মানুষের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার, ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপের, প্রতিকৃতি মানসনেত্রে প্রতীয়মান হয় না, যে জ্ঞানের দ্বারা মানুষের প্রতিষ্ঠানবৈচিত্র্য, ভাষাবৈচিত্র্য, আদর্শ-বৈচিত্র্য, রাষ্ট্রবৈচিত্র্য ও সমাজবৈচিত্র্যের উপলব্ধি হয় না, সেই জ্ঞান নিতান্ত অসম্পূর্ণ ও ভ্রমাত্মক। সেই জ্ঞানের দ্বারা মানব সম্বন্ধে কোন উপদেশ বা আদেশ প্রদান করা অসম্ভব। এইজন্য মানুষের বিষয় সম্পত্তিভোগ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে প্রধা-নতঃ এই ভোগপ্রবৃত্তির ইতিহাস সংগ্রহ করা আব-শ্যক। বিভিন্ন কালে এবং বিভিন্ন স্থানে মানব নিজের সহিত বিশ্বের সম্বন্ধ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে স্থির করি-য়াছে বলিয়া ইহ জগতের ভোগবাসনা এক এক অব-স্থায় এক এক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের অবতারণা

করিয়াছে। সুতরাং কেবল মাত্র এক অবস্থার বিবরণের দ্বারা বৈষয়িকপদ্ধতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ হয় না। ধর্ম্মভাব সম্বন্ধেও এই কথা। কোন এক সমাজের বা এক অবস্থার বিবরণের দ্বারা ধর্ম্ম সম্বন্ধে শেষ সত্যের উপলব্ধি হয় না। সাহিত্য কাহাকে বলে, সাহিত্যের উৎকর্ষ কোন্ কোন্ উপাদানের উপর নির্ভর করে, সাহিত্যের সহিত সমাজচরিত্রের কি সম্বন্ধ, সাহিত্যের কোন লক্ষ্য ও আদর্শ আছে কিনা, এতৎসম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে ও সাহিত্যের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের বিবরণ সংগ্রহ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

(খ) মানব প্রকৃতি স্থিতিশীল ও বটে,

কিন্তু সজীব মানব এইরূপ গতিশীল ও বৈচিত্র্য পূর্ণ হইলেও তাহার মধ্যে কতকগুলি সামান্য ধর্ম্ম আছে। এই সাধারণ ধর্ম্মসমূহ সকল অবস্থায় ও সকল স্থানেই লক্ষিত হয়। ইহারা স্থিতিশীল এবং সর্ব্বত্র সমান ভাবে বর্ত্তমান। সুতরাং মানব প্রকৃতি এক দিকে গতিশীল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ, অপর দিকে স্থির ও সামান্যধর্ম্মবিশিষ্ট। এজন্য সম্পূর্ণ মানববিজ্ঞান দুই প্রকারের আলোচনার উপর প্রতিষ্ঠিত ঃ—(১) ইতিহাসের দ্বারা, পরিবর্ত্তনও বিভিন্নতা সমূহের বিবরণ সংগ্রহ, (২) দর্শনের দ্বারা, ঐক্যও স্থিতির বিশ্লেষণ। এক দিকে যেমন কেবল মাত্র এক অবস্থার আলোচনা করিলে মানবের পারম্পর্য্য ও

ধারানুবাহিকতা হৃদয়ঙ্গম হয় না, তেমনি অপর দিকে বিশেষ এক ভারকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত, স্থির ভাবে দণ্ডায়মান, বিশেষ এক অবস্থার আলোচনা না করিলে মানুষের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ হয় না। মানব ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সমাজ গঠন করিয়াছে বটে, কিন্তু মানবচরিত্রের মধ্যে এমন কতকগুলি শক্তি আছে যাহার দ্বারা তাহাকে সামাজিক জীব করিয়া তুলিয়াছে। মানবের কোন এক অবস্থার বিশ্লেষণ করিলেই মানবের সহিত মানবের প্রয়োজন আছে কি না, নিঃসহায়রূপে মানব স্বকীয় সকল প্রকারের অভাব মোচন করিতে পারে কি না, এই সকল বিষয়ের তথ্য সম্যক্ আলোচিত হয়। এজন্য সমাজপ্রকৃতির ধারাবাহিক ইতিহাস সংগ্রহ আবশ্যক হয় না। সেইরূপ কোন এক অবস্থার আলোচনা করিলেই মানবের সাহিত্যের প্রয়োজন আছে কি না, সাহিত্যের উৎপত্তি কেন হইল, সাহিত্যে কোন্ কোন্ বৃত্তির বিকাশ হয়, এবং সাধারণতঃ সাহিত্যের সহিত মানবচরিত্রের কি সম্বন্ধ এতৎ সম্বন্ধেও উপযুক্ত সত্যের উদ্ধার হয়। সেইরূপ মানুষের মধ্যে যে ধর্ম্মভাব ও ভোগপ্রবৃত্তি আছে তাহার বিশ্লেষণ করিলেই ধর্ম্ম ও ধন সম্পত্তি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান জন্মিতে পারে। মানব কেন দেব দেবীর উপাসনা করে, কেন মন্দির প্রতিষ্ঠা করে,

স্তরাং দার্শনিক বিশ্লেষণ প্রণালীর ও প্রয়োজন ;

সমাজ-তত্ত্ব, ধন-বিজ্ঞান, ধর্ম্ম ও সাহিত্যের আলোচনায় এই প্রণালীর প্রয়োগ ঃ

শাস্ত্রালোচনা করে, কি কারণে কোন না কোন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে ; এবং কি জন্য বিভিন্ন প্রকারের শিল্পের আয়োজন করে, তাহার বৈষয়িক প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রয়োজন কি, এবং ইহাদের উৎপত্তি হয় কেন, এই সকল বিষয়ের জন্য ইতিহাস অনুসন্ধান না করিয়া কোন এক ব্যক্তি বা সমাজের অন্তঃকরণ অনুসন্ধান করিলেই চলে।

শিক্ষা-বিজ্ঞানেও ঐ দুই প্রণালীরই প্রয়োজন আছে ঃ

শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে এই দুই প্রকারেরই আলোচনাপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। শিক্ষা বিষয়টী কি, ইহার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা, এতৎ সম্বন্ধে কোন সাধারণ সূত্র প্রযোজ্য কিনা, শিক্ষার উদ্দেশ্য কি, শিক্ষার প্রভাবে মানব প্রকৃতির কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় কিনা এবং কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে কিরূপ পরিবর্ত্তন হয় ইত্যাদি শিক্ষা সম্বন্ধীয় যাবতীয় প্রশ্ন, অন্যান্য মানবীয় বিষয়সমূহের ন্যায়, ঐতিহাসিক প্রণালী ও দার্শনিক প্রণালীর দ্বারা আলোচিত হওয়া উচিত।

প্রথম

সুতরাং শিক্ষাবিজ্ঞান প্রধানতঃ দুই ভাগে

বিভাগ—
শিক্ষা-পদ্ধতিঃ

ঐতিহাসিক আলোচনা -প্রণালীর দ্বারা সমাজের সাধারণ সভ্যতার সহিত শিক্ষা -প্রথার সম্বন্ধ নির্ণয়ঃ

বিভক্ত করা হইবে। প্রথম বিভাগে দেশ, কাল ও অবস্থানুসারে মানবসমাজের আদর্শের বিভিন্নতানুযায়ী যত প্রকারের শিক্ষাপদ্ধতিসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান গুলির বিবরণ থাকিবে। কোন্ সময়ে কোথায় সমাজে শিক্ষকদিগকে কিরূপ স্থান দেওয়া হইয়াছে, কিরূপ শিক্ষা প্রণালী অবলম্বন করা হইয়াছে, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদিগের মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ কোন্ নিয়মে স্থিরীকৃত হইয়াছে, ধর্ম্ম জীবন, নৈতিক জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবনের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থার মধ্যে কিরূপ উপযোগিতা লাভের উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করিতে হইবে। এই উপায়ে মানবসভ্যতার ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়, বিচিত্র আদর্শের বিকাশ, মানব সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রকৃতি ও লক্ষণ আলোচিত হইবে। মিসর, গ্রীস, ভারত প্রভৃতি দেশের প্রাচীন সভ্যতা সমূহ, বিভিন্ন আদর্শে পরিচালিত মধ্যযুগের শিক্ষাপদ্ধতিসমূহ এবং বর্ত্তমান জগতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের মধ্যে যে আদর্শ, যে ভাব অন্তর্নিহিত আছে, এই শিক্ষার ইতিহাসে সেই ভিন্ন ভিন্ন সমাজপ্রকৃতি ও আদর্শসমূহের চিত্র প্রদান করা হইবে। কিন্তু শিক্ষাপদ্ধতিসমূহ কালানুসারে পর্য্যায়ক্রমে আলোচিত না হইয়া পৃথক্ পৃথক্

আদর্শ অনুসারে আলোচিত হইবে। এই উপায়ে মানব সভ্যতার ক্রমিক বিকাশের সম্পূর্ণ বিবরণ প্রদান না করিয়া, কেবলমাত্র প্রধান প্রধান আদর্শ ও স্তর-সমূহ বিবৃত করিতে চেষ্টা করা যাইবে।

দ্বিতীয় বিভাগ—শিক্ষাতত্ত্ব : দার্শনিক বিশ্লেষণের দ্বারা শিক্ষার প্রকৃতি, উদ্দেশ্য, উপকরণ ও মানব জীবনের সহিত সম্বন্ধ নির্ণয় :

দ্বিতীয় বিভাগে দার্শনিক প্রণালীতে শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে। শিক্ষা কাহাকে বলে, মানবচরিত্রের উপর শিক্ষার কিরূপ প্রভাব, মানব সমাজের কোন এক আদর্শ-শিক্ষাপদ্ধতি আছে কি না, শিক্ষার কিরূপ ব্যবস্থা করা উচিত এবং অবস্থা-ভেদে শিক্ষাপদ্ধতির কিরূপ পরিবর্ত্তন বিধেয়, এই সকল বিষয় বিচার করিয়া শিক্ষাতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করা যাইবে। ঐতিহাসিক প্রণালীর দ্বারা শিক্ষা-বৈচিত্র্যের যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে দার্শনিক প্রণা-লীর দ্বারা তাহার যৌক্তিকতা প্রমাণিত হইবে। এবং এই বৈচিত্র্যের উপর নির্ভর করিলে আমাদের দেশে বর্ত্তমান কালের উপযোগী কিরূপ স্বতন্ত্র শিক্ষা পদ্ধ-তির প্রয়োজন তৎসম্বন্ধে আলোচনা থাকিবে।

শিক্ষার প্রকৃতি—

মানুষ কতকগুলি বৃত্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করে। প্রকৃতির সাহায্যে এবং বেষ্টনী ও পারিপার্শ্বিক

বেষ্টনী ও মানবের পরস্পর আদান প্রদানে জীবনের নৈসর্গিক পুষ্টি ;

ভাব ও শক্তি সমূহের প্রভাবে সেই সকলের বিকাশ ও বৃদ্ধি হয়। পারিবারিক, সামাজিক ও দেশের অন্যান্য শক্তির সংঘর্ষে তাহার কৈশোর যৌবনাদি অবস্থা স্বাভাবিক নিয়মে গঠিত হয়। সমাজের বিশেষ কোন সাহায্য না থাকিলেও মানুষের মন ও শরীর আপনা আপনিই বহির্জ্জগৎ হইতে নিজের উপযোগী উপকরণ সংগ্রহ করিয়া পরিপুষ্ট হইতে থাকে। এইরূপে ব্যক্তিত্ব বিকাশই জীবিতাবস্থার লক্ষণ এবং জীবনী শক্তির কার্য্য। এই জীবনীশক্তির পুষ্টি-সাধন করা এবং মানুষের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বিকাশের সহায়তা করা, প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য।

শিক্ষার উদ্দেশ্য— মানবের স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব বিকাশ ;

অতএব যদি আমাদের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিনিচয়ের সম্যক্ স্ফূর্ত্তিসাধনের জন্য কোন ব্যবস্থা করিতে হয়, তাহা হইলে সেই ব্যবস্থাকে এই স্বাভাবিক জীবনগঠনপ্রণালীরই সহায় হইতে হইবে। মানুষকে যদি শিক্ষাগার প্রস্তুত করিতেই হয়, তবে তাহাকে তাহার সমাজের, ধর্ম্মের ও দেশের পূর্ব্বাপর সকল অবস্থা ভাবিয়া তাহারই পক্ষে অতি সুসাধ্য ও সহজ ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহা না করিলে নৈসর্গিক মনুষ্যত্ব বিকাশের বিঘ্ন উৎপন্ন হয়, এবং তাহার ফলে বিকৃতস্বভাব অপ্রকৃতিস্থ লোক সমাজের সৃষ্টি হয়।

এই জন্যই দেশভেদে ও কালভেদে শিক্ষার

স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। এক সমাজে এক সময়ে যাহা স্বাভাবিক ও সহজ, অন্য অবস্থায় তাহা অস্বাভাবিক এবং ক্ষতিকর হইতে পারে। এক অবস্থার প্রতিকার অন্য অবস্থার ব্যাধির কারণ হয়। সময়ের পরিবর্ত্তনে সমাজের সকল বিষয়েরই পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে; এই পরিবর্ত্তিত অবস্থার উপযোগী না হইলে শিক্ষা-পদ্ধতি "সেকেলে" থাকিয়া যায়। এইরূপ শিক্ষায় বৃত্তি সকল বেশ সহজ উপায়ে পারিপার্শ্বিক নৈতিক ও প্রাকৃতিক শক্তি সমূহ হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারে না। এবং এইজন্য ইহারা খর্ব্বতা ও পঙ্গুত্ব প্রাপ্ত হইয়া অর্দ্ধবিকশিত বা কৃত্রিম উপায়ে প্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায় অস্বাভাবিক রূপ ধারণ করে।

এই নৈসর্গিক বিকাশের লক্ষণ—
(ক) সমাজোপযোগিতা
(২) কালোপযোগিতা

বেষ্টনী হইতে নিজের উপযোগী উপকরণ সংগ্রহ করিয়া বিকাশ ও পুষ্টি লাভ করিতে হইলে স্বাধীনভাবে ইহাকে ব্যবহার করিবার বন্দোবস্ত থাকা আবশ্যক। স্বাধীনভাবে ক্ষেত্রকে ব্যবহার করিবার সুযোগ প্রাপ্ত না হইলে নিজের উপযোগী উপকরণ সংগ্রহ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। স্বীয় বিকাশ স্বকীয় চেষ্টা ও দায়িত্বের উপর নির্ভর করে। বিশেষতঃ স্বীয় প্রবৃত্তির গতি অন্যের পক্ষে সহজবোধ্য নয়। এমন কি অপর কোন ব্যক্তি যদি কোন ব্যবস্থা করিবার উপযুক্ত হয় অথবা অধিকার

(৩) স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা ঃ

প্রাপ্ত হয়, তাহাকে এই স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের সাহায্য গ্রহণ করিয়াই কার্য্য করিতে হইবে।

এই তিন লক্ষণ বিশিষ্ট স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব বিকাশের শিক্ষাকে সকল দেশে জাতীয় শিক্ষা বলে।

স্থতরাং যে কোন দেশে এবং যে কোন যুগে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে সেই দেশ ও সেই যুগের শিক্ষাগুরুদিগকে তদ্দেশোপযোগী স্বাভাবিক, এবং তৎকালোচিত "আধুনিক," শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। সেই সমাজের প্রকৃতি কি, কোথায় ইহার বিশেষত্ব, কোন্ কোন্ বিষয়ে ইহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, এবং তৎকালের যুগধর্ম্ম কি, অর্থাৎ সেই যুগে পৃথিবীতে কোন্ কোন্ ভাব ও কর্ম্ম সমূহ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, এবং তাহার দ্বারা কিরূপ নূতন অবস্থাসংঘটন হইয়াছে ও হইবার সম্ভাবনা, এই সকল বিষয় আলোচনা না করিলে সকল শ্রমই পণ্ড হইয়া যায়। এইরূপ সমাজোপযোগী এবং "আধুনিক" শিক্ষাপদ্ধতিকেই স্বাভাবিক বা জাতীয় শিক্ষা বলা হয়। ইহার দ্বারাই সেই জাতির তৎকালোপযোগী জীবনবিকাশের স্থবিধা হয়। এবং ইহাতে সমাজ স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন করিতে সমর্থ হইয়া ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতির সহায়তা করে, এবং মানবসভ্যতার বিস্তৃতি ও বিকাশের উপযোগী হয়। সেই সময়ে পুরাতন প্রথা প্রচলিত অথবা স্থায়ী করিতে হইলে জোর করিয়া এক অনৈসর্গিক ক্রিয়ায় অভিনয় করা

হয়; অথচ পুরাতন ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান না হইলে বালুকার উপর অট্টালিকা নির্ম্মাণের ন্যায় প্রয়াস বিফল হইয়া যায়। এজন্য তাহাদের সম্প্রদায়প্রবাহ, ধর্ম্মপ্রবাহ, কুলপ্রবাহ ও জ্ঞানপ্রবাহ প্রত্যেকেই তাহাদের প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতিদিনকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবনপ্রবাহের সহিত যাহাতে মিলিত হইয়া তাহাদিগকে জাতিপ্রবাহের অঙ্গীভূত হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারে, শাস্ত্রকারদিগের প্রথমতঃ এরূপ ব্যবস্থা করিয়া পরে অন্যান্য দেশের মনুষ্যসমাজ এতদিনের কর্ম্ম ও চিন্তা দ্বারা যে ফল প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার সহিত সংযোগস্থাপন করা বিধেয়।

ভারতবর্ষে আধুনিক যুগের স্বাভাবিক শিক্ষার স্বাতন্ত্র্য ঃ

সমাজোপযোগিতা, স্বাধীনতা এবং কালোপযোগিতা প্রকৃত স্বাভাবিক শিক্ষার প্রধান লক্ষণ। আমাদের দেশে বর্ত্তমান যুগে কোন্ শিক্ষাপদ্ধতি প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাভাবিক, স্বাধীন এবং কালোপযোগী অর্থাৎ আধুনিক, এই বিষয় আলোচনা করিয়া শিক্ষাবিজ্ঞানের দ্বিতীয় বিভাগ শিক্ষা-তত্ত্ব সম্পূর্ণ হইবে। বর্ত্তমান ভারতে কিরূপ স্বতন্ত্র শিক্ষা সময়োপযোগী, কিরূপ শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইলে জাতীয় নৈতিক ও ধর্ম্মজীবন গঠনের সুবিধা হয়, ছাত্রাবস্থার সময় বিভাগ, শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা, শিক্ষকের সহিত শিক্ষার্থীর সম্বন্ধ, শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ,

কোন্ নিয়মে স্থিরীকৃত হওয়া আবশ্যক তাহার আলোচনা করা যাইবে।

বিজ্ঞানের দুই ভাগ ঃ (১) জ্ঞান-কাণ্ড—তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা ;

যে সকল বিদ্যাকে আমরা বিজ্ঞান বলিয়া থাকি তাহাদের দুইটী দিক আছে। এক দিকে তাহারা নানাবিধ উপায়ে কোন বিষয়ের আধুনিক অথবা প্রাচীন তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করিয়া ক্রমশঃ তৎ-সম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং সত্য আবিষ্কার করে। অপর দিকে কেবল মাত্র জ্ঞান লাভ ও তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় সন্তুষ্ট না থাকিয়া সেই জ্ঞান ও তত্ত্বকে ব্যবহার করিয়া মানুষের বিবিধ অভাব মোচনের সহায়তা করে। বিজ্ঞানের একঅংশ জ্ঞানকাণ্ড, অপর অংশ কর্ম্মকাণ্ড। উভয়ের মিলনে বিজ্ঞানের সমাপ্তি। এক দিকে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সম্মুখে স্থাপন না করিয়া, ঐতিহাসিক ও দার্শনিক প্রণালীর দ্বারা নিরপেক্ষভাবে ও সহিষ্ণুতার সহিত আলোচ্য বিষয়ের পরীক্ষা করিয়া সত্যে উপনীত হইবার চেষ্টা করা ; অপর দিকে বিশেষ এক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উপযুক্ত উপায় উদ্ভাবন করা —এই দুইটীই বৈজ্ঞানিকের কার্য্য। ইহাদের মধ্যে শেষোক্তটী পূর্ব্বোক্তটির উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ

(২) কর্ম্ম-কাণ্ড—মানবের অভাব মোচনের জন্য প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের প্রয়োগ ;

কোন বিষয়ের স্বরূপ ও প্রকৃতি অবগত না হইলে তাহাকে কোন লক্ষ্যের দিকে চালিত করা অসম্ভব।

ধনবিজ্ঞান এইরূপ একদিকে মানুষের ভোগ প্রবৃত্তির প্রকৃতি, ক্রমবিকাশ, রূপপরিবর্ত্তন এবং ইহা চরিতার্থ করিবার উপায় সমূহ নানা প্রকারে আলোচনা করিয়া বিষয় সম্পত্তি সম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করে; অপর দিকে এই তত্ত্বের উপর নির্ভর করিয়া, এই ধন সম্পত্তি সম্বন্ধীয় সাধারণ নিয়ম সমূহের সাহায্য গ্রহণ করিয়া দেশের বৈষয়িক শ্রীবৃদ্ধি সাধনের উপায় উদ্ভাবন করে। সেইরূপ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি, উন্নতি, অবনতি সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাষ্ট্র শাসনের প্রণালী আবিষ্কার করে, এবং ইহার দ্বারা রাষ্ট্রের কর্ম্মচারীদিগকে কর্ম্মে সাহায্য করে। শিক্ষা বিজ্ঞান ও প্রথমতঃ ইতিহাস এবং দর্শনের দ্বারা শিক্ষার উদ্দেশ্য, উপকরণ, ও উপায় প্রভৃতি সম্বন্ধে সত্য আবিষ্কার করে; এবং দ্বিতীয়তঃ এই সকল প্রতিষ্ঠিত সত্য অবলম্বন করিয়া প্রকৃত শিক্ষাপ্রণালী আবিষ্কার করে। শিক্ষাতত্ত্ববিদেরা শিক্ষাপদ্ধতির বৈচিত্র্য এবং শিক্ষাপদ্ধতির সহিত সাধারণ সভ্যতার সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া সন্তুষ্ট থাকেন না; তাঁহারা এমন কি শিক্ষার প্রকৃতি, শিক্ষার উন্নতি অবনতির কারণ, অথবা শিক্ষার সহিত যুগ

ধন-বিজ্ঞান ও রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের দুই দিক—
(১) অর্থ ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে সাধারণ সূত্র আবিষ্কার
(২) আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় কর্ম্মে সূত্রের প্রয়োগ

ধর্ম্মের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া, অথবা দেশ ও কাল ভেদে শিক্ষাপদ্ধতি কিরূপ পরিবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক এবং এজন্য কিরূপ ব্যবস্থা বিধেয় তাহার বিবরণ প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট থাকেন না ; তাঁহাদিগকে, উপরন্তু, অবস্থোচিত ব্যবস্থা করিতে হইলে শিক্ষার যে উপায় উদ্ভাবন করা উচিত তাহাও স্থির করিয়া দিতে হয়। সুতরাং শিক্ষা-বিজ্ঞান তিন বিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—(১) শিক্ষা-পদ্ধতি,
(২) শিক্ষা-তত্ত্ব,
(৩) শিক্ষা-প্রণালী।

শিক্ষাবিজ্ঞানের কর্ম্মকাণ্ড ও তৃতীয় বিভাগ—শিক্ষা-প্রণালী

দ্বিতীয় বিভাগে অর্থাৎ শিক্ষাতত্ত্বে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও উপায় সম্বন্ধে সাধারণভাবে যাহা বলা হইবে, এবং আমাদের দেশের বর্ত্তমান যুগোপযোগী শিক্ষা-পদ্ধতির যে চিত্র প্রদান করা হইবে, তৃতীয় বিভাগে অর্থাৎ শিক্ষাপ্রণালীতে সেই বিষয়ের কর্ম্মকাণ্ড সন্নিবেশিত হইবে। আমাদের দেশের উপযোগী যেরূপ আধ্যাত্মিক, নৈতিক, মানসিক ও শারীরিক শিক্ষার আদর্শ গ্রহণ করা হইবে তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার উপায় সমূহ বিবৃত হইবে। এই উপায় সমূহের মধ্যে যে অংশ সাধারণ শিক্ষাপদ্ধতি, ছাত্র

ও শিক্ষকের সম্বন্ধ, শিক্ষালয় ও সমাজের সম্বন্ধ, এবং শিক্ষালয়প্রতিষ্ঠা-বিষয়ক, তাহা শিক্ষা-তত্ত্বের শেষাংশে আলোচিত হইবে বলিয়া তৃতীয় বিভাগে কেবল মাত্র শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের অধ্যাপনা-প্রণালীরই বিশদ বিবরণ দেওয়া যাইবে।

তিন বিভাগের প্রতিপাদ্য বিষয়:

প্রথম বিভাগে শিক্ষা জগতের বৈচিত্র্য প্রতিপন্ন করা যাইবে। দ্বিতীয় বিভাগে সমাজোপযোগিতা, সময়োপযোগিতা ও স্বাধীনতা—প্রধানতঃ এই তিন কারণেই যে যুগে যুগে দেশে দেশে শিক্ষার বৈচিত্র্য উৎপন্ন হয়, এবং এই তিন লক্ষণই যে স্বাভাবিক শিক্ষার প্রকৃত ভিত্তি—এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করা হইবে; এবং এই দেশের বর্ত্তমান কালোপযোগী প্রকৃত স্বাভাবিক শিক্ষার নূতনত্ব ও স্বাতন্ত্র্যের যৌক্তিকতা প্রদর্শিত হইবে। তৃতীয় বিভাগে বিশেষ এক অধ্যাপনা-প্রণালীর বিবরণ প্রদান করা হইবে।

অধ্যাপনার নূতন প্রণালী

এতদিন আমাদের দেশে যে ভাবে ভাষা, দর্শন, ইতিহাস, গণিত, বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে অধ্যাপনা কার্য্য চলিতেছিল তাহার যথোচিত পরিবর্ত্তন

করিয়া উন্নত শিক্ষা-প্রণালীর অবতারণা করা হইবে। এক কথায় বলিতে হইলে, যে প্রণালীতে শিক্ষার্থী শারীরিক ও মানসিক ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা লাভ করিয়া ক্রমশঃ পরিচিত বিষয় ও সত্য হইতে অপরিচিত ও অজ্ঞাত সত্যে উপনীত হইতে পারে,—বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই সত্য আবিষ্কারের পন্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, নিজের উদ্ভাবনী শক্তি ও বুদ্ধি-স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাইয়া স্বকীয় সৃষ্টি ও মৌলিক চিন্তার আনন্দ উপভোগ করিতে পারে, এবং যে প্রণালীতে আলোচ্য ও শিক্ষণীয় বিষয়ের ক্রমবিকাশ তাহার স্বকীয় ক্রমবিকাশের অনুরূপ হইতে পারে—এরূপ শিক্ষা-প্রণালীর ব্যাপক, সম্পূর্ণ ও সর্ব্বোতোমুখী আলোচনা করা হইবে।

(ক) জ্ঞাত বিষয় ব্যবহার করিতে করিতে অজ্ঞাত বিষয়ের অধিকার প্রাপ্তি

বৈজ্ঞানিকেরা এবং নানাবিধ সত্যের আবিষ্কারকেরা যে ভাবে ধীরে ধীরে অনেক ভ্রমসংশোধন করিতে করিতে অসম্পূর্ণ ও আংশিক সত্য এবং অসত্যের দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া, একটা দুইটা করিয়া খণ্ড-সত্য সংগ্রহের পর শেষে সম্পূর্ণ সত্যের দুর্গ করতলগত করেন, ছাত্রকেও ঠিক সেই ভাবে আবিষ্কার করিতে করিতে, অজানা পথের ভিতর দিয়া, অনেক ব্যর্থ প্রয়াসের পর, সত্য লাভ করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। অপর লোকেরা যে সকল সত্যের উপলব্ধি করিয়াছেন এবং সেই সত্য

সমূহ অবলম্বন করিয়া যে সকল পুস্তক রচনা করিয়াছেন, ছাত্রকে সেই সকল সত্য স্বীকার করাইয়া লওয়ান এবং পুস্তক সকল আবৃত্তি করান শিক্ষকের কর্ত্তব্য নহে। তাঁহাকে কেবল মাত্র ছাত্রের পথ প্রদর্শকের ন্যায় থাকিয়া তাহার সত্য আবিষ্কারের প্রয়াসে সহায় হইতে হইবে।

শিক্ষার্থী—আবিষ্কারক ;

তবে শিক্ষার্থী ছাত্র এবং প্রথম আবিষ্কারকের মধ্যে এই প্রভেদ—যে, প্রকৃত আবিষ্কারককে অসহায়ভাবে পৃথিবীর অজ্ঞ অবস্থায় একাকী পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, অন্ধকারে চলিতে যাইয়া অনেক ব্যর্থ চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। এজন্য বহু ব্যক্তির জীবনব্যাপী, নিঃস্বার্থ ও ফললাভে নিরাকাঙ্ক্ষ, কর্ম্মের ফলে জগতে এক একটী সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে; এবং এই কারণে বহু জীবন নিরর্থক ব্যয়িত হইয়াছে। কিন্তু ছাত্রকে এরূপ ব্যর্থযত্ন হইতে হইবে না। বহু জাতি ও বহু ব্যক্তির প্রয়াসপ্রসূত, জড়জগৎ ও চিজ্জগতের সত্যসমূহ তাহার নিকট বিজ্ঞানাকারে সঞ্চিত ও পুঞ্জীকৃত রহিয়াছে। তাহার শিক্ষক এই ভাণ্ডারের অধিকারী হইয়া সর্ব্ববিদ্যা-রক্ষক ভাবে সর্ব্বদা তাহার সহায়তা করিতেছেন। যে যে পন্থা অবলম্বন করিয়া বৈজ্ঞানিকেরা সত্য সকল উদ্ভাবন করিয়াছেন সেই সকল উপায় এখন শিক্ষার্থীকে নূতন করিয়া উদ্ভাবন করিতে হইবে না।

শিক্ষকের কর্ম্ম—আবিষ্কারে প্রবৃত্ত ছাত্রকে সহায়তা করা ;

তাহার শিক্ষকের মনেই সেই উপায় গুলি সর্ব্বদা রহিয়াছে; সুতরাং বহু যুগে পৃথিবী যাহা লাভ করিয়াছে ছাত্র এক জীবনেই এখন তাহা লাভ করিতে সক্ষম। ছাত্রের জীবন কোন কোন সুপণ্ডিতদিগের জীবনের ন্যায় নিরর্থক হইবার সম্ভাবনা নাই।

আলোচ্য বিষয়ে প্রবেশ লাভের জন্য রচিত গ্রন্থ পাঠের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা নাই;

শিক্ষার্থী আবিষ্কারক, কেবল মাত্র পাঠক নহে। গ্রন্থকারেরা যে ভাবে নিজ নিজ পুস্তক রচনা করিয়া তথ্য লিপিবদ্ধ করেন, শিক্ষার্থীকে ঠিক সেই ভাবে পুস্তক পাঠ অথবা বিষয়ের আলোচনা করিতে হইবে না। সাধারণতঃ যে প্রণালীতে পুস্তক রচিত হইয়া থাকে তাহাতে গ্রন্থকর্ত্তার প্রয়াসসমূহের বিবরণ থাকে না। বহু গবেষণা করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তিনি সেই সিদ্ধান্ত সমূহ অন্যান্য ব্যক্তির সিদ্ধান্তসমূহের সহিত মিলাইয়া এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া তাঁহার পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করেন। ইহাতে পুস্তকের শ্রীবৃদ্ধি এবং সৌষ্ঠব সাধিত হয় বটে; কিন্তু শিক্ষার্থী সিদ্ধান্তগুলি পাইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না,—তাহার পক্ষে ফললাভ অপেক্ষা ফললাভের উপায় অধিক আবশ্যক। এজন্য অতি সুপণ্ডিত-রচিত পুস্তকও শিক্ষার্থীর উপযোগী নহে। বিবিধ কারণে রচিত গ্রন্থ সমূহের সার মর্ম্ম, রচনাকৌশল এবং লিখনপদ্ধতির সহিত ছাত্রের পরি-

চিত হওয়া উচিত বটে ; কিন্তু কোন বিষয়ে ব্যুৎপন্ন হইবার জন্য ছাত্রকে যদি পুস্তক পাঠ করিতেই হয় তাহা হইলে ছাত্রদিগের জন্য বিশেষভাবে পুস্তক রচনা করা উচিত। যে সকল পুস্তকের দ্বারা ছাত্র স্বকীয় উন্নতি অনুসারে স্বাধীনভাবে ক্রমশঃ কঠিনতর ও জটিলতর প্রশ্নের মীমাংসা করিতে বাধ্য হয়, যে সকল পুস্তকে সঙ্কেতমাত্র নির্দ্দিষ্ট হয়, উপায় ও পন্থা মাত্র বলিয়া দেওয়া হয়, এবং সকল কার্য্যই শিক্ষার্থীকে নিজে দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া সমাধা করিতে হয়, সেই সকল পুস্তকই শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ছাত্র দিগের পাঠ করা উচিত।

ছাত্রের কিরূপ পুস্তক ব্যবহার করা উচিত।

আবিষ্কারকের প্রণালীতে শিক্ষালাভ করিলে স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন চেষ্টা, মৌলিকতা ও অনুসন্ধিৎসা স্বভাবসিদ্ধ হইয়া পড়ে। এই উপায়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মস্তিষ্কের সঞ্চালন করিলে মানসিক শক্তির বিকাশ ও পুষ্টি সাধিত হয়। অনুশীলনই শক্তির উপায় বলিয়া, কষ্ট ও সমস্যার ভিতর থাকিয়া ক্রমশঃ বিকাশলাভ করিলেই শক্তি সঞ্চিত হইতে পারে। এজন্য অপরের আবিষ্কৃত সত্যের দ্বারা মস্তিষ্কের প্রকোষ্ঠ গুলি পূর্ণ না করিয়া নিজে বিচার্য্য বিষয় গুলির জটিলতাও দুরূহতা সরল করিবার চেষ্টা করাই প্রকৃষ্ট পন্থা।

স্বাধীনভাবে চেষ্টা করিয়া সমস্যা সরল করিবার **জন্য মস্তিষ্ক সঞ্চালন।**

সত্য আবিষ্কার করিবার যে যে উপায় আছে

(খ) বহুবিবিশেষ বিশেষ ভাব ও পদার্থ বিচারের পর সামান্য ধর্ম্ম ও সূত্র সমূহ লাভের প্রণালী অবলম্বন

তাহার মধ্যে যাহার দ্বারা শিক্ষার্থীকে বহুবিধ বিশেষ বিশেষ তথ্য ও ঘটনা আলোচনা করিতে হয় সেই প্রণালীতে শিক্ষালাভ করিতে হইবে। এইরূপ বিশেষ বিশেষ আলোচনার পর তথ্যসমূহের অনৈক্য ও পার্থক্যের মধ্যে ঐক্য ও সামঞ্জস্য অন্বেষণ করিতে হইবে। এই আলোচনা-প্রণালীকে "ইণ্ডাক্‌টিভ" বা "আরোহ" পদ্ধতি বলে। ইহাতে জ্ঞান প্রকৃত স্থির ভিত্তিসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া বদ্ধমূল হইতে পারে। কারণ এই প্রণালীতে শিক্ষার্থী সর্ব্বদা স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিয়া মস্তিষ্ক সঞ্চালন করিতে বাধ্য হয়, এবং বহু তথ্যের আলোচনায় রত থাকিয়া অনুসন্ধিৎসু এবং মৌলিক হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়।

এই প্রণালীতে শিক্ষালাভ করিতে হইলে শিক্ষার্থীকে জানা জিনিসের প্রতি অধিক মনোযোগ দিতে হইবে। অজানা বিষয় সমূহ একেবারে শিক্ষকের নিকট শুনিয়া আবৃত্তি করিতে হইবে না। ইহাতে বস্তুপরিচয় ও পদার্থবিচারের প্রাধান্য থাকিবে। অনেক গুলি তথ্যের বিশেষ বিশেষ আলোচনার পরে সূত্র সমূহ এবং সাধারণ নিয়ম সকল তাহাকে লাভ করিতে হইবে। সমীপস্থ, পরিচিত এবং বর্ত্তমান তথ্য ও পদার্থ সমূহ নিরীক্ষণ করিতে করিতে, ক্রমশঃ জ্ঞানের বৃদ্ধির সহিত কল্পনা শক্তির প্রয়োগ

করিয়া দূরস্থ, অপরিচিত, অতীত এবং ভবিষ্যৎ ভাব ও পদার্থ সমূহের ধারণা করিতে হইবে। স্থূল স্থূল সত্য সমূহের আলোচনা হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্মতর সত্যের উদ্দেশ্যে উন্নীত হইতে হইবে।

ভাষা শিক্ষাঃ

প্রথম হইতেই বাক্য রচনা ও পদযোজনা করিতে অভ্যাস করিয়া

বিভিন্ন ভাষাসমূহ শিক্ষা করিতে হইলে মাতৃভাষা শিক্ষা-প্রণালীর সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। শিশু যখন প্রথম কথা বলে তখন সে অন্ততঃ একটী মনের ভাব প্রকাশ করে। ক্রমশঃ মনের ভাব প্রকাশেই তাহার ভাষার ও সাহিত্যের বৃদ্ধি হয়; এবং অভাববৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনোভাবপ্রকাশের বৈচিত্র্য ও জটিলতা জন্মে।

ভাষা ব্যবহার করিতে শিক্ষা করা;

মানুষ কখনও কেবল একটী মাত্র শব্দ প্রয়োগ করিয়া ভাব প্রকাশ করিতে পারে না। একটী সম্পূর্ণ বাক্য ভিন্ন ভাব প্রকাশ করা অসম্ভব। বাক্য অতি ক্ষুদ্র হইতে পারে, এমন কি দুইটী মাত্র শব্দ যোজনায় বাক্যটী সিদ্ধ হইতে পারে। তথাপি বাক্যই ভাব প্রকাশের উপায়। সুতরাং বিভিন্ন ভাষাসমূহ শিক্ষা করিতে হইলে প্রথম হইতেই সেই সেই ভাষায় বাক্য রচনা করিতে হইবে, বাক্য ব্যবহার করিতে হইবে, অশুদ্ধ বাক্য সমূহকে শুদ্ধ করিতে শিখিতে হইবে; এবং সর্ব্বদা কথা বলিয়া

কোন ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য বিশেষ ভাবে ব্যাকরণের সূত্রে আবৃত্তি করিবার প্রয়োজন নাই।

সেই ভাষায় ভাব প্রকাশ করিতে হইবে। কোন ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য, সেই ভাষায় রচিত গ্রন্থ সমূহ ও সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করিবার জন্য, কাহারও ব্যাকরণ পাঠ করিবার প্রয়োজন নাই। বাক্য ব্যবহার করিতে করিতেই ব্যাকরণের বিষয়ীভূত নিয়মগুলি আয়ত্ত হইয়া যায়। প্রকৃত প্রত্যয় ও শব্দের উপকরণ প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিলে ভাষাবিজ্ঞানে ব্যুৎপন্ন হওয়া যায় বটে; কিন্তু ভাষা শিক্ষার জন্য ইহাদের প্রয়োজন নাই।

ইতিহাস শিক্ষা ঃ

সুপরিচিত মাতৃভাষার শিক্ষাপ্রণালী যেমন সকল ভাষা শিক্ষায় প্রয়োগ করিতে হইবে, তেমনি পরিচিত বর্ত্তমান জাতীয় ইতিহাস আলোচনাকেই সকল ইতিহাস শিক্ষার ভিত্তিরূপে বিবেচনা করিতে

(ক) বর্ত্তমান ইতিহাস হইতে অতীতে আরোহণ

প্রধানতঃ নিজকেই কেন্দ্র করিয়া মানবের জ্ঞান বৃদ্ধি হইয়া থাকে। নিজের সঙ্গে তুলনা করিয়া, নিজের সহিত পার্থক্য অনুভব করিয়া, আত্মের সহিত অনাত্ম এবং বাহ্য পদার্থ সমূহ ও বেষ্টনীর সম্বন্ধ নির্ণয় ও উপলব্ধি করিতে করিতে, মানবের বুদ্ধি উন্মেষিত ও ক্রমশঃ বিকশিত হয়। সুতরাং ইতিহাস

শিক্ষার জন্য প্রথম হইতেই অন্যান্য দেশ অথবা অন্যান্য কালের ঘটনাবলী হইতে আরম্ভ করা উচিত নহে। শিক্ষার্থী নিজের কর্ম্ম দ্বারা যে সকল দেশীয়, কার্য্য ও ঘটনাবলীকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া স্বয়ং জাতীয় জীবন গঠনের সহায়তা করিতেছে তাহাকে সেই সকল বিষয়ের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে।

যদি শিক্ষার্থী সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থিক, আধ্যাত্মিক অথবা বর্ত্তমান যুগের অন্যবিধ আন্দোলনের মধ্যে অবস্থিত হইয়া তাহাদের বিচিত্র ও জটিল গতি পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সে বুঝিতে পারে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ নিজ চিন্তাও কর্ম্মের দ্বারা সমাজের ইতিহাস রচনা করিতেছে, এবং ইতিহাস জীবন্ত শক্তি সমূহের উপকরণে গঠিত। তাহা হইলে অতীত কালেও পূর্ব্ব পুরুষেরা যে বর্ত্তমানের লোকসমাজের ন্যায় রক্ত-মাংসের শরীর লইয়াই আলোচনা করিত, চিন্তা করিত, কর্ম্ম করিত ও দলগঠন করিত এই বিষয় সে ধারণা করিতে পারে। ইহাতে ইতিহাস কথা বা কাহিনী মাত্র না থাকিয়া যথার্থ জীবন্ত সত্তারূপে প্রতীয়মান হয়।

ইতিহাস-বিজ্ঞান মানব সমাজের ক্রম বিকাশের

(খ) ক্রমশঃ ঐতিহাসিক শক্তি সমূহ হইতে ঐতিহাসিক নিয়মে আরোহণ ঃ
(১) ভৌগোলিক সংস্থান
(২) সমাজ
(৩) রাষ্ট্র
(৪) ধর্ম্ম
(৫) অর্থ
(৬) সাহিত্য
(৭) শিক্ষা

যে সকল স্তর এবং সাধারণ সূত্র লিপিবদ্ধ করিয়া সাধারণ মানব প্রকৃতির পরিচয় প্রদান করে তাহা অতি সূক্ষ্ম এবং যথেষ্ট যুক্তি ও কল্পনা সাধ্য। এইরূপ ইতিহাস-বিজ্ঞানই প্রকৃত ইতিহাস আলোচনার ফল। কিন্তু শিক্ষার্থীর প্রথম অবস্থায় এরূপ সূক্ষ্ম সত্য সমূহ অলীক ও কাল্পনিক বলিয়া বোধ হয়। এইজন্য যে সমুদয় বিভিন্ন জাতীয় চিন্তা এবং কর্ম্মের আলোচনা ও বিশ্লেষণ করার ফলে এই সত্য সমূহ আবিষ্কৃত হয়, সেই সমুদয় সুবোধ্য এবং সুপরিচিত বিষয় গুলির উপরই ইতিহাস শিক্ষার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সুতরাং ইতিহাসের মধ্যে কার্য্যকারণসম্বন্ধনির্ণয় এবং অঙ্গাঙ্গিভাববিচারের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া শিক্ষার্থীকে প্রথম অবস্থায় ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, কলা, শিল্প, সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম্ম প্রভৃতি জীবন্ত মানব সমাজের উপকরণ ও লক্ষণ সমূহের প্রতি মনোযোগী হইয়া ঐতিহাসিক শক্তিগুলির সহিত পরিচিত হইতে হইবে।

(গ) জাতীয় ইতিহাস হইতে মানবেতিহাসে আরোহণ।

অতএব বর্ত্তমান কালে দেশের মধ্যে যে সকল শক্তির প্রভাবে ইতিহাস গঠিত হইতেছে, প্রথমতঃ, তাহাদিগকে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। পরে অতীতের ঘটনাবলীকে বর্ত্তমানের সহিত তুলনা করিয়া অতীতকে বর্ত্তমানের চক্ষে নিরীক্ষণ

করিতে হইবে। এবং এই উপায়ে সমগ্র জাতীয় ইতিহাসের প্রতিমূর্ত্তি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া অন্যান্য জাতিগত চরিত্রের সহিত স্বজাতীয় চরিত্রের সংযোগ ও তুলনা সাধন করিতে হইবে। এবং জাতীয় চক্ষে সমগ্র মানব সমাজকে বুঝিতে হইবে।

এই প্রণালীতে শিক্ষালাভ করিলে নীতি, ধর্ম্ম, অর্থ, সাহিত্য প্রভৃতি যাবতীয় সামাজিক শক্তি এবং জাতিগঠনের উপকরণ সমূহ নিরীক্ষণ ও বিশ্লেষণ করিয়া শিক্ষার্থী ঐতিহাসিক শক্তিগুলি আয়ত্ত করিতে পারিবে। মানব জাতির ইতিহাসের মধ্যে স্বজাতির স্থান উপলব্ধি করিতে পারিয়া সে ঐতিহাসিক বৃত্তির সার্থকতা করিতে পারিবে। এবং মানব সভ্যতার ক্রম বিকাশের নিয়মগুলি হৃদয়ঙ্গম করিবার অধিকারী হইবে।

ভূগোল শিক্ষা :

ভূগোলশাস্ত্র ইতিহাস-বিজ্ঞানের শারীরিক ভিত্তি। ভূগোল না হইলে ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকে। শরীর যেমন মানবের সকল প্রকার চিন্তা ও কর্ম্মের আধার, এই পৃথিবীও সেইরূপ মানব সমাজের সকল প্রকার আন্দোলন ও প্রতিষ্ঠানের

রঙ্গমঞ্চ—মানবের কর্ম্মক্ষেত্র ও লীলাভূমি। সুতরাং যে সকল শক্তিপুঞ্জ ও পদার্থ সমূহ এই বাহ্য জগৎকে সৃষ্টি করিয়া মানবের ক্রীড়াস্থল প্রস্তুত করিয়াছে তদ্বিষয়ে জ্ঞান ব্যতিরেকে, মানবসমাজ সম্বন্ধে জ্ঞান সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। এজন্য ভূগোলের বিশেষ প্রয়োজন।

নিজ বাস ভূমির সর্ব্ব-বিধ পরিচয় লাভের পর দূরদেশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন।

ইতিহাস শিক্ষার ন্যায়, ক্রমশঃ পরিচিত হইতে অপরিচিত বিষয়ে প্রবেশ করিয়া ভূগোল শাস্ত্রে শিক্ষালাভ করিতে হইবে। নিজের সহিত তুলনা করিয়াই ক্রমশঃ পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হয়। এজন্য সর্ব্বাগ্রে নিজের গৃহ, নিজের বাসভূমিরই সর্ব্ববিধ পরিচয় গ্রহণ করা আবশ্যক। স্বদেশের নদনদী· বন উপবন, উদ্ভিদজন্তু, শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিলে অন্য কোন দেশের প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক বিষয় সমূহে জীবন্ত জ্ঞান জন্মিতে পারে না। অতিথি সৎকার করিতে হইলে প্রকৃত গৃহস্থ হইতে হয়, তাহা না হইলে বহুদেশ ভ্রমণের পরও পৃথিবীর বৈচিত্র্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা থাকিয়া যায়।

ভৌগোলিক পরিচয়েরজন্য কোন্ কোন্ বিষয়ের বিবরণ

প্রথমাবস্থায় স্থূল বস্তু সমূহের প্রতিই মনোনিবেশ করিতে হইবে। বেষ্টনীর প্রভাবে মানবের ইতিহাস কোথায় কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, অথবা মানব বাহ্য জগৎকে কোথায় কিরূপ ভাবে খর্ব্ব করিয়া নিজ ব্যব

হারের উপযোগী করিয়া লইয়াছে এই সকল উচ্চ বিষয়ক তথ্য আলোচনা না করিয়া স্বদেশের, এবং উপযুক্ত সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন দেশের, সকল প্রকার প্রাকৃতিক পদার্থ সমূহের বিবরণ গ্রহণ করিতে হইবে ; এবং ইতিহাসালোচনা করিতে যাইয়া যেমন ছাত্রকে বাহ্য প্রকৃতি, রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম্ম, শিক্ষা, অর্থ, ভাষা, সাহিত্য প্রভৃতি জাতীয় জীবন গঠনোপযোগী উপকরণ সমূহ অনুসন্ধান করিতে হয়, তেমনি ভূগোল পাঠে ছাত্রকে স্থলমণ্ডল, জলমণ্ডল, নভোমণ্ডল প্রভৃতি পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন অংশের যে সকল পদার্থ এবং শক্তি ব্যবহার ও আয়ত্ত করিয়া মানব ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, শিল্প, প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করে, তাহার অন্বেষণ করিতে হইবে। এইরূপে স্থূলের সহিত সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইলে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম ভৌগোলিক সূত্রের আবিষ্কার সহজ সাধ্য হইবে।

সংগ্রহ আবশ্যক ঃ (১) পৃথিবীর মধ্যে অবস্থান (২) ভূমণ্ডল জলমণ্ডল, ও নভোমণ্ডল (৩) প্রাণী-মণ্ডল (৪) মানব-জাতি (৫) রাষ্ট্র-বিভাগ (৬) শিল্প বাণিজ্যোপ-যোগী প্রাকৃতিক উপকরণ

ইতিহাসবিজ্ঞানের ন্যায় অন্যান্য মানবীয় বিজ্ঞান সমূহ সম্বন্ধেও এই শিক্ষাপ্রণালী প্রযোজ্য। ন্যায়শাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি যে সকল শাস্ত্রের

মানবীয় বিজ্ঞান সমূহের অধ্যাপনা

আলোচ্য বিষয় মানবচরিত্র—মানবের হাব ভাব আদর্শ, চিন্তা, প্রকৃতি, ও প্রবৃত্তির বিশ্লেষণ করিয়া যে সকল শাস্ত্র মানবচরিত্রের নিয়ম আবিষ্কার করে সেই সকল শাস্ত্র সাধারণতঃই অতি সূক্ষ্ম ও জটিল। সুতরাং এতদ্বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে বিশেষ-ভাবে স্থূল ও পরিচিত তথ্য সমূহ আলোচনা করিতে হইবে। এবং এই সমুদয়ের বিশেষ বিশেষ বিশ্লেষণের ভিতর দিয়া ক্রমশঃ সাধারণ সূত্রে উপণীত হইতে হইবে। সূত্রগুলি প্রথমে আবৃত্তি করার পরে উদা-হরণ স্বরূপ কয়েকটী প্রকৃত ঘটনা বা বস্তু গ্রহণ না করিয়া, বস্তু সমূহকেই প্রধান আলোচ্য বিষয় করিতে হইবে, এবং এই উপায়ে মনোজগতের সাধারণ নিয়ম সমূহ আবিষ্কার করিতে হইবে।

নানা শ্রেণীর মানসিকক্রিয়া ও প্রক্রিয়া সমূহের বিশ্লেষণ;

মানবের চিন্তা প্রণালী সম্বন্ধে কোন সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করিতে হইলে কতক গুলি ভিন্ন ভিন্ন রকমের চিন্তার দৃষ্টান্ত নানারূপে আলো-চনা করিয়া দেখিতে হইবে। যুক্তিযুক্ত তথ্যের লক্ষণ সমূহ অবগত হইতে হইলে, যে সকল বিষয় সাধারণতঃ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া জ্ঞাত সেই সকল বিষয়ের বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে তাহাদের সকলের মধ্যে সাধারণ কোন্ কোন্ লক্ষণ বিদ্যমান। সেইরূপ সদসৎ অথবা কল্যাণাকল্যাণ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে সমাজে যে সকল

বিবিধ যুক্তি-সঙ্গত বিষয়ের স্বরূপ নিরীক্ষণ;

বিষয়কে সৎ অথবা অসৎ অভিহিত করা হয়, অথবা সদসৎ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন সমাজে যেরূপ সাধারণ ধারণা আছে, সেই সকল সদসদ্বিভাগের মধ্যে কত প্রকারের চিন্তাপ্রণালী, কত প্রকারের আদর্শবাদ নিহিত আছে তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে।

বিভিন্ন নীতি-সঙ্গত কর্ম্ম সমূহের মর্ম্ম গ্রহণ;

ভিন্ন ভিন্ন দেশের রীতিনীতি, চালচলন, আদান প্রদান, সৌজন্য শিষ্টাচার প্রভৃতি আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে তাহাদের মধ্যে কোথায় কি ভাব অন্তর্নিহিত আছে, এবং এই ভাবের দ্বারা মানব সমাজের সাধারণ কোন পরিচয় পাওয়া যায় কিনা। ধন-বিজ্ঞানে শিক্ষা লাভ করিতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন দেশের এবং ভিন্ন ভিন্ন কালের বৈষয়িক প্রতিষ্ঠান—শিল্প, বাণিজ্য, ও আর্থিক অনুষ্ঠান সমূহ আলোচনা করিয়া তাহাদের মধ্য হইতে বিষয় সম্পত্তির প্রয়োজনীয়তা, উৎপত্তি, ভোগ ও বিভাগ সম্বন্ধে সাধারণ সূত্রে উপনীত হইতে হইবে। রাষ্ট্র-বিজ্ঞানে শিক্ষালাভ করিতে হইলে বিবিধ উপায়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃত রাজনৈতিক ঘটনা বিচার করিতে হইবে, উন্নত রাষ্ট্রের লক্ষণ গুলি নিরীক্ষণ করিয়া অধঃপতিত জাতির অবস্থার সহিত তুলনা করিতে হইবে; ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের রাষ্ট্র শাসন প্রণালী, এবং বর্ত্তমান কালে ও অতীতে

বিবিধ সামাজিক রীতি নীতির বিবরণ সংগ্রহ ও পর্য্যালোচনা;

বিবিধ বিষয়-ভোগের অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের বিবরণসংগ্রহ;

অনেক প্রকা-রের রাষ্ট্রীয়

আলোচ্য বিষয় মানবচরিত্র—মানবের হাব ভাব আদর্শ, চিন্তা, প্রকৃতি, ও প্রবৃত্তির বিশ্লেষণ করিয়া যে সকল শাস্ত্র মানবচরিত্রের নিয়ম আবিষ্কার করে সেই সকল শাস্ত্র সাধারণতঃই অতি সূক্ষ্ম ও জটিল। সুতরাং এতদ্বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে বিশেষ-ভাবে স্থূল ও পরিচিত তথ্য সমূহ আলোচনা করিতে হইবে। এবং এই সমুদয়ের বিশেষ বিশেষ বিশ্লেষণের ভিতর দিয়া ক্রমশঃ সাধারণ সূত্রে উপণীত হইতে হইবে। সূত্রগুলি প্রথমে আবৃত্তি করার পরে উদা-হরণ স্বরূপ কয়েকটী প্রকৃত ঘটনা বা বস্তু গ্রহণ না করিয়া, বস্তু সমূহকেই প্রধান আলোচ্য বিষয় করিতে হইবে, এবং এই উপায়ে মনোজগতের সাধারণ নিয়ম সমূহ আবিষ্কার করিতে হইবে।

নানা শ্রেণীর মানসিকক্রিয়া ও প্রক্রিয়া সমূহের বিশ্লেষণ ;

বিবিধ যুক্তি-সঙ্গত বিষয়ের স্বরূপ নিরীক্ষণ ;

মানবের চিন্তা-প্রণালী সম্বন্ধে কোন সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করিতে হইলে কতক গুলি ভিন্ন ভিন্ন রকমের চিন্তার দৃষ্টান্ত নানারূপে আলো-চনা করিয়া দেখিতে হইবে। যুক্তিযুক্ত তথ্যের লক্ষণ সমূহ অবগত হইতে হইলে, যে সকল বিষয় সাধারণতঃ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া জ্ঞাত সেই সকল বিষয়ের বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে তাহাদের সকলের মধ্যে সাধারণ কোন্ কোন্ লক্ষণ বিদ্যমান। সেইরূপ সদসৎ অথবা কল্যাণাকল্যাণ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে সমাজে যে সকল

বিষয়কে সৎ অথবা অসৎ অভিহিত করা হয়, অথবা সদসৎ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন সমাজে যেরূপ সাধারণ ধারণা আছে, সেই সকল সদসদ্বিভাগের মধ্যে কত প্রকারের চিন্তাপ্রণালী, কত প্রকারের আদর্শবাদ নিহিত আছে তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে।

বিভিন্ন নীতি-সঙ্গত কর্ম্ম সমূহের মর্ম্ম গ্রহণ ;

ভিন্ন ভিন্ন দেশের রীতিনীতি, চালচলন, আদান প্রদান, সৌজন্য শিষ্টাচার প্রভৃতি আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে তাহাদের মধ্যে কোথায় কি ভাব অন্তর্নিহিত আছে, এবং এই ভাবের দ্বারা মানব সমাজের সাধারণ কোন পরিচয় পাওয়া যায় কিনা। ধন-বিজ্ঞানে শিক্ষা লাভ করিতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন দেশের এবং ভিন্ন ভিন্ন কালের বৈষয়িক প্রতিষ্ঠান—শিল্প, বাণিজ্য, ও আর্থিক অনুষ্ঠান সমূহ আলোচনা করিয়া তাহাদের মধ্য হইতে বিষয় সম্পত্তির প্রয়োজনীয়তা, উৎপত্তি, ভোগ ও বিভাগ সম্বন্ধে সাধারণ সূত্রে উপনীত হইতে হইবে। রাষ্ট্র-বিজ্ঞানে শিক্ষালাভ করিতে হইলে বিবিধ উপায়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃত রাজনৈতিক ঘটনা বিচার করিতে হইবে, উন্নত রাষ্ট্রের লক্ষণ গুলি নিরীক্ষণ করিয়া অধঃপতিত জাতির অবস্থার সহিত তুলনা করিতে হইবে ; ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের রাষ্ট্র শাসন প্রণালী, এবং বর্ত্তমান কালে ও অতীতে

বিবিধ সামাজিক রীতি নীতির বিবরণ সংগ্রহ ও পর্য্যালোচনা;

বিবিধ বিষয়-ভোগের অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের বিবরণসংগ্রহ;

অনেক প্রকারের রাষ্ট্রীয়

ঘটনা সমূহের ইতিহাস সংগ্রহও তারতম্য অন্বেষণ।

সংঘটিত বহুবিধ রাষ্ট্রীয় ঘটনাবলী আলোচনা করিতে হইবে; এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের সহিত জাতীয় স্বার্থের যত প্রকারের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়া থাকে, এবং দ্বন্দ্বের যত প্রকারের মীমাংসা হইতে পারে সেই সকল প্রকারের দ্বন্দ্বের অবস্থার সম্যক্ বিশ্লেষণ করিতে হইবে।

নাটকের চরিত্র সমালোচনা, ইতিহাসের আন্দোলন সমূহ বিচার, পারিবারিক ও সামাজিক দ্বন্দ্বের ভিন্ন ভিন্ন দিক্ নিরীক্ষণ. সাধুজীবনের কার্য্য পরীক্ষা, জীবন চরিত পাঠ প্রভৃতি বিবিধ উপায়ে মানব-বিজ্ঞানে প্রবেশ।

সুতরাং ব্যক্তিগত, পরিবারগত, সমাজগত, এবং রাষ্ট্রগত জীবনে সত্যাসত্য, সদসৎ, ধর্ম্মাধর্ম্ম, উন্নতি অবনতি, লাভালাভ, শান্তি বিগ্রহ, প্রেম বিরোধ, জয় পরাজয়, মান অপমান প্রভৃতি মানবের অন্তর্জ্জগতের বিষয় লইয়া প্রতিদিন যে সকল পরিচিত নৈতিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যা উপস্থিত হইয়া থাকে, যে সকলের মীমাংসা প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের জীবনে প্রতিদিনই সমাধান করিতে হয়, ইতিহাসের বিপ্লব ও পরিবর্ত্তন সমূহের মধ্য দিয়া আবহমান কাল যে সকলের মীমাংসা হইয়া আসিতেছে, সাহিত্যে ও কলায় কবিরা যে সকল প্রশ্ন উথাপিত করিয়া নিজ নিজ সামর্থ্য ও প্রবৃত্তি অনুসারে উত্তর দিতেছেন, দর্শনসমূহের ছাত্রদিগকে সেই সকল সমস্যাপূর্ণ প্রশ্নই আলোচনা করিয়া চিজ্জগতের বিজ্ঞান সমূহ আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

সাহিত্যিক বিদ্যা সমূহ এই প্রণালীতে আলোচিত হইলে ইহাদের মূলীভূত উপাদান গুলির প্রতি শিক্ষার্থীর দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইবে। প্রত্যেক আলোচ্য বিষয়ের মৌলিক সত্যগুলি আয়ত্ত হইতে হইতে তত্তদ্বিষয়ে মনোবৃত্তি নিচয়ের সম্যক্ অনুশীলন হইবে; এবং প্রকৃত সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও দার্শনিক শক্তি সমূহের বিকাশ সাধিত হইবে। এই প্রণালীতে অধ্যাপনা কার্য্য চলিলে, গণিত এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সমূহেরও যথার্থ জ্ঞান লাভ হয়; এবং গণিতজ্ঞ ও অনুসন্ধিৎসু হইবার সুযোগ পাওয়া যায়। যে সকল বৃত্তি সঞ্চালনে গণিতশাস্ত্রে অধিকার জন্মে, এবং প্রকৃতিকে জিজ্ঞাসা করিবার প্রবৃত্তি জাগরিত হয় এই "আরোহ-পদ্ধতির" আবিষ্কার-প্রণালীতে সেই সকল বৃত্তি ও প্রবৃত্তির কার্য্য হইয়া থাকে।

এই প্রণালীতে শিক্ষালাভের ফলঃ শিক্ষণীয় বিষয়ের মূল ভিত্তির সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় —সাহিত্যিক বিষয়ে প্রকৃত রসজ্ঞতা, বৈজ্ঞানিক বিষয়ে প্রকৃত অনুসন্ধিৎসা।

সচরাচর যে প্রণালীতে গণিত শাস্ত্রে শিক্ষা প্রদান করা হইয়া থাকে তাহাতে ছাত্রকে কতকগুলি সংজ্ঞাহীন নির্জ্জীব সংখ্যা লইয়া নাড়াচাড়ি করিতে হয়। সংখ্যা, রাশি ও সঙ্কেতচিহ্নসমূহ, এবং পাটীগণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতি—সমস্তই কেবল মাত্র

গণিত শিক্ষা

কাগজ বা বোর্ড-গত-প্রাণ হইয়া থাকে; এবং জীবন্ত সত্ত্বের ন্যায় মনের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে না। মানুষের জীবনের সহিত যে জিনিষের সম্বন্ধ বিশেষ স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় না সেই জিনিষ মৃত ও অচেতন বিবেচিত হইবেই। মাঝে মাঝে বিশেষ কোন দুরূহ প্রশ্নের মীমাংসা করিবার জন্য শিক্ষক মহাশয় অথবা গণিতকার কোন চিত্র বা প্রকৃত ঘটনার সাহায্য অবলম্বন করিয়া প্রতিপাদ্য বিষয়টীকে সজীবতা দান করিবার চেষ্টা করেন বটে; কিন্তু কেবল তাহার দ্বারা সমগ্র বিষয়ের প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হয় না, এবং প্রকৃত অনুরাগ জন্মে না।

বিভিন্ন পরিমেয় পদার্থ সমূহের জ্ঞান লাভ

যে নূতন প্রণালী এই পুস্তকে অবলম্বিত হইবে তাহাতে গণিত শাস্ত্রকে দৈনন্দিন জীবনের বৈষয়িক কার্য্যকলাপের মধ্যে আনয়ন করিয়া সরস করিয়া তুলিবে। প্রতিদিন প্রত্যেক পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তিকে বহু পদার্থের পরিমাণ গ্রহণ করিতে হয়, বহু বস্তু গণনা করিতে হয়, বহু জিনিষ ওজন করিতে হয়। এই নিত্য ব্যবহার্য্য পরিমেয় পদার্থ সমূহের প্রতি ছাত্রের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে। দিন, ক্ষণ, লোক, স্থান, গৃহ, ধন, পশু প্রভৃতি যে সমুদয় পদার্থের পরিমাণ মানুষ আবহমান কাল গ্রহণ করিয়া আসিতেছে, যে সকল শিল্প বাণিজ্য, এবং বিষয় সম্পত্তির উৎপত্তি ও ক্রম-

বিকাশের সহিত গণনা ও পরিমাণশাস্ত্র ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত সেই সকল বিষয়সমূহের সহিত সম্যক্ পরিচিত হইলেই গণিতশাস্ত্রে রসগ্রাহিতা জন্মে। নতুবা ভিত্তি-হীন অলীক সংখ্যাতত্ত্ব শুষ্ক, দুরূহ ও ভীতিজনক বোধ হয়।

পরিমাণ বিষয়ক যাবতীয় প্রশ্ন সমূহের সহিত পরিচয়

এই পরিমেয় পদার্থ সমূহের পরিমাণ লইয়া যত প্রকারের প্রশ্ন উত্থিত হইয়া থাকে সকল প্রকার প্রশ্নের বিষয় অবগত থাকিতে হইবে। লাভ ক্ষতি, আদান প্রদান, ঋণ গ্রহণ, ঋণ দান, ক্রয় বিক্রয়, বিভাগ, বিনিময় প্রভৃতি পরিমাণমূলক যত প্রকারের বৈষয়িক ব্যাপার ঘটিয়া থাকে, যে ঘটনাসমূহ অর্থ-নীতিশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়, এবং যে কার্য্য সমূহ মানবজীবনের প্রধান অংশ, সেই সকল জীবন্ত কার্য্যের বিবরণ গ্রহণ করিতে হইবে; এবং যত ক্ষেত্রে ও যে যে স্থলে পরিমাণ গ্রহণের আবশ্যকতা হইয়া থাকে সেই সকল ক্ষেত্রের প্রশ্ন মীমাংসা করিতে হইবে।

বিবিধ আলোচ্য বিষয় সমূহের সরল দৃষ্টান্ত-গুলি আলোচনা করিয়া

মানবজীবনের সামাজিক কার্য্যাবলীর মধ্যে ধনসম্পত্তি ও শিল্প বাণিজ্য লইয়া যত কারবার হইয়া থাকে তন্মধ্যে অধিকাংশই অতি জটিল, দুরূহ, দুর্ব্বোধ্য ও সমস্যাপূর্ণ। সমবেত ব্যবসায়, যৌথকার-বার, ব্যাঙ্কিং, রাজস্বের আদান প্রদান, সম্পত্তির ক্রয় বিক্রয়, অন্তর্দ্দেশিক ও বহির্দ্দেশিক বাণিজ্য, ঋণ দান,

সমগ্র গণিত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় হৃদয়ঙ্গম করা

ঋণগ্রহণ প্রভৃতি কার্য্যসমূহ অতিশয় কঠিন ও বিচক্ষণতার সহিত বিবেচ্য। কিন্তু এই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর বৈষয়িক ব্যাপারসমূহের মধ্যে যে সমুদয় প্রশ্ন সহজ ও অল্পায়াসসাধ্য কেবলমাত্র সেই গুলি আয়ত্ত করিতে পারিলেই গণিতে উৎকর্ষ লাভ হইতে পারে। সুতরাং যে সমস্যাসমূহ মীমাংসা করিবার জন্য বহুক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিতে হয় সেই সমুদয় আলোচনা না করিয়া শিক্ষার্থীকে সর্ব্ববিধ সমস্যার সরল সুবোধ্য দৃষ্টান্তসমূহই আলোচনা করিতে হইবে।

রাশি, সংখ্যা বা সাঙ্কেতিক চিহ্ন সমূহের জটিলতা বৃদ্ধি না করিয়া সামান্য সামান্য সংখ্যা ব্যবহার করিয়াই গণিত শাস্ত্রের সর্ব্ববিধ বিষয়ের আলোচনা

রাশি, সংখ্যা বা কোন সঙ্কেত ব্যবহারের উপর বিশেষভাবে নির্ভর না করিয়া মুখে মুখে ছাত্রকে গণিতের সর্ব্ববিধ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। গণিত শাস্ত্রে প্রকৃত প্রবেশ লাভ করিবার জন্য, এবং বিষয়টী হৃদয়ঙ্গম করিবার নিমিত্ত জটিল রাশি বা বৃহৎ সংখ্যা ব্যবহারের বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই। অতি সরল এবং ক্ষুদ্রতম রাশি ব্যবহার করিয়াই, এবং সঙ্কেত চিহ্নের পরিমাণ ও জটিলতা বৃদ্ধি না করিয়াও মানুষের সর্ব্ববিধ পরিমেয় পদার্থ সমূহের এবং পরিমাণ গ্রহণকার্য্যের ধারণা করা যায়। অতি জটিল প্রশ্নও এই উপায়ে সরল হইয়া পড়ে। কঠিন কঠিন অঙ্ক করিতে পারাই গণিতে ব্যুৎপত্তির লক্ষণ

নহে। অনেক সময়ে একেবারে না বুঝিয়াও কেবল মাত্র সূত্র প্রয়োগ করিয়াই কঠিন প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দেওয়া যাইতে পারে।

সর্ব্বদা স্থূল বিষয় গুলি ও প্রকৃত ঘটনা সমূহের সহিত সম্বন্ধ

সুতরাং এরূপ প্রশ্ন করা উচিত যাহাতে বৃহৎ বৃহৎ রাশির অথবা জটিল সংখ্যার প্রয়োগ না করিতে হয়। অতি ক্ষুদ্র রাশি ব্যবহার করিয়াই সমগ্র গণনাশাস্ত্র সমাপ্ত করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ধারণাশক্তিকে সাহায্য করিবার জন্য শিক্ষার্থীর সম্মুখে বস্তু ধারণ করা বিধেয়। চিত্রাঙ্কনাদি উপায় অবলম্বন করিয়া শিক্ষাদান করাই গণিত শিক্ষার প্রকৃষ্ট প্রণালী।

এইরূপে জীবনের নানাবিধ কর্ম্মের মধ্যে গণিতের প্রতিপাদ্য বিষয়টী আয়ত্ত হইলে পর শিক্ষার্থীর মানসক্ষেত্রে বীজগণিত, পাটীগণিত ও জ্যামিতি স্ব স্ব স্থান অধিকার করিয়া বুদ্ধি শক্তির বিকাশে সহায়তা করিতে পারিবে।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সমূহের অধ্যাপনা :

মানববিজ্ঞান সমূহের শিক্ষালাভ করিতে হইলে যেমন ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা-প্রণালী ও ভাব সমূহ, কর্ম্ম ও চরিত্রের আদর্শ সমূহ, বিচিত্র রীতিনীতি সমূহ, অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান সমূহের আলোচনা করিয়া

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্য জগতের বৈচিত্র্য উপলব্ধি

মানবের মনোজগৎ, সামাজিক জগৎ, রাষ্ট্রীয় জগৎ, প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াক্ষেত্রের বৈচিত্র্যের সহিত পরিচিত হওয়া উচিত, তেমনি প্রাকৃতিক ও জড় বিজ্ঞান সমূহের শিক্ষালাভ করিতে হইলে প্রকৃতি ও জড় জগতের বিভিন্ন শক্তিপুঞ্জ ও পদার্থসমূহের সহিত পরিচিত হইয়া বাহ্য জগতের বিশালতা ও বৈচিত্র্য সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। অনলে ভূতলে, পর্ব্বতে জলে, ঋতু পরিবর্ত্তনে, লতায় পাতায়, জীব জন্তুতে যে যে শক্তির ক্রিয়া হইতেছে, যত প্রকারের বিচিত্র অভিনয় সংঘটিত হইতেছে, এই সকলের ফলে জগতে যত প্রকারের পরিবর্ত্তন ও বিপ্লব উপস্থিত হইতেছে, এবং এই সমুদয় ব্যবহার করিয়া মানব যত প্রকারের সুখ ভোগ করিতেছে সেই সকল বিভিন্ন পদার্থ ও বিভিন্ন শক্তি সমূহের বিবরণ সংগ্রহ করিতে হইবে।

ইহার সহিত পরিচয় লাভ

এইরূপে বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক জগতের নিত্য নব বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলীর প্রতি মনোনিবেশ করিয়াই বাহ্য বস্তু সমূহের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইবে। চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এই সকল পদার্থের যথার্থ জ্ঞানলাভ করিতে হইবে; ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সহিত ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর প্রকৃত সংযোগ বিধান করিতে হইবে। এই উপায়ে পৃথি-বীকে বিশেষরূপে চিনিয়া ইহার সহিত কুটুম্বিতা

স্থাপন করিতে হইবে। তাহা হইলে ইহার বিভিন্ন অভ্যাস ও ভাবগতিকসমূহ পরিষ্কার ভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারিবে; প্রকৃতির বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, হাব ভাব, কার্য্যপ্রণালী ও প্রকাশের লক্ষণসমূহ অবগত হওয়া যাইবে; এবং প্রকৃতিকে প্রশ্ন করিয়া ইহার ভিতরকার কথাগুলি, অন্তর্নিহিত সত্যগুলি সহজে উদ্ধৃত করিতে পারা যাইবে।

পদার্থবিজ্ঞান—বিভিন্ন পদার্থের গুণ বিচার ও অবস্থান্তর পরীক্ষা (১) স্থিতি (২) গতি (৩) উত্তাপ (৪) আলোক বিকীরণ (৫) শব্দোৎপত্তি (৬) তড়িচ্ছক্তির প্রকাশ

পদার্থ বিদ্যার জন্য ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ লইয়া তাহাদের গুণ নির্ণয় করিতে হইবে। জগতে জলীয়, বাষ্পীয় অথবা কঠিন—প্রভৃতি যে সকল বস্তু সম্মুখে দেখা যায় সেই সকল পদার্থের মধ্য হইতে বিশেষ কয়েকটী বস্তুর নানাবিধ ধর্ম্ম বিচার করিতে হইবে। প্রাকৃতিক বস্তু সমূহের ধর্ম্ম বিশ্লেষণ করিতে করিতেই যাবতীয় প্রাকৃতিক শক্তি ও নিয়ম সমূহের পরিচয় পাওয়া যাইবে। বস্তুবিচার ও পদার্থের গুণালোচণাই পদার্থ-বিজ্ঞান শিক্ষার প্রণালী।

রসায়নবিজ্ঞান—বিভিন্ন পদার্থের মৌলিক কারণ অনুসন্ধান—ইহার উপায় (১) বিশ্লেষণ

সেইরূপ রসায়ন শাস্ত্রের জন্য প্রথমেই অম্লজানাদি মৌলিক পদার্থের আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়া জগতের ভিন্ন ভিন্ন পরিদৃশ্যমান বস্তু সমূহের রাসায়নিক গুণালোচনা করিতে হইবে। প্রাণী জগতে, উদ্ভিদ্ জগতে এবং খনিজ জগতে যত প্রকারের রাসায়নিক ক্রিয়া হইতেছে তাহাদের সহজানুমেয় বিবরণগুলি সংগ্রহ করিতে হইবে। পদার্থ

(২) সংযোগ সাধন

সমূহকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে পরীক্ষা করিয়া তাহাদের মৌলিক অংশ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে; এবং বিভিন্ন পদার্থের সমন্বয়ে কিরূপ ফলোৎপত্তি হয় তাহা নিরীক্ষণ করিতে হইবে। পদার্থ সমূহের বিশ্লেষণ ও মিশ্রণের দ্বারা তাহাদের বিবিধ ধর্ম্ম আলোচনা করিতে করিতে রাসয়ানিক শক্তি ও নিয়ম সমূহের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

ভূবিজ্ঞান—(১)স্থলমণ্ডলে, (২) জলমণ্ডলে (৩) নভোমণ্ডলে ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্ত্তন ও অবস্থান্তরের পর্য্যবেক্ষণ

বিভিন্ন জাতীয় বস্তু সমূহের বিবিধ গুণ বিচারই যেরূপ পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নবিজ্ঞানে শিক্ষালাভের ভিত্তি, সেইরূপ জলে, স্থলে, আকাশে অহরহ যে সকল স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে সেই সকল পরিবর্ত্তনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা, তাহাদের বিবরণ সংগ্রহ করা, এবং তাহাদিগকে শ্রেণী বিভক্ত করাই ভূবিদ্যা শিক্ষার প্রণালী। মেঘ মণ্ডলের আকৃতি, বায়ুর গতি, পর্ব্বতের ক্ষয়বৃদ্ধি, নদীর বিচিত্র প্রবাহ, ঋতু পরিবর্ত্তন প্রভৃতি যাবতীয় প্রাকৃতিক ঘটনা সমূহের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া ক্রমশঃ নভোমণ্ডল, স্থল মণ্ডল, ও জল মণ্ডলের সাধারণ নিয়ম আয়ত্ত করিতে হইবে।

উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান—ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদের পরীক্ষা (১) বহিরাকৃতি

ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদ সমূহের দৃষ্টান্ত দেখিয়া উদ্ভিজ্জগতের বিশালতা ও বৈচিত্র্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। বিশেষ বিশেষ উদ্ভিদ লইয়া তাহাদের বিভিন্ন অবয়ব সমূহ নিরীক্ষণ করিতে

হইবে। তাহাদের বাহ্য আকৃতি, তাহাদের অন্তরের বিষয়, তাহাদের উৎপত্তি, বিকাশ, ও বৃদ্ধির অবস্থা সমূহ, তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিও স্বভাব, তাহাদের ক্ষেত্র, প্রকৃতি ও মানব সমাজের সহিত তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধ এবং তাহাদের প্রত্যেকের উপকারিতা প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের বিবরণ সংগ্রহ করিতে হইবে। এই উপায়ে বহুবিধ বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, পাতা, ফুল, ফল, বীজ প্রভৃতি পরীক্ষা করিতে হইবে। এইরূপ বিশেষ বিশেষ পরীক্ষা করিতে করিতেই উদ্ভিদ সম্বন্ধে সাধারণ নিয়মে উপনীত হওয়া যাইবে। প্রথম হইতে তরুলতাদিগের শ্রেণী-বিভাগ, অথবা মূল, কাণ্ড প্রভৃতির প্রভেদনির্ণয় সম্বন্ধীয় জ্ঞান স্বীকার করিয়া লইয়া অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইতে হইবে না।

(২) অন্তরাকৃতি (৩) জীবনের অবস্থাসমূহ (৪) জন্মস্থান ওআহার (৫) মানবের পক্ষে উপকারিতা ও বিবিধ গুণ

উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে যেরূপ বলা হইল প্রাণী জগতের বিভিন্ন প্রাণী সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই করিতে হইবে। পরিচিত বহুবিধ প্রাণী সমূহ নিজে পরীক্ষা করিতে হইবে। পরীক্ষা করিতে যাইয়া তাহাদের বহিরাকৃতি, অন্তরাকৃতি, গতিবিধি, স্বভাব, অভ্যাস, জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি অবস্থান্তর, বাসস্থান, খাদ্য, মানুষের সহিত বিভিন্ন সম্বন্ধ ইত্যাদি বিষয়ের নির্ণয় করিতে হইবে।

প্রাণীবিজ্ঞান—ভিন্ন ভিন্ন জীবজন্তুর পরীক্ষা (১) বহিরাকৃতি (২) অন্তরাকৃতি (৩) জীবনের অবস্থা সমূহ

(৪) জন্মস্থান ও আহার (৫) মানবের পক্ষে উপকারিতা ও বিবিধ গুণ শরীর-বিজ্ঞান- মানব শরীরের ভিন্নভিন্ন ক্রিয়া প্রক্রিয়ার পরীক্ষা: (১) গতিবিধি (২) ভোজনাদি (৩) শ্বাস প্রশ্বাস (৪) রক্ত সঞ্চলন (৫) সন্তানোৎপাদন, (৬) মানসিক ক্রিয়াসমূহ

এইরূপে উদ্ভিদ ও জীবজন্তু সমূহের বাহ্যেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় অবলোকন করিতে করিতে প্রাণী জগতের বিষয়ে যে জ্ঞান জন্মিবে সেইজ্ঞান মানবশরীরবিদ্যার আলোচনার সহিত মিলিত হইলে প্রাণ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান সম্পূর্ণ হইবে। এজন্য মানুষের অস্থি পঞ্জর, শিরা পেশী প্রভৃতি অঙ্গের যে সকল ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য হইয়া থাকে, শরীরের অবলম্বন করিয়া অঙ্গ সঞ্চালন, শ্বাস প্রশ্বাস প্রভৃতি যে সমুদয় ক্রিয়া প্রক্রিয়া হইয়া থাকে, সেই সমুদয় শারীরিক কার্য্য সমূহের বিবরণ গ্রহণ করিতে হইবে। জীবনী শক্তির শারীরিক প্রকাশ সমূহের রূপ নিরীক্ষণ, শারীরিক কার্য্য সমূহের বৈচিত্র্যপূর্ণ পরিবর্ত্তন আলোচনা প্রভৃতি শরীর সম্বন্ধীয় বিশেষ বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে করিতে শারীরিক শক্তি সমূহ ও কার্য্য প্রণালী সমূহের বিজ্ঞান ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়া আসিবে।

শিল্প শিক্ষা— কারখানায় কর্ম্ম করিয়া বহুবিধ দ্রব্য-গুণ বিচার

সাহিত্যিক বিষয় সমূহে শিক্ষালাভ করিতে হইলে শিক্ষার্থীকে যেমন নৈতিক ও মানসিক জগতের বিচিত্র সমস্যা সমূহের সম্মুখীন হইতে হয়, বৈজ্ঞানিক বিষয় সমূহে জ্ঞান লাভ করিবার জন্য যেমন বাহ্যেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য প্রাকৃতিক জগতের বিচিত্র ঘটনাবলী

অবলোকন করিতে হয়, তেমনি আবিষ্কারের আরোহ পদ্ধতির প্রণালীতে ব্যবহারিক শিল্প শিক্ষা করিতে হইলে জগতের যাবতীয় ব্যবহার্য্য পদার্থ সমূহের প্রস্তুত করিবার প্রণালীর তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে। বিজ্ঞানাগার ও ল্যাবরেটরীতে কার্য্য করা এবং প্রকৃতি নিরীক্ষণ করা যেমন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সমূহের শিক্ষার প্রধান পন্থা, মানবের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন নিরীক্ষণ করা যেমন মনোবিজ্ঞান সমূহের শিক্ষালাভের উৎকৃষ্ট উপায়, তেমনি ওয়ার্কসপ্ ও কারখানায় বস্তু বিচার করা, দ্রব্য নির্ম্মাণে সহায়তা করা, ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী অবলোকন করাই শিল্প শিক্ষার প্রধান উপায়। এই জন্য পুস্তক ব্যবহার অথবা সূত্র মুখস্থ না করিয়া কারখানাকেই পুস্তক, শিক্ষালয় ও শিক্ষক রূপে বিবেচনা করিতে হইবে। শিক্ষার্থীরা কোনও বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিবার জন্য সাধারণতঃ সূত্র ও "ফর্ম্মুলা" সমুহ পুস্তক হইতে আবৃত্তি করে; এবং দৃষ্টান্ত বা প্রয়োগ স্বরূপ কয়েকটি "এক্সপেরিমেণ্ট" করিয়া থাকে। এই নূতন প্রণালীতে পুস্তক, সূত্র ও নিয়ম সমূহের স্থান গৌণ; ল্যাবরেটরী, বিজ্ঞানাগার ও কারখানার স্থানই মুখ্য। পুস্তকের সূত্র ল্যাবরেটরীতে আসিয়া মিলাইয়া লইতে হইবে না। ল্যাবরেটরী প্রভৃতিতে কর্ম্ম করিয়া যে তথ্যে উপনীত হওয়া যায় তাহাই প্রকৃত সত্য বিবেচনা

করা, এবং দ্রব্য প্রস্তুত করণ প্রণালী সমূহ নিরীক্ষণ করা

করিয়া ইহার সহিত পুস্তকাদির তথ্য তুলনা করিতে হইবে।

বহুবিধ তথ্যেরসংগ্রহ ও বিবরণ ইণ্ডাকৃটিভ আবিষ্কার প্রণালীর প্রধান অঙ্গ

আবিষ্কারের এইরূপ প্রণালীতে শিক্ষা প্রদান করিতে হইলে বহু প্রকারের এবং নানাশ্রেণীর পদার্থ ও ভাব সমূহ, চিন্তা ও কর্ম্ম সমূহ, ঘটনা ও পরিবর্ত্তন সমূহ শিক্ষার্থীর সম্মুখে আনয়ন করিতে হইবে। প্রত্যেকটীকে বহুদিক হইতে বিবিধ উপায়ে বিভিন্ন রকমের পরীক্ষা করিয়া নানারূপ তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে। এইরূপে বহু তথ্য সংগৃহীত হইলে প্রত্যেক বিষয়ের সামান্য ধর্ম্ম সকল, শ্রেণী-সমূহ, নিয়মানুবর্ত্তিতা, সাধারণ ক্রিয়াপ্রণালী, কার্য্য-কারণসম্বন্ধ এবং পারম্পর্য্য সমূহের ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে। এই ইঙ্গিতসমূহ শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে ব্যবহার করিতে পারিলে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক সত্যের ধারণা জন্মিবে, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ও সামঞ্জস্য সমূহ প্রতীয়মান হইবে; এবং ক্রমশঃ সত্য সমূহের মধ্যে অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিজ্ঞান রচনার সহায়তা করিবে।

পূর্ব্বোক্ত বিবরণে কেবল মাত্র সাধারণ কয়েকটী কথা বলা হইয়াছে। প্রত্যেক বিদ্যার ক্রমিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই প্রণালীর কিরূপ পরিবর্ত্তন হইবে তাহার বর্ণনা করা হয় নাই। এই প্রণালীর কোথায় কোথায় অসম্পূর্ণতা আছে এবং অসম্পূর্ণতার স্থানে কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে তাহারও উল্লেখ করা হয় নাই। এই সমুদয় বিষয় অবলম্বন করিয়া পুস্তক রচিত হইতেছে।

এই প্রণালীর অসম্পূর্ণতা

প্রথম বিভাগ ভিন্ন ভিন্ন আদর্শের শিক্ষাপদ্ধতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত হইবে—যথা গ্রীস, ভারত, মিসর ইত্যাদি। দ্বিতীয় বিভাগ দুই খণ্ডে বিভক্ত হইবে। প্রথম খণ্ডে শিক্ষার প্রকৃতি, উদ্দেশ্য ও উপকরণ সম্বন্ধে সাধারণ কথা থাকিবে। দ্বিতীয়খণ্ডে আধুনিক ভারতের অবস্থোপযোগী নূতন শিক্ষার চিত্র প্রদান করা যাইবে। তৃতীয় বিভাগ ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যানুসারে ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত হইবে—যথা ভাষা, সাহিত্য, রসায়ন, গণিত, প্রাণীবিদ্যা, শিল্প ইত্যাদি।

ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের ভিন্ন ভিন্ন খণ্ড সমূহ

এই পুস্তকের সম্পূর্ণতা বহু সময় সাপেক্ষ, এবং যথেষ্ট শক্তিওশ্রমসাধ্য। . বিবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া, অথবা অনেক বিষয়ে অতি সামান্য মাত্র জ্ঞান লইয়া এ কার্য্য শীঘ্র সম্পন্ন করিবার সম্ভাবনা

সমগ্র পুস্তক প্রকাশের প্রণালী : (১) নূতন প্রণালীর

প্রয়োগ ও পরীক্ষা (২) উপযুক্ত শিক্ষক তৈয়ারী (৩) পুস্তক রচনায় সমবেত চেষ্টা

নাই। এজন্য কোন কোন বিষয়ে নূতন করিয়া শিক্ষালাভ করিতে হইতেছে, এবং কোন কোন বিষয়ের জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে হইতেছে। বিশেষতঃ শিক্ষা-প্রণালীর পরীক্ষা করিতে হইতেছে। অধ্যাপনা-কার্য্যের সুযোগ না পাইলে বিদ্যাদান প্রণালীর উন্নতি সাধিত হয় না। বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত শিক্ষার্থী লইয়া অধ্যাপনা-প্রণালীর প্রয়োগ করিতে না পারিলে ইহার অসম্পূর্ণতা দৃষ্টিগোচর হয় না। এতদ্ব্যতীত, কেবলমাত্র কাগজে কলমে শিক্ষা প্রণালীর প্রবর্ত্তন করিলেই শিক্ষাকার্য্যে ইহার উপযোগিতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। নানা লোকে নানা স্থানে এই প্রণালী প্রয়োগ করিয়া ফললাভ করিতে পারিলেই ইহার সার্থকতা ও সফলতা। এজন্য পুস্তক রচনা কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রণালীর জন্য কতিপয় শিক্ষক তৈয়ারী করিতে হইতেছে। এবং যাঁহারা এই প্রণালীর পক্ষপাতী তাঁহাদের সহিত সমবেত হইয়া তাঁহাদের সাহায্য গ্রহণ করিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইতেছে।

নিজের সময়াভাবে অথবা শক্তির অভাবে যেখানে অসমর্থ বোধ করিব সেখানে উপযুক্ত ব্যক্তির সময় ও সামর্থ্যের সাহায্য গ্রহণ করিয়া পুস্তক সমাপ্ত করিবার চেষ্টা করা যাইবে। ইতি-

মধ্যে কোন কোন বিষয়ের সামান্য আরম্ভ মাত্র করিয়া এবং প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়া তত্ত্বাবধানস্থ কোন কোন ব্যক্তির হস্তে সমাধা করিবার ভার সমর্পণ করা হইয়াছে।

পরিশেষে, বর্ত্তমান পুস্তিকা প্রকাশের সুযোগে বক্তব্য এই যে, আমার মত লোকের পক্ষে এরূপ বিশাল, দুরূহ, এবং জগতের সকল বিষয়ে অভিজ্ঞতাবিশিষ্ট পণ্ডিতের কার্য্যে হস্তক্ষেপ নিতান্তই বাতুলতার পরিচায়ক হইয়াছে। কিন্তু আমি প্রাংশুলভ্য ফলের আকাঙ্ক্ষায় উদ্বাহু হইয়া এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই নাই। দেশের মধ্যে যে মহৎ অভাব দেখিতে পাইতেছি তাহারই উৎকট তাড়নায় অক্ষম দুর্ব্বল হইয়াও সামান্য ভাবে কর্ত্তব্য সাধনের চেষ্টা করিতেছি। আশা আছে, শীঘ্রই উপযুক্ত, বিচক্ষণ ও বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া বিষয়ের গৌরব রক্ষা করিবেন। বর্ত্তমান সমাজের লক্ষণগুলি দেখিয়া বেশ বুঝা যাইতেছে—শীঘ্রই আমাদের চিন্তা-বীর ও কর্ম্মবীরগণ, এবং সুপণ্ডিত ব্যক্তি মাত্রই শিক্ষার আন্দোলনের স্তম্ভ স্বরূপ হইয়া দেশের মধ্যে বিবিধ শিক্ষামন্দির প্রতিষ্ঠিত করিবেন। বিজ্ঞান-শিক্ষা, লোকশিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, সাহিত্যশিক্ষা, শিক্ষা-

পুস্তক প্রণয়নের কারণ—শিক্ষা সম্বন্ধীয় অভাব মোচনের সাধ্যমত চেষ্টা;

আশা—শীঘ্রই দেশে শিক্ষার আন্দোলন প্রাধান্য লাভ করিয়া উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে কর্ম্মে প্রণোদিত করিবে।

প্রণালী, শিল্পশিক্ষা, জাতীয়শিক্ষ, প্রভৃতি শিক্ষা-ক্ষেত্রের যাবতীয় কর্ম্মসমূহই দেশের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিবে। শীঘ্রই বিদ্যাদান এবং শিক্ষাবিস্তারই স্বদেশসেবা ও সমাজহিতের প্রধান অঙ্গ ও লক্ষণ হইয়া দেশের মধ্যে বর্ত্তমান সর্ব্ববিধ আন্দোলন সমূহকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিবে। শিক্ষার আন্দোলনই সকল আন্দোলনকে গ্রাস করিয়া ক্রমশঃ গভীরতর ও বিস্তৃততর হইতে থাকিবে। কর্ম্মিগণ প্রকৃত মনুষ্যত্ব বিকাশের সহায়ক জ্ঞান-মন্দির সমূহের প্রতিষ্ঠা-কেই জীবনের ধর্ম্ম মনে করিবেন, এবং এই কর্ম্মেই সম্পূর্ণ শক্তি ও সময় দান করিয়া জীবনের সার্থকতা উপলব্ধি করিবেন। শিক্ষা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য দেশবাসীদিগের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা জন্মিবে। শিক্ষাপ্রচারই সমীপবর্ত্তী ভবিষ্যতের নূতন সন্ন্যাস হইবে। শিক্ষকই নূতন সন্ন্যাসী হইবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শিক্ষাপদ্ধতির ভূমিকা।

বৈচিত্র্যই প্রকৃতির নিয়ম। কি জড়জগৎ কি জীবজগৎ উভয়ই বৈচিত্র্যপরিপূর্ণ। কোন দুই মানবের আকৃতি একরূপ নয়। তেমনই কোন দুই মানবের প্রকৃতিও একরূপ নয়। আবার ব্যক্তির ন্যায় মানবসমষ্টি বা সমাজও এই বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা পরিপূর্ণ। বিশ্বের বৈচিত্র্য

মানবীয় সকল বিষয়ই দেশ ও কাল অনুসারে পৃথক্ হইয়া থাকে। মানবের পারিবারিক ও সামাজিক কার্য্যকলাপ, রাষ্ট্রসম্বন্ধীয় ও ধনসম্পত্তি বিষয়ক ব্যবহার, ধর্ম্ম ও চিন্তার প্রথা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে; এবং একই সময়ে জগতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নিয়মে ও পৃথক পৃথক আদর্শে পরিচালিত হইয়াছে। মানব সমাজের এই বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা বিভিন্ন মানবসঙ্ঘ বা জাতি সৃষ্টির কারণ। মানব সমাজের বৈচিত্র্য

শিক্ষা-পদ্ধতি বৈচিত্র্য

সকল বিষয়েই যখন বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়, তখন শিক্ষাপদ্ধতি ও বিদ্যাদানপ্রণালী সম্বন্ধে যে পার্থক্য থাকিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বাস্তবিক, সময়ভেদে ও স্থানভেদে যেরূপ জাতিগত চরিত্রের অনৈক্য জন্মিয়াছে, এবং তাহার ফলে এক এক জাতির মধ্যে যেমন এক এক রকমের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি প্রবর্ত্তিত, শিক্ষাসম্বন্ধে ও ঠিক এই কথাই বলা যায়। শিক্ষার আদর্শও সকল দেশেই জাতিগত চরিত্রের অনুরূপ হইয়াছে। শিক্ষার জন্য পরিষদ্ গঠনের ব্যবস্থা, শিক্ষণীয় বিষয় ও শিক্ষাদানপ্রণালী নির্দ্ধারণ, শিক্ষার্থিগণের সহিত শিক্ষকদিগের সম্বন্ধ, শিক্ষার আদর্শ নির্ণ্ণয় এবং সমাজে শিক্ষকগণের মর্য্যাদা প্রভৃতি বিষয় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নিয়মে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। শিক্ষার আদৌ প্রয়োজন আছে কিনা, থাকিলে মনুষ্যজীবনের সহিত তাহার সম্বন্ধ কতদূর ঘনিষ্ট, সমাজের কোন্ কোন্ শ্রেণীর লোক কিরূপ শিক্ষালাভের উপযুক্ত, কোন্ শ্রেণীর লোকের দ্বারা শিক্ষাদানকার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করা যাইতে পারে, তাঁহাদের সঙ্গে ছাত্রগণের, তাহাদের অভিভাবকগণের, এবং সমাজস্থ অন্যান্য সকলের কি সম্বন্ধ, শিক্ষকগণের সহিত সমাজ এবং রাজপুরুষেরা কিরূপ ব্যবহার করিবেন, ছাত্রগণকে কোন্ কোন্

বিষয়ে শিক্ষা দান করা উচিত, পঠদ্দশার সহিত প্রৌঢ়াবস্থার কি সম্বন্ধ, এবং কোন্ আদর্শে শিক্ষার সর্ব্ববিধ ব্যবস্থা পরিচালনা করা যুক্তিসঙ্গত—প্রভৃতি প্রশ্নের মীমাংসা এক এক সমাজের লোক এক এক ভাবে করিয়াছে। শিক্ষাদানরূপ গুরুভার বহন করিতে যাইয়া মানব এক এক সময়ে এক এক দেশে এক এক আদর্শ ও উপায় অবলম্বন করিয়াছে। ফলতঃ, দেশ, কাল, পাত্র ভেদে মানবসমাজে শাসন প্রণালী, সমাজব্যবস্থা ও ব্যবসায়পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে যেরূপ প্রভেদ ঘটিয়াছে, শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধেও সেইরূপ পার্থক্য ঘটিয়াছে।

শিক্ষা-পদ্ধতি ও জাতীয় চরিত্র

(১) শিক্ষা-পদ্ধতি ও সাধারণ সভ্যতা ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত

এই ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট শিক্ষাপদ্ধতির অবয়ব সমূহের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ করিলে দৃষ্ট হইবে যে—প্রথমতঃ, যে দেশে যে শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত আছে সেই দেশের সমাজের সাধারণ আদর্শ, কর্ম্ম ও চিন্তাপ্রণালীর সহিত উহা বিশেষ ভাবে জড়িত। এক এক সময়ে এক এক জাতি যে যে কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিয়াছে, সেই কর্ম্ম সাধন করিতে যাইয়া ইহাকে যেরূপ আদর্শ অবলম্বন করিতে হইয়াছে, এবং এজন্য যতদিকে ও যত বিষয়ে চিন্তা ও কর্ম্ম করিতে হইয়াছে এবং সেই কর্ত্তব্যসাধনোপযোগী যে যে উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে, সকল গুলিই এক ছাঁচে এবং এক উদ্দেশ্যে অবধারিত

হইয়াছে বলিয়া তাহাদের সকলের মধ্যে এক ঘনিষ্ট জীবন্ত সম্বন্ধ রহিয়া গিয়াছে। সুতরাং প্রত্যেক জাতির শিক্ষার ব্যবস্থার মধ্যে তাহার ধর্ম্ম-ভাবের বিশেষত্ব, এবং রাজনৈতিক ও আর্থিক অবস্থার চিহ্ন লক্ষিত হয়। কাজে কাজেই কোন এক সমাজের শিক্ষাপদ্ধতির বিষয় অবগত হইতে হইলে তাহার সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, নীতি, ধর্ম্ম, রাষ্ট্র, বানিজ্য, বিষয়সম্পত্তি প্রভৃতি জীবনের সর্ব্ববিধ প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানের সহিত পরিচিত হইতে হইবে।

(২) সভ্যতার পরিবর্ত্তনে শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্ত্তন

দ্বিতীয়তঃ, সমাজের সাধারণ শক্তি ও ভাবপুঞ্জের সহিত এরূপভাবে জড়িত থাকায় ইহাদের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সুতরাং শিক্ষাপদ্ধতির সাধারণ আকৃতি এবং প্রধান প্রধান অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই কারণে একইদেশে সময়ের পরিবর্ত্তনে সমাজের আদর্শ ও কর্ত্তব্যের পরিবর্ত্তন হওয়ায় নেতৃবর্গ অথবা জনসাধারণ পুরাতন প্রথার পরিবর্ত্তে নূতন প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন; এবং কালোপযোগী নূতন প্রথাতে সমাজের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছে।

(৩) শিক্ষাপদ্ধতির বিবরণ সভ্যতার ইতিহাস

তৃতীয়তঃ, শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্ত্তন ও বিকাশ জাতিগত চরিত্রের পরিবর্ত্তন ও বিকাশের নিদর্শন। সুতরাং শিক্ষাপদ্ধতির বিবরণে সভ্যতার ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা

প্রথম অবস্থা—খৃঃ পূঃ ষষ্ঠশতাব্দী পর্য্যন্ত—স্পার্টা।

গ্রীক সভ্যতার বৈচিত্র্য

গ্রীক সমাজ এসিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার সঙ্গমভূমিতে অবস্থিত হইয়া যতদিন জীবিতভাবে বিস্তৃতি ও বিকাশ লাভ করিতেছিল ততদিন ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সমস্যার মীমাংসা করিয়াছিল। গ্রীসদেশের আদিমবাসিগণের অথবা মিসরবাসিগণের এবং পারস্যের করদরাজ্যসমূহের সহিত সংঘর্ষণ, এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পর চিন্তা ও কর্ম্মের আদানপ্রদানের ফলে গ্রীসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগররাজ্য সকল মানবের সভ্যতা-ভাণ্ডারে নিজ নিজ দাতব্য দান করিয়াছে। এজন্য গ্রীকগণের সভ্যতা সময়ের অবস্থা ও পারিপার্শ্বিক শক্তিপুঞ্জের গুণে রূপ পরিবর্ত্তন করিয়াছে। এই পরিবর্ত্তনের চিহ্ন তাহাদের শিক্ষাপদ্ধতিতে লক্ষিত হয়। সমাজের বিভিন্ন কর্ত্তব্য ও উদ্দেশ্যকেই অনুসরণ করিয়া কর্ত্তব্য ও উদ্দেশ্য সাধনোপায় বিভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতি পরিচালিত হইয়াছে।

প্রথম অবস্থা—ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, ভাষা, সাহিত্য প্রভৃতি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি

খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে গ্রীস এবং চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী দ্বীপসকল ইউরোপাগত ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর আর্য্যভাষাভাষিগণের স্থায়ী আবাসভূমি হইয়াছে। নূতন স্থানে নূতন ধর্ম্ম, নূতন সমাজ এবং নূতন দেশ গঠিত হইয়াছে। ভূমধ্যসাগর হইতে কৃষ্ণসাগর পর্য্যন্ত গ্রীক বাণিজ্য ও উপনিবেশ বিস্তৃত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের স্বতন্ত্র সভ্যতার গণ্ডী বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিভিন্ন জাতীয় "বর্ব্বর" সমাজসমূহের আঘাত পাইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজসকল নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার জন্য ভাষা, সাহিত্য, উৎসব প্রভৃতি বিষয়ে জাতীয় ঐক্য রক্ষা করিয়া আসিয়াছে।

নানা জাতি এবং নানা দেশ দেখার ফলে ইতিমধ্যেই তাহাদের চিন্তার ক্ষেত্র ও প্রসার বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্থানে স্থানে বিশ্বের নিগূঢ় তত্ত্বসম্বন্ধে চিন্তা ও গবেষণা হইয়াছে। মিলেটাস্, স্যামস্, ইলিয়া প্রভৃতি স্থানে সৃষ্টি ও জীবন সম্বন্ধে দর্শনবাদ উদ্ভূত হইয়াছে; কিন্তু দর্শন এখনও তাহাদের সমাজে ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি ভক্তির হ্রাস সাধন করিতে সমর্থ হয় নাই। হোমার[১] ও হীসিয়ডের[২] কাব্যগ্রন্থসমূহ এখনও ধর্ম্মগ্রন্থরূপে বিবেচিত হইতেছে।

ইতিমধ্যে গ্রীকভাষাভাষিগণ বিভিন্ন প্রকারের সাহিত্যও রচনা করিয়াছে। বীরকাহিনী, ও

মহাকাব্য ব্যতীত সাধারণ কাব্য, হৃদয়োচ্ছ্বাস, শোক-গীতি, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্ম্ম বিষয়ক গান প্রভৃতিতেও গ্রীকচিত্ত স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। লেখক বা গায়কগণ, যে কোন দেশ বা উপনিবেশ বা দ্বীপবাসীই হউন না কেন, সকলেই সমস্ত হেলেনী জাতির আদরের ও সম্মানের পাত্র রূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। আর্কিলোকাস,৩ স্যাফো,৪ সোলন, থিয়গ্নিস,৫ সাইমনাইডিস প্রভৃতি কবিগণকে অলিম্পিয়া, কোরিন্থ, ডেল্‌ফি প্রভৃতি স্থানের জাতীয় উৎসবসকল গ্রীকজগৎবিশ্রুত করিয়াছে।

এতদ্ব্যতীত, ফিনিসিয়দিগের নিকট ইহারা লিখিতে এবং পোত নির্ম্মাণ করিতে শিখিয়াছে। মিসরীয়েরা অনেক ব্যবহারিক শিল্প শিখাইয়াছে। যদিও এখন পর্য্যন্ত গ্রীক জাতির পরীক্ষা আরম্ভ হয় নাই বলা যাইতে পারে, পৃথিবীতে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবার দাবী করিবার অধিকারী ইহারা এখনও হয় নাই, তথাপি তাহাদের মধ্যে চিন্তার ও কর্ম্মের যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তাহারা যে শক্তির বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে চালিত হইয়াছে তাহা এক বিশাল সভ্যতা-স্রষ্টাজাতির শৈশবাবস্থার নিন্দনীয় পরিচায়ক নহে।

স্পার্টার প্রাধান্য

এথেন্স এখনও তাহার নিজ পথে বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই। থীব্‌স প্রভৃতি অন্যান্য প্রদেশের সমাজ এখন অতি সামান্য অবস্থায় রহিয়াছে।

হেলেনী জাতির মধ্যে যাঁহারা ভবিষ্যতে আদর্শে, রাষ্ট্রকার্য্যে অথবা শিক্ষায় পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন তাঁহাদের এখনও কোন সাড়া পাওয়া যায় না। সিসিলিতে উপনিবেশস্থাপন এখনও সমাপ্ত হয় নাই। এই সময়ে স্পার্টার সমাজ ও রাষ্ট্র বিশেষ উৎকর্ষলাভ করিয়াছে। স্পার্টা এখন কাব্য, সঙ্গীত ও সাহিত্যের কেন্দ্র। এখানে সিনেথন৬ মহাকাব্য লিখিয়াছেন। বিদেশ হইতে টার্প্যাণ্ডার৭ প্রভৃতি কবি ও গায়ক আসিয়া স্পার্টায় বাস করিতেছেন। স্পার্টাবাসিগণ এখন যে অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে ভবিষ্যতে তাহার উন্নতি অথবা পরিবর্ত্তন হয় নাই বলিলেই চলে। সুতরাং স্পার্টার শিক্ষাপদ্ধতি গ্রীকদিগের প্রথম অবস্থার নিদর্শন।

স্পার্টার শিক্ষা-নীতি—সম্পূর্ণ ভাবে সামরিক ও সামাজিক জীবন গঠন

হেলট ও পীরিকাই প্রভৃতি অসংখ্য দাসগণের মধ্যে অবস্থিত হইয়া এবং চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতাবৃত থাকিয়া, স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার জন্য স্পার্টার ক্ষুদ্র ডোরীয় সমাজকে অনেক বাঁধাবাঁধির ভিতর থাকিতে হইত। সর্ব্বদা বিদ্রোহদমন ও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইত বলিয়া সংযম ও নিয়ম পালনই একমাত্র ধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং প্রত্যেক স্বাধীন ব্যক্তিকে সামরিক জীবন গঠন করিতে হইত। কাহারই ব্যক্তিগত বিকাশের সুবিধা বা আদেশ ছিল না। এই কারণে স্পার্টার রাষ্ট্রনীতিসংস্থাপক

লাইকার্গাস৮ যে শাসনপ্রণালী প্রচলন করিয়াছিলেন তাঁহাকে রাষ্ট্রনৈতিক আইনও বলা যায়, অথবা শিক্ষাবিষয়ক আইনও বলা যায়।

রাষ্ট্রই শিক্ষালয় ছিল এবং রাষ্ট্রের উন্নতিই শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল। কাজেকাজেই শাসনপদ্ধতি মানিতে যাইয়া সকলকে শিক্ষার নিয়ম পালন করিতে হইত। চিরকালই সকলকে তত্ত্বাবধায়কদের অধীনে ছাত্রের মত ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় থাকিতে হইত। স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবার অথবা নিজ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার অথবা নিজ প্রকৃতির উপযোগী কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার বিধান ছিল না। এমন কি সামরিক জীবনের অনুপযুক্ত হইলে কাহারও বাঁচিবারই অধিকার ছিল না।

জন্মকালেই সরকারের কর্ম্মচারীর দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া সপ্তবর্ষ পর্য্যন্ত পরিবারে থাকিবার নিয়ম ছিল। তৎপরে অষ্টাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে সাধারণ আয়তনে বাস করিতে হইত; এবং অষ্টাদশ বর্ষ হইতে ত্রিংশবর্ষ পর্য্যন্ত এক এক সময়ে এক এক নামে অভিহিত হইয়া সমরশিক্ষা করিতে হইত।

ব্যায়াম ও সঙ্গীত শিক্ষা

এইরূপে অতি শৈশবকাল হইতেই বালকবালিকা-গণকে সাধারণ আয়তনে বাস করিয়া রাজপুরুষদিগের অধীনে ব্যায়াম মল্লযুদ্ধ প্রভৃতি শারীরিক উৎকর্ষ সাধনোপযোগী শিক্ষা লাভ করিতে হইত। আয়তনে

ভোজনের জন্য প্রত্যেক পরিবারকে যথোচিত অন্ন অথবা অর্থ সাহায্য করিতে হইত। সন্তানের শিক্ষা সম্বন্ধে পরিবারের অথবা জনক জননীর কোন মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার ছিল না। প্রথম হইতেই যশ ও আত্মসম্মানের আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে জাগরিত করিয়া দেওয়া হইত। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে সামরিক সাহসোদ্দীপক ও চিত্তোন্মাদক সঙ্গীত শিক্ষা করিতে হইত।

কোরাস্—ব্যক্তি গত সঙ্গীত চর্চ্চার নিষেধ

সকলকে দলবদ্ধ হইয়া "কোরাসে" নৃত্যগীতাদি সম্পন্ন করিতে হইত। স্বাধীনভাবে অথবা ব্যক্তিগতভাবে কেহই বিদ্যাচর্চ্চা করিতে পাইত না। গ্রীসের সর্ব্বত্র নূতন ছন্দ, নূতন বাদ্যযন্ত্র, নূতন সুর আবিষ্কৃত হইয়াছিল; এবং এইসমুদয় একদেশ হইতে অপর দেশে প্রবর্ত্তিত হইত; কিন্তু স্পার্টায় অতিপুরাকালে যে যন্ত্র, যে প্রথা, ও যে ছন্দ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহার আর উন্নতি সাধিত হয় নাই। লাইকার্গাস হোমারের কাব্য সকল আনাইয়াছিলেন এবং টার্প্যাণ্ডার হোমারের কয়েক অংশ স্বীয় সঙ্গীতকাব্যের সহিত মিলাইয়া দিয়াছিলেন। স্পার্টার সঙ্গীতবিদ্যা চিরকাল এই অবস্থাতেই বর্ত্তমান ছিল। এখানে নাট্য আদৌ প্রবেশ করে নাই। বাদ্যকারেরা বংশানুক্রমে আল্‌কমান৯ থালেটাস প্রভৃতি কবিগণের গীত, সুর, তাল ও যন্ত্র বজায় রাখিয়াছিল।

এরূপ শিক্ষার সমস্ত ব্যয় রাজকোষ হইতে নির্ব্বাহিত হইত। আর বস্তুতঃ, এই শিক্ষায় কোন খরচই হইত না। শিক্ষকগণ স্বয়ং সেনাবিভাগের কর্ম্মচারী—"আইরেণ" নামে অভিহিত; ছাত্রাবাস প্রকাণ্ড সৈনিকাগার। বেশভূষা, আহার শয়ন প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই আইরেণগণ ছাত্রদিগের প্রতি কঠোর আদেশ করিতেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর বিবাহ করিবার নিয়ম ছিল বটে; কিন্তু গৃহবাসের অধিকার ছিল না। আবার ছাত্রাবস্থার মত, নাগরিক অবস্থায়ও সাধারণের সম্পত্তির উপর নির্ভর করিয়া সকলকে দলবদ্ধভাবে বাস করিতে হইত।

কঠোর জীবন যাপন

এই সর্ব্বব্যাপী কঠোরতা, নিয়মপালন ও শাসনাধীনতার মধ্যে হৃদয়ের কোমল ভাবের আইনতঃ কোন স্থান ছিল না। ছাত্রাবাসে থাকিতে থাকিতে আইরেণদিগের সহিত ছাত্রগণের বন্ধুত্বের সূত্রপাত হইত। এই সম্বন্ধই জীবনের মধ্যে একটুকু মধুরতার রেখা পাত করিত।

বন্ধুত্ব

স্ত্রীলোক সম্বন্ধেও এই নিয়ম ছিল। তাহাদিগকে বলিষ্ঠ ও সাহসী পুত্রগণের জননী করিবার জন্য তাহাদিগের প্রতি শারীরিক ব্যায়ামের ব্যবস্থা ছিল। তাহাদিগকে প্রকাশ্যভাবে সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে উলঙ্গ হইয়া কুস্তী করিতে হইত, দৌড়াদৌড়ি করিতে হইত এবং নৃত্যগীত করিতে হইত। কিন্তু পুরুষের ন্যায়

স্ত্রী-শিক্ষা

তাহারা সাধারণ আয়তনে ভোজন না করিয়া নিজ গৃহেই ভোজন করিত।

অসামরিক বৃত্তি নিচয়ের বিনাশ

সর্ব্বদা বিদ্রোহিগণের মধ্যে থাকিয়া, এবং বিদেশীয় শত্রুর আক্রমণ আশঙ্কা করিয়া স্বদেশ ও স্ব সমাজের রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া দলে দলে ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জ্জন করিতে উপযুক্ত হইবার জন্য এইরূপ শিক্ষারই প্রয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু এই শিক্ষাপদ্ধতিতে শারীরিক বলেরই উপাসনা করা হইয়াছে। স্পার্টাবাসিগণ বাণিজ্যক্ষেত্রে, রাজনৈতিক চিন্তায়, সাহিত্য এবং দর্শনে কিছুই প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে নাই। তাহাদের সমাজে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের আদৌ বিকাশ হয় নাই। নৈতিক ও ধর্ম্মজীবনে তাহারা কোনরূপ উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে নাই; এমন কি বাল্যকাল হইতেই পরস্বহরণ করিতে শিক্ষা লাভের বন্দোবস্ত ছিল।

কঠোরতার পুরস্কার

তাহারা পারস্যসম্রাটের হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করিতে পারিয়াছিল; এবং থার্ম্মপলির যুদ্ধে চিরস্মরণীয় রহিয়াছে। মৃত্যু নিশ্চিত বুঝিয়াও লেওনিডাস এবং তাঁহার তিন শত পদাতিক "হপ্‌লাইট্" যুদ্ধক্ষেত্রে অবলীলাক্রমে জীবন দান করিতে যে সক্ষম হইয়াছিলেন তাহা তাঁহাদের আশৈশব জাগরিত কর্ত্তব্য বোধের ফলে। স্পার্টার বীরত্ব সমসাময়িক প্রবচন রূপে পরিণত হইয়াছিল। এমন কি থুসিডিডিস, ১০

প্লেটো, য়্যারিষ্টটল, জেনোফন১১ প্লুটার্ক ১২ প্রভৃতি চিন্তাবীরগণ তাঁহাদের শাসনপ্রণালী, সংযমপ্রিয়তা, নিয়মাধীনতা এবং সাধারণ স্বার্থের জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগনীতির প্রশংসা করিয়াছেন।

স্পার্টার শিক্ষানীতি সম্বন্ধে কোরিন্থীয়দিগের মত

কিন্তু সাধারণতঃ তাহাদের শিক্ষানীতি কি ভাবে বিবেচিত হইত এবং তাহারা গ্রীকসমাজে কিরূপ স্থান অধিকার করিত, থুসিডিডিস তাহার এক বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। কোরিন্থীয়েরা স্পার্টাবাসিগণকে এথেন্সের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার জন্য তাহাদের দোষ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিল—"তোমরা সর্ব্বদা একই পথে চলিয়া থাক। সময়ানুসারে তোমরা পরিবর্ত্তন করিতে পার না। তোমাদের যাহা কিছু আছে তাহাই রক্ষা করিবার জন্য তোমরা ব্যস্ত। নূতন কিছু উদ্ভাবন করিবার তোমাদের প্রবৃত্তি হয় না, শক্তিও নাই। অবস্থা বুঝিয়া তোমরা ব্যবস্থা করিতে পার না, যথাসময়ে তোমরা কার্য্য কর না। শেষমুহূর্ত্তে কার্য্য আরম্ভ করিয়া থাক; এবং শক্তিমান হইয়াও দুর্ব্বলের ন্যায় সন্দেহ কর। তোমরা আশান্বিত ও উৎসাহিত হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পার না। তোমরা অসাধারণ ধীশক্তি অথবা কর্ম্মশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে দেশের অনিষ্টকারক মনে কর।"

তৃতীয় অধ্যায়ের পরিশিষ্ট।

১ Homer—ইউরোপের আদি কবি। ইলিয়াড (Iliad) এবং ওডিসী (Odyssey) নামক দুইটী মহাকাব্য ইঁহার রচনা বা সঙ্কলন বলিয়া খ্যাত।

রামায়ণ বেদাদি গ্রন্থে যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন যুগের এবং ভিন্ন ভিন্ন কবির রচনার চিহ্ন পাওয়া যায় এই সকল কাব্য-গ্রন্থে ও সেইরূপ স্তর বিভাগ আছে; এবং হোমার বলিলে কোন এক যুগের বা এক স্থানের বিশেষ কোন এক ব্যক্তিকে নির্দ্দিষ্ট করা যায় না।

গ্রীকদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের বীরত্বকাহিণী এবং সভ্যতাবিস্তার ও উপনিবেশস্থাপন এই সকল পুস্তকে বর্ণিত আছে; এবং অতি প্রাচীন সমাজের ধর্ম্মভাব, রীতিনীতি, আর্থিক, ও রাজনৈতিক অবস্থার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সর্ব্বপুরাতন অংশগুলি সম্ভবতঃ এসিয়া মাইনরের উপকূলে কবিগণের দ্বারা গীত হইয়াছিল। লাইকার্গাস এই কাব্যসমূহ স্পার্টায় প্রথম আনয়ন করেন। সোলন এথেন্সে প্রচলিত করেন। পিসিষ্ট্রেটাস লিপিবদ্ধ করাইয়া স্থায়ী আকার প্রদান করেন। খৃষ্ট পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর বহু পূর্ব্বে এই রচনাগুলি জাতীয় সাহিত্যের মধ্যে ধর্ম্মগ্রন্থ রূপে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল।

২ Hesiod—গ্রীসের বিয়োসিয়া (Bœotia) প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার গ্রন্থে হোমারের বহু পরবর্ত্তী সমাজের চিত্র পাওয়া যায়।

ওয়র্ক্‌স্‌ য়্যাণ্ড ডেজ্‌ (Works and Days) নামক পুস্তকে ইনি কৃষিজীবন বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে সাধারণ বৈষয়িক অবস্থা বিবরণ করিতে যাইয়া ইনি দরিদ্রগণের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন এবং নীতি-শিক্ষা প্রদান করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন।

থিয়গণি (Theogony) নামক ধর্ম্মগ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া খ্যাত। পূর্ব্ববর্ত্তী গায়ক ও কবিগণের প্রথা অবলম্বন করিয়া জগৎ ও দেবদেবী-গণের উৎপত্তিতত্ব এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ইহাতে ও ইনি ধর্ম্মশিক্ষা দানের চেষ্টা করিয়াছেন।

হোমারের ন্যায় হীসিয়ডের নামে ও কোন এক ব্যক্তি বুঝায় না। এক সম্প্রদায় বা এক শ্রেণী বুঝায়। প্রথম হীসিয়ড সম্ভবতঃ খৃষ্ট পূর্ব্ব নবম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে হীসয়ডীয় কবি সম্প্রদায় গ্রীক পুরাবৃত্ত সমূহকে শৃঙ্খলা প্রদান করিয়া গ্রীকভাষাভাষিগণের ধর্ম্ম ও নীতি শাস্ত্রের মধ্যে ঐক্য ও সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়াছিলেন।

৩ Archilochus—খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্যারস্ (Paros) দ্বীপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। হোমারীয় এবং হীসিয়ডীয় কবি সম্প্রদায়ের পন্থা পরিত্যাগ করিয়া নূতন ছন্দ ও নূতন কবিতা রচনার প্রণালী প্রবর্ত্তন করেন। সমাজে দরিদ্র প্রজাগণের পক্ষ সমর্থন করিয়া-ছিলেন এবং নানা বিষয়ক গীতি কাব্য লিখিয়াছিলেন। তাঁহার শোক-উচ্ছ্বাস ও ব্যঙ্গকাব্য সমূহ জাতীয় উৎসবে গীত হইত। তিনি ইতালী এবং থ্যাসসে উপনিবেশ স্থাপন বিষয়ে কর্ম্মী ছিলেন; প্রণয়াকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হওয়ায় তাঁহাকে দুঃখে জীবনযাপন করিতে হইয়াছিল।

৪ Sappho—স্ত্রীকবি। সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে লেস্‌বস্ (Lesbos) দ্বীপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন এবং তাঁহার চরিত্রের দোষ ছিল। প্রকৃত কবিত্ব শক্তি এবং প্রগাঢ় ভাবপূর্ণ প্রেম সঙ্গীতের জন্য বিখ্যাত। তাঁহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী কবি য়্যাল্‌সিয়াস (Alcœus) সমসাময়িক দলাদলি মূলক সমর সঙ্গীত লিখিয়া-ছিলেন।

৫ Theognis—গ্রীসের মিগারা (Megara) প্রদেশে ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কোরিন্থীয়গণের সহিত যুদ্ধ

এবং রাজনৈতিক বিপ্লবসমূহের উত্তেজনায় তাঁহার কবিত্ব-শক্তি প্রবুদ্ধ হইয়াছিল। তিনিও সমসাময়িক কবিগণের ন্যায় গীতিকাব্য লিখিয়াছিলেন।তিনি প্রজাতন্ত্র শাসনের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাব্য গুলি একজন বন্ধুকে লক্ষ্য করিয়া রচিত হইয়াছিল।

৬ Cinæthon—সপ্তম শতাব্দীতে স্পার্টায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। হোমারীয় কবি সম্প্রদায়ের ন্যায় মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন; এবং দেব দেবীগণের বংশপত্রিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

৭ Terpander—সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে লেশবস্ দ্বীপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুকবি ও গায়ক, সপ্ত তন্ত্রীযুক্ত বীনাযন্ত্রের প্রবর্ত্তক। স্পার্টায় আসিয়া প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন; এবং সঙ্গীত প্রতিযোগিতার জন্য এক উৎসবের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

৮ Lycurgus—এই নামের দ্বারা স্পার্টার রাষ্ট্রনীতি প্রতিষ্ঠাতা অভিহিত। কিন্তু এই নামে কোন এক জন ব্যক্তি ছিলেন কি না জানা যায় না। সাধারণ বিশ্বাস এই যে, ইনি নবম বা অষ্টম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন; এবং মিশর, ক্রীট, এসিয়া মাইনর প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণের পর স্পার্টায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই সময়ে ডেল্‌ফির দেবতার অনুমতি পাইয়া স্বদেশে সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক সংস্কার আরম্ভ করেন।

তাঁহার আইনে দাস সমাজের প্রতি অত্যাচার ও নির্দ্দয় ব্যবহার উৎসাহিত হইত। সমাজের মধ্যে সম্পত্তি সমান ভাবে বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন; এবং বিলাস ও বাণিজ্য দূরীভূত করিয়াছিলেন। লৌহমুদ্রা প্রবর্ত্তন করেন। স্ত্রী পুরুষ সকলকেই কঠোর সংযম শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। রাষ্ট্রশাসনের জন্য যে নিয়ম করেন তাহাতে কেবল মাত্র রাজা বা কেবল মাত্র সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়, বা কেবলমাত্র প্রজাসাধারণের সর্ব্বময় অধিকার ছিলনা।

চারি পাঁচ শত বৎসরের মধ্যে তাঁহার বিধিব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। কিন্তু পরে সমাজে অনৈক্য ও বিলাস প্রবিষ্ট হইয়াছিল।

৯। Alcman—এসিয়া মাইনারের সার্ডিস (Sardis) নগরে জন্ম গ্রহণ করিয়া স্পার্টায় আসিয়া বসতি করেন। তাঁহার সময়ে স্পার্টায় ডোরীয় ছন্দের "কোরাস" বা সমবেত সঙ্গীত প্রাধান্য লাভ করে।

১০। Thucydides (৪৭১-৪০০ খ্রীঃ পূঃ) এথেন্সের বিখ্যাত ঐতিহাসিক। অলিম্পিয়ার উৎসবে হেরোডোটাসের ইতিহাস পাঠ শুনিয়াছিলেন। পিলপনিসীয় যুদ্ধের অষ্টমবৎসরে স্পার্টার সেনাপতি ব্রাসিদাস কর্ত্তৃক য়্যাম্ফিপলিসের যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হয়েন। ৪০৩ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে ২০ বৎসর পরে ফিরিয়া আসেন। নির্ব্বাসনকালের মধ্যে পিলপনিসীয় যুদ্ধের ইতিহাস রচনা করেন।

লোক চরিত্র ও সমাজের অবস্থা বর্ণনায় তিনি অদ্বিতীয়। পেরিক্লীসের এথেন্সের প্রতি তাঁহার বিশেষ সহানুভূতি থাকিলেও তিনি প্রায় সকল স্থলেই সমদর্শিতা এবং নিরপেক্ষভাব দেখাইয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে তিনি সেই সময়কার বক্তাদিগের রচনা কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। সমসাময়িক ঘটনাবলীর বিবরণ লিখিতে যাওয়ায় তাঁহার এক বিশেষ লাভ এই হইয়াছিল যে ইতিহাসের মধ্যে হেরোডোটাসের কবিত্ব অথবা অলীক কল্পনা প্রবেশ করিবার সুযোগ পায় নাই। তিনি বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণের ন্যায় কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বাহির করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন।

১১। Xenophon—(৪৪৪-৩৫৪ খ্রীঃ পূঃ)—সক্রেটীসের শিষ্য ও বন্ধু। এথেন্সের বিখ্যাত যোদ্ধা, ঐতিহাসিক এবং দার্শনিক। ৪০১ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে পারস্য রাজপুত্র সাইরাসের (Cyrus) অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পারস্য সম্রাটের বিরুদ্ধে ১০,০০০ গ্রীক সৈন্য লইয়া যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন। যুদ্ধে Cyrusএর মৃত্যু হয়। ইহার ফলে গ্রীকগণকে পলায়ন করিতে হয়। এই সময়ে জেনোফন অসীম সাহস, ধৈর্য্য এবং চরিত্র বল দেখাইয়া দশ সহস্র সৈন্যসমূহের অধিনায়কভাবে বহু কষ্টের পথ অতিক্রম করিয়া গ্রীকরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। য়্যানা-

বেসিস (Anabasis) নামক গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় তিনি এই সমুদয় বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

৩৯৪ অব্দে স্পার্টার রাজা এজেসিলাসের (Agesilaus) অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া এথেন্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহাকে নির্ব্বাসিত হইতে হয়। তিনি শেষ জীবন পিলপনেসাস প্রদেশে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি তাঁহার পুস্তক সমূহ রচনা করেন। থুসিডিডিসের ইতিহাস অসম্পূর্ণ ছিল, তিনি ইহাকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য "হেলেনিকা" গ্রন্থ (Hellenica) রচনা করেন। সক্রেটীসের শত্রুগণকে নিন্দা করিয়া এবং তাঁহার উপদেশ প্রচার করিবার জন্য মেমরেবিলিয়া (Memorabilia) এবং য়্যাপলজি (Apology) নামক দুইখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। সাইরোপিডিয়া (Cyropœdia) নামক উপন্যাসে Cyrusএর জীবন বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন।

নানা বিষয়ে বহুপ্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সকল গুলি পাঠ করিলে সমসাময়িক নৈতিক ও সামাজিক জীবন বিশদরূপে জানিতে পারা যায়। ইহাঁর লিখন প্রণালীতে হেরোডোটাসের কবিত্বশক্তি অথবা থুসিডিডিসের বৈজ্ঞানিক চিন্তাপদ্ধতি দৃষ্ট হয় না।

১২। Plutarch—খ্রীষ্টাব্দ প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। গ্রীসের বিয়োসিয়া (Boeotia) প্রদেশে জন্ম। ইহাঁর সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য বিশেষ কিছু অবগত হওয়া যায় না।

রোমের সম্রাট্ নেরো (Nero) যখন ডেল্‌ফি নগরে আগমন করেন তখন তিনি ছাত্র ছিলেন। স্বদেশে উপযুক্ত শিক্ষালাভের পরে মিশর এবং ইটালীদেশে পর্য্যটন করিতে গিয়াছিলেন। রোমে আসিয়া একটী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এইখানে তিনি তাঁহার নীতিবিষয়ক

গ্রন্থ (Morals) রচনা করেন। পরে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া যখন পুরোহিত এবং নগরশাসকের পদে কর্ম্ম করেন সেই সময়ে গ্রীক ও রোমক বীরগণের জীবনবৃত্তান্ত (Parallel Lives) লিখিয়ছিলেন।

তিনি ঐতিহাসিকের ন্যায় ঘটনাবলীর সম্যক অর্থ বুঝিতে, অথবা দার্শনিকের ন্যায় সকল সময়ে চিন্তা করিয়া সত্য উদ্ভাবনের চেষ্টা করেন নাই। নীতি শিক্ষা প্রদান করাই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল; এবং বীরগণের জীবনচরিত লিখিতে যাইয়া তিনি তুলনা দ্বারা, সাম্য এবং বৈসাদৃশ্য দেখাইয়া, গল্পচ্ছলে অথবা অনাহুতভাবে নৈতিক বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। তথাপি তাঁহার বীর কাহিনী সমূহই ইউরোপের প্রাচীন ইতিহাসের প্রধান উপকরণ। তিনি ল্যাটিন ভাষায় পারদর্শী ছিলেন না; রোমক বীরগণ সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান অল্প ছিল।

চতুর্থ অধ্যায়।

প্রাচীন গ্রীসের শিক্ষাপদ্ধতি—
দ্বিতীয় অবস্থা: এথেন্স।

সভ্যতা ভাণ্ডারে গ্রীকদিগের দান

এথেন্সের প্রাধান্য(খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত)

প্রজাতন্ত্র ও স্বরাজস্থাপন, বাণিজ্যবিস্তার, স্বদেশোদ্ধার, স্বাধীন চিন্তার বিকাশ, শিল্প, সাহিত্য ও জড় বিজ্ঞানের পুষ্টি সাধন, সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা রাজনৈতিক শিক্ষা, বিদ্যালয়স্থাপন, দর্শনচর্চ্চা প্রভৃতি যাহা কিছু গ্রীকগণের নিকট হইতে মনুষ্য সমাজ লাভ করিয়াছে সমস্তই খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে তৃতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে ঘটিয়াছে; এবং এই সমস্ত বিষয়েই এথেন্সের প্রাধান্য ছিল। এই সময়ের মধ্যে এথেন্সই গ্রীসের অন্তরতম গ্রীস। সুতরাং এথেন্সের শিক্ষাপ্রণালী গ্রীকগণের উন্নত অবস্থার নিদর্শন।

পেরিক্লীসের বক্তৃতায় এথিনীয় শিক্ষার আদর্শ।

এথেন্সের রাষ্ট্রীয় ও বৈষয়িক চরমোন্নতির সময়ে যখন সমস্ত গ্রীকসমাজে গৃহবিবাদানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল সেই সময়ে স্পার্টার সহিত প্রথম যুদ্ধে মৃত এথিনীয় সৈন্যগণের সমাধি উপলক্ষে সকল নাগরিক-দিগকে লক্ষ্য করিয়া পেরিক্লীস যে বক্তৃতা করিয়া-ছিলেন তাহার সারাংশ স্বরূপ থুসিডিডিস লিখিয়াছেন —"আমাদের শত্রুপক্ষীয়গণ শৈশব হইতে কঠোর

পরিশ্রম করে,—ইহাই তাহাদের একমাত্র শিক্ষা। কিন্তু আমরা সুখে স্বচ্ছন্দে থাকি—কঠোরতার সহিত জীবন যাপন করি না। অথচ তাহাদের মত আমরাও কষ্টসহিষ্ণু। * * * আমরা সৌন্দর্য্য ভালবাসি অথচ আমাদের বাহুবলের এবং চরিত্র শক্তির অবনতি হয় না। * * * আমরা রাষ্ট্র কর্ম্মে উদাসীন ব্যক্তিকে দোষী মনে করি না, তাহাদের জীবন নিষ্ফল ও নিরর্থক মনে করি। * * * এথিনীয়গণ আপনাদিগকে নানাবিধ বিচিত্র কর্ম্মের উপযোগী করিতে বিশেষ পারদর্শী। * * * এথেন্স হেলাসের শিক্ষালয় ও সভ্যতার কেন্দ্র।"

সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষ সাধন

বাস্তবিক এথেন্সের শিক্ষা প্রণালী স্পার্টার শিক্ষা প্রণালী অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবেই উদার ও প্রশস্ত ছিল। এখানে সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা হইয়াছিল। পারিবারিক জীবনের লোপ হয় নাই। শিক্ষার ব্যবস্থায় এথিনীয়গণ পৃথিবীর সর্ব্ববিধ শক্তির ব্যবহার করিয়া চরিত্র গঠনের বন্দোবস্ত করিয়াছিল। এজন্য সর্ব্বদা পরিবর্ত্তন ও ক্রমবিকাশের জন্য তাহারা প্রস্তুত থাকিত; এবং সকল বিষয় হইতেই শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক শিক্ষার উপকরণ সংগ্রহ করিত। এজন্য সাহিত্য, ভাষা, ইতিহাস, সঙ্গীত, কাব্য, বিজ্ঞান, অলঙ্কার প্রভৃতি সকল বিষয়েই এখানে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। স্পার্টার মত এথেন্সেও শারীরিক শিক্ষার

প্রতি বিশেষ মনোযোগ ছিল বটে; কিন্তু ইহা এক-মাত্র শিক্ষা ছিল না। এখানেও সঙ্গীত চর্চ্চার প্রাধান্য ছিল।

আদর্শের ক্রম বিকাশ—তিনযুগ।

এই শিক্ষাপদ্ধতি সর্ব্বদা এক অবস্থায় ছিল না। সময়ের পরিবর্ত্তনে, সমাজের সাধারণ সভ্যতার ক্রমিক বিকাশ ও বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক, শিক্ষালয় ও শিক্ষার বিষয়ের যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। পেরি-ক্লীসের আদর্শ তাঁহার জীবিত কালে কেবল আকাঙ্ক্ষা বা আশামাত্র রূপে ছিল—কার্য্যে পরিণত হয় নাই। রাজনৈতিক অবনতির পর এথেন্স বাস্তবিকই সমগ্র গ্রীক জগতের বিদ্যালয় হইয়াছিল।

পঞ্চম অধ্যায়।

এথেন্সের শিক্ষাপদ্ধতি—প্রথম যুগ।

ইহারা স্বভাবতঃই অনুসন্ধিৎসু এবং কর্ম্মতৎপর ছিল। স্পার্টায় যখন নাগরিকগণ তাহাদের চিরন্তন সামরিক প্রথা পালন করিতে যাইয়া এই গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, এবং জগতের অভিনব নিত্য নূতন সমস্যার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে অবসর পাইত না, সেই সময়ে তাহাদেরই স্বজাতীয় আইয়োনীয় শ্রেণী আটিকার সমুদ্রকূলোপ-বর্ত্তী স্থানে ধীরে ধীরে চিন্তা ও কর্ম্মের বিপ্লব করিবার সূচনা করিতেছিল। ব্যবসায় বাণিজ্যে লক্ষ্মীলাভ হওয়ায় দেশের মধ্যে রাজনৈতিক শক্তির নূতন সমা-বেশ ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়া ইতিমধ্যে এথেন্সের নেতৃবর্গ শাসনকর্ম্মে সাধারণের অধিকার প্রদানে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। সোলন ১ ও ক্লীস্থেনীস্ ২ এথেন্স নগরে প্রজাতন্ত্রশাসনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

এথিনীয় সমাজের প্রথম অবস্থা (খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী)

সমুদ্র বাণিজ্য ও প্রজাতন্ত্র শাসন।

প্রথম হইতেই এথেনীয় সমাজে শিক্ষার অত্যন্ত আদর ছিল। সন্তানগণের শিক্ষা সম্বন্ধে পিতা, মাতা ধাত্রী, দাস, সকলেই উদ্বিগ্ন থাকিত; এবং সোলনের নিয়মানুসারে পুত্রের শিক্ষা প্রদান বিষয়ে

এথিনীয় সমাজে শিক্ষার প্রতি মনোযোগ।

উদাসীন থাকিলে পিতা বৃদ্ধ বয়সে তাহার অর্জ্জনে কোন দাবী করিতে পারিত না। এথিনীয় সমাজে শিক্ষক ও শিক্ষালয়ের স্থান অতি উচ্চ ছিল। শিক্ষা সম্বন্ধে এথেনীয়দিগের বিশেষ দৃষ্টি ছিল বলিয়া ইহারা যখন জার্ক্সেসের হস্তে দেশ সমর্পণ করিয়া ট্রজনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল সেই সময়ে ট্রজন-বাসীরা ব্যবস্থাপক সভায় স্থির করিয়া অতিথিগণের অল্পবয়স্ক বালকদিগের শিক্ষকের বেতন দান করিয়াছিলেন।

শিক্ষার জন্য ব্যয় পরিবারের কর্ত্তব্য।

এথেন্সের কোন বিদ্যালয় রাজকোষ হইতে কোনরূপ সাহায্য পাইত না; অথবা শিক্ষার সহায়তা করিবার জন্য সরকার হইতে কোন খরচ হইত না। অথচ দরকার হইলেই প্রত্যেক ব্যক্তিকে যুদ্ধে যাইতে হইত। কাজে কাজেই প্রত্যেককে নিজ নিজ সুবিধানুসারে সাধ্যমত উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিতে হইত। অভিভাবকগণ শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করিতেন; শিক্ষকেরা ছাত্রদত্ত বেতনের উপর নির্ভর করিয়া নিজ ব্যয়ে বিদ্যালয়ের জন্য গৃহ, সাজসজ্জা, বেঞ্চ, টুল, চেয়ার, শিক্ষার উপকরণ প্রভৃতির সংস্থান করিতেন।

বিদ্যালয়ের শাসন সরকারের অধীন

বিদ্যালয়সমূহ সরকারের অধীনে ছিল না বটে; কিন্তু তাহাদিগকে সরকারের নিয়মানুসারে শাসন পালন করিতে হইত। সোলন বিদ্যালয় সম্বন্ধে যে বিধি

ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহাতে শিক্ষণীয় বিষয় অথবা শিক্ষা প্রণালী সম্বন্ধে কোন নিয়ম করেন নাই। তিনি বালক ও ছাত্রদিগের নৈতিক চরিত্রের প্রতি মনোযোগী হইয়া তাহাদের দৈনিক জীবন কখন কোথায় কি ভাবে চালাইতে হইবে কেবল এই বিষয়েরই অনুশাসন করিয়াছেন। অভিভাবকেরাও ছাত্রদিগকে সংযম ও নিয়ম পালন শিক্ষা দিবার জন্য চেষ্টিত হইতেন। এইজন্য বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিবার সময় গুরুমহাশয়কে নৈতিকশিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেন। কাজে কাজেই এই সকল বিদ্যালয়ে অতি কঠোর নিয়ম পালিত হইত। পরবর্ত্তী যুগে যখন সোফিষ্টদের প্রভাবে সংযম পালন বিষয়ে ছাত্রগণের শৈথিল্য জন্মিয়াছিল তখন য়্যারিষ্টফেনিস তাহাদিগের অবনতি দেখিয়া এই সময়কার অবস্থা স্মরণ করিয়াছিলেন—"বালকগণ তখন নগ্নমস্তক ও নগ্নপদে বিদ্যালয়ে আসিত। শৃঙ্খলার সহিত যাওয়া আসা করিত। শিক্ষা সম্বন্ধে অনিয়ম করিলে অতিশয় নিপীড়িত হইত।"

শিক্ষার্থিগণ—স্ত্রী ও দাস জাতির শিক্ষায় অনধিকার।

বিদ্যালয় সমূহের মাসিক বেতন অতি অল্প ছিল বলিয়া ন্যূনাধিক পরিমাণে সকলেরই শিক্ষা লাভের সুবিধা ছিল। কিন্তু স্পার্টায় যেরূপ বালিকাগণ বালকদিগের সহিত একই শিক্ষা পাইত এখানে সেরূপ বন্দোবস্ত ছিল না। এথেন্সে স্ত্রীদিগের

স্বাধীনতা ছিল না। বালিকারা লোকসমাগমে বাহির হইতে পারিত না।

দাস এবং মজুরেরা শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইত। বৃদ্ধ দাসেরা বালকদিগকে বিদ্যালয়ে লইয়া যাইত এবং সকল বিষয়ে তাহাদের তত্ত্বাবধান করিত। কর্ম্মঠ দাসগণ প্রভুসমাজের অভাব মোচন করিবার জন্য শারীরিক পরিশ্রম করিত।

নিম্নশিক্ষা: দুই শ্রেণীর শিক্ষালয়।

নাগরিক দিগের সন্তানেরা প্রত্যহ একবার ব্যায়াম বিদ্যালয়ে এবং একবার সঙ্গীত বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইত। প্রত্যূষে উঠিয়া কিঞ্চিৎ ভোজনের পর পেডাগগ অর্থাৎ শিক্ষক শ্লেট, পুস্তক এবং বীণা হস্তে করিয়া বিদ্যালয়ে লইয়া যাইত। দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত মানসিক ও শারীরিক অনুশীলনের পর স্নানাহারের সময় ছিল। অপরাহ্ণে পুনরায় দাস সমভিব্যহারে ছাত্রেরা বিদ্যালয়ে যাইত। অনেক সময়ে ধনী ব্যক্তির ছাত্রেরা বিদ্যালয়ে না যাইয়া নিজগৃহেই পেডাগগ দাসের কাছে লিখিতে পড়িতে এবং গণনা করিতে শিখিত।

১। সঙ্গীত শিক্ষালয়।

সকল গ্রীকেরা, এমন কি য়্যারিষ্টটল এবং প্লেটোও সঙ্গীত বিদ্যার এত আদর করিতেন যে ইহাকে নৈতিক শিক্ষার অঙ্গ মনে করিতেন। শারীরিক ব্যায়াম যেমন বাহ্য অঙ্গের সৌসাদৃশ্য প্রদান করে সঙ্গীতও তেমনি অন্তরঙ্গের সৌষ্ঠব

প্রদান করে তাঁহাদের এরূপ ধারণা ছিল। থেমিষ্ট-ক্লীস্ সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন না বলিয়া তাঁহার শিক্ষা অসম্পূর্ণ ছিল মনে হইত। সমপাঠীরা পরে যখন তাঁহার সঙ্গীতের অনভিজ্ঞতার উল্লেখ করিয়া ঠাট্টা করিত তখন মর্য্যাদা রক্ষার জন্য তিনি বলিতেন "আমি কখনও বাদ্য বাজাইতে শিখি নাই বটে, কিন্তু সামান্য নগরীকে মহৎ করিবার শিক্ষা পাইয়াছি"।

শিক্ষকেরা ছাত্রদিগকে একে একে নিকটে আনিয়া বংশী অথবা বীণা বাজাইতে শিক্ষা দিতেন, এবং ছাত্রেরা যন্ত্রসঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠসঙ্গীত শিক্ষা করিত। এইরূপে সঙ্গীতে পারদর্শিতা জন্মিলে ছাত্রগণ বিখ্যাত গীতিকাব্যলেখকদিগের রচনাসমূহের সহিত পরিচিত হইত; এবং সোলনের পদ্যাকারে রচিত ব্যবস্থাগুলি সঙ্গীতের ভিতর দিয়া মুখস্থ করিত।

কাব্য সাহিত্যের আদর।

সঙ্গীত বিদ্যা বলিলে গ্রীসে কাব্য সাহিত্যও বুঝাইত; এথেন্সে প্রথম হইতেই কাব্য সাহিত্যের আদর ছিল। সোলনের নিয়মে উৎসবোপলক্ষে হোমারের কাব্য সকল গীত হইত। হোমার, হীসিয়ড, আর্ফিয়াস্ প্রভৃতি কবিগণের কাব্যসমূহ পিসিষ্ট্রেটাস অনেক পণ্ডিত সমবেত করিয়া স্থায়ী পুস্তকরূপে লিখাইয়াছিলেন, এবং এই সমস্ত পুস্তকগুলি এক সর্ব্বসাধারণীয় লাইব্রেরী বা পুস্তকাগারে সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

পেরিক্লীস্, ইউরিপিডিস প্রভৃতি ব্যক্তিগণ যখন পঠদ্দশায় ছিলেন তখন লিখনপদ্ধতি অতিমাত্রায় প্রচলিত হয় নাই। সুতরাং কেবল উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থই প্রকাশিত হইত। হোমারের মহাকাব্যসমূহ ও হীসিয়ডের ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ হইতে ছাত্রগণ লিখিতে পড়িতে এবং আবৃত্তি করিতে শিখিত। পারসীক যুদ্ধে মৃত বীরদিগের উদ্দেশ্যে সাইমনাইডিসের ৪ শোকোচ্ছ্বাস সমূহ এবং পিণ্ডারের ৫ বীরগাথা সমূহ তাহাদিগকে বাদ্যযন্ত্রের সহিত মিলাইয়া গান করিতে হইত। পরে যখন ক্রিনিকাস ৬ ও ইস্কীলাসের ৭ নাট্য সমূহ প্রকাশিত হয় তখন এই সমুদয়ও পাঠ্যের মধ্যে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, এবং ছাত্রদিগকে বিদ্যালয়ের মধ্যে অভিনয় করিতে হইত।

লিখন, শ্রুতিলিপি, পাঠ, আবৃত্তি, অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে সরল ব্যবহারিক গণিত শিক্ষা দেওয়া হইত। ওজন ও মাপ করিবার পদ্ধতি, তুলাদণ্ডের ব্যবহার, পঞ্জিকার দিন গণনা করা এবং ব্যবসায়ের উপযোগী নিত্য প্রয়োজনীয় গণনা ও বাজার হিসাব এই শিক্ষার অঙ্গ ছিল।

২। ব্যায়াম শিক্ষালয়।

ব্যায়াম শিক্ষার জন্য ছাত্রদিগকে সাধারণ জিমনাশিয়ামের ' ব্যায়ামভূমিতে যাইতে হইত অথবা শিক্ষকদের নিজগৃহের প্যালিষ্ট্রা প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইতে হইত। উলঙ্গভাবে মুক্ত উদ্যানে

ব্যায়াম করা হইত। শিক্ষকেরা ছাত্রদিগের শরীরের সাধারণ গঠন ও অসম্পূর্ণতা প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া বিজ্ঞানবিৎ চিকিৎসকের পরামর্শ লইয়া এক এক জনকে এক এক রূপ ব্যায়াম শিক্ষা দিতেন। প্রথম অবস্থায় সামান্য সামান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন-প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইত। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কষ্টসাধ্য ক্রীড়ার আরম্ভ হইত। কুস্তী, হাতাহাতি, ঘুঁসোঘুঁসি, দৌড়াদৌড়ি, উল্লম্ফন, বর্ষা বল্লম নিক্ষেপণ প্রভৃতি পরিশ্রমজনক ব্যায়াম অনুশীলন করা হইত। উৎসবাদির জন্য নৃত্য এবং যুদ্ধকার্য্যের জন্য অশ্বধাবন শিক্ষা করিতে হইত। তদ্ব্যতীত, সন্তরণ ও নৌচালান শারীরিক শিক্ষার বিষয় ছিল।

উচ্চশিক্ষা

চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম কাল পর্য্যন্ত এরূপভাবে প্যালিষ্ট্রাতে ব্যায়ামশিক্ষা এবং সঙ্গীত বিদ্যালয়ে কাব্য ও সঙ্গীত শিক্ষা করিয়া দরিদ্রের সন্তানেরা ব্যবসায় আরম্ভ করিত; এবং ধনী ছাত্রগণ উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে চেষ্টিত হইত। কিন্তু এই যুগে উচ্চ শিক্ষার বিশেষ কোন বন্দোবস্ত ছিল না। কাজে কাজেই উচ্চশিক্ষাপ্রার্থী ছাত্রেরা পুরাতন বিদ্যালয়েই আরও কিয়ৎকাল কাটাইত অথবা গৃহে বসিয়া থাকিত এবং শারীরিক অনুশীলন সমূহে যোগ দান করিত। যখন সোফিষ্টদিগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব

হয় নাই তখন নিম্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরাই ধনী উন্নত ছাত্রদিগের জন্য কয়েকটি শ্রেণীর পৃথক বন্দোবস্ত করিয়া উচ্চ অঙ্গের ভাষা ও সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন।

সমর শিক্ষা

অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করিলেই প্রত্যেককে সমর বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইতে হইত। এই বিদ্যালয় সম্পূর্ণরূপে সরকারের আয়ত্তে ছিল। এখানে নাগরিক জীবনের জন্য প্রস্তুত হইবার উদ্দেশ্যে দুই বৎসর কাল প্রকৃত সামরিক শিক্ষা এবং আইন শিক্ষা করিতে হইত। এই অবস্থায় ছাত্রদিগকে পেডাগগের অধীনে থাকিত হইত না।

মোটের উপর, ষষ্ঠশতাব্দীর শেষভাগে এবং পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমভাগে মিল্টিয়াডিস,৮ য়্যারিষ্টাইডিস,৯ থেমিষ্টক্লীস,১০ পেরিক্লীস, ইস্কীলস, ও ইউরিপিডিস, প্রভৃতি কর্ম্ম ও চিন্তাবীরগণ যেরূপ শিক্ষাবেষ্টনীর মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন তাহাতে শারীরিক অনুশীলন প্রধান অঙ্গ ছিল। সাহিত্য শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। বিদেশীয় ভাষা অথবা ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া হইত না। উৎসব সমূহে যোগদান করিয়া, ধর্ম্মকাব্য সমূহ পাঠ করিয়া এবং রঙ্গমঞ্চের নাট্যাভিনয় দেখিয়া যতদূর ধর্ম্মশিক্ষা হইত তাহার বেশী কিছু হইত না। ব্যায়াম শিক্ষাই করুক অথবা সঙ্গীত শিক্ষাই করুক, প্রত্যেককে সংযমী হইতে হইত। উচ্চ বিদ্যালয়

ভিন্ন সকল বিদ্যালয়ই স্বাধীন ছিল, কিন্তু অনেক বিষয়ে এরিওপেগাসের অর্থাৎ ব্যবস্থাপক সভার নিয়ম পালন করিতে হইত।

পঞ্চম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট।

১। Solon (খৃঃ পূঃ ৬৪০—৫৫৯) গ্রীসের বিখ্যাত সপ্ত পণ্ডিতের অন্যতম। এথেন্সের ধনবান্ এবং সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া পঠদ্দশার পর গ্রীসের সর্ব্বত্র এবং এসিয়া মাইনরে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তাঁহার বিচক্ষণতা এবং বহুদর্শিতার ফলে রাজ্যের প্রধান কর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত হয়েন। তিনি একচ্ছত্র রাজত্ব ভোগের সুবিধা পাইয়াছিলেন, কিন্তু স্বার্থান্ধ না হইয়া স্পার্টার লাইকার্গাসের ন্যায় দেশের আর্থিক, সামাজিক, এবং রাজনৈতিক উন্নতি বিধান করিয়া পদত্যাগ করেন।

ঋণ সম্বন্ধীয় আইনের আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া অনেক ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির স্বাধীনতা প্রদান করেন; ইহাতে উত্তমর্ণগণের ক্ষতি হয়। ধন সম্পত্তির পরিমাণানুসারে তিনি এথিনীয় সমাজকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া উচ্চ তিন শ্রেণীর হস্তে প্রধান রাজনৈতিক অধিকার অর্পণ করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রীয় সমিতিতে সর্ব্ব নিম্ন শ্রেণীরও ভোট দিবার অধিকার ছিল। তাহারা কোন উচ্চপদের কর্ম্ম করিতে পাইত না; কিন্তু বিচারালয়ে সকলেরই সমান অধিকার ছিল। তিনি বাণিজ্য ও ব্যবসায়ের পুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রয়াসে সমাজ ও লোক চরিত্রের উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।

এই সকল অনুষ্ঠান সমাধা করিয়া মিসর এবং লীডিয়া দেশে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন; এবং দশ বৎসর পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন তাঁহার আত্মীয় পিসিষ্ট্রাটাস তাঁহার রাষ্ট্রনীতি ধ্বংস করিয়া ফেলিতেছে। এই অবস্থায় বিশেষ কিছু করিতে না পারিয়া দেশত্যাগ করিলেন।

তাঁহার সময়ে গদ্য সাহিত্যের উন্নতি হয় নাই। প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিই কবি ছিলেন। তাঁহারও কবিত্ব শক্তি ছিল। তাঁহার রচিত নীতি বিষয়ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

২। Cleisthenes ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগে এথেন্সের প্রধান কর্ম্মচারী। প্রকৃত প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা। বংশ নির্ব্বিশেষে অথবা ধন সম্পত্তির পরিমাণানুসারে সমাজের শ্রেণী বিভাগ না করিয়া সমস্ত দেশকে ভৌগোলিক ভাবে দশ ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। প্রত্যেক ভাগকেই রাজকর্ম্মে সমান অধিকার দিয়াছিলেন।

৩। Simonides (খৃঃ পূঃ ৫৫৬—৪৬৮) সীয়স (Ceos) দ্বীপে জন্ম। আর্কিলোকাস, য়্যাল্‌সিয়াস, থিয়গ্নিস প্রভৃতি তাৎকালিক কবিগণের ন্যায় হোমারীয় এবং হীসিয়ডীয় পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া ভাবপূর্ণ কাব্য, শোকোচ্ছ্বাস, সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়ে কবিত্ব শক্তিরপ্রয়োগ করিয়াছিলেন। পিসিষ্ট্রাটাসের পুত্রেরা যখন এথেন্সের রাজা ছিলেন সেই সময়ে ইহাঁদের দরবারে আসেন। ইনি সাইরাকুসের (Syracuse) রাজা হায়েরণের (Hieron) দরবারেও উপস্থিত হইয়াছিলেন। সমস্ত গ্রীক জগতে তাঁহার যশ কীর্ত্তিত হইত। অশীতি বৎসর বয়সে একটি পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পরে সাইরাকুসবাসীরা তাঁহার উদ্দেশ্যে স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিল।

৪। Pindar (খৃঃ পূঃ ৫১৮—৪৩৯)—বিয়োসিয়া প্রদেশে জন্ম। বাল্যকাল হইতেই কবিত্ব শক্তির পরিচয় দান করিয়াছিলেন। এবং

সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী সমাজে অত্যুচ্চ যশ প্রাপ্ত হয়েন। কোন রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন না বটে, কিন্তু প্রজাতন্ত্র শাসনের বিরোধী ছিলেন। তিনি গ্রীক জগতের সর্ব্বত্র নিমন্ত্রিত হইতেন। সাইমনাইডিসের ন্যায় তিনি ও সাইরাকুসের রাজদরবারে উপস্থিত হইয়া হায়েরণের আদেশ অনুসারে বিজয়সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন।

তিনি অসংখ্য কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। দেবগণের উদ্দেশ্যে স্তোত্র ও মঙ্গলগীতি. এবং মৃত ব্যক্তিদিগের উদ্দেশ্যে শোকোচ্ছ্বাস সমূহের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাব্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। জাতীয় উৎসবাদিতে জয়লাভকারিগণের প্রশংসা করিয়া যে সকল গীত রচনা করিয়াছিলেন কেবলমাত্র তৎসমুদয়ই বর্ত্তমান কালে তাঁহার প্রতিভার নিদর্শন।

তিনি বীরগণের কীর্ত্তি বর্ণনা করিতে যাইয়া তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের নাম, ধাম ও প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই কারণে ঐতিহাসিকগণের নিকটে তাঁহার গীত সমূহ অতি প্রয়োজনীয়।

বহুবার সর্ব্বসমক্ষে কবি-প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে পরাজিত করিয়া পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন।

তাঁহার পরিবার ও বাসস্থান এতদূর সম্মানিত হইত যে থীব্‌স্ নগর ধ্বংস করিবার সময়েও স্পার্টা বাসিগণ এবং আলেকজান্দার তাঁহার গৃহে হস্তক্ষেপ করেন নাই।

৬। Phrynichus—বেদনামূলক নাট্যের প্রথম প্রবর্ত্তক—থেস্পিসের (Thespis) শিষ্য। ইস্কীলসের (Æschylus) সমসাময়িক। রঙ্গমঞ্চে তিনি প্রথম স্ত্রীলোকের অভিনয় প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

৪৯৪ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে মিলেটাস বাসিগণ (Miletus) পারস্য রাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া পরাস্ত হইয়াছিল। এই বিষয় অবলম্বন

করিয়া তিনি এক নাটক রচনা করেন। এথিনীয়গণ তাহাদেরই স্বজাতির পতন বিষয়ক কাব্যের রচয়িতা বলিয়া তাঁহাকে অর্থ দণ্ড দ্বারা শাস্তি প্রদান করিয়াছিল।

সালামিসের যুদ্ধে জয়লাভের পর যখন সাইম্‌নাইডিস্, ইস্কীলস প্রভৃতি সকলেই কাব্য রচনা করেন।তখন তিনিও ফিনিসী (Phœnissœ) নামক নাটক লিখিয়াছিলেন।

তাঁহার নাটক সমূহে সমবেত সঙ্গীতের (Chorus) প্রাধান্য ছিল। কথোপকথন বেশী ছিল না। থেস্পিসের পন্থা অনুসরণ করিয়া তিনি কেবল একটি মাত্র অভিনেতা রাখিয়া ছিলেন; এবং একজনের দ্বারাই ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের কার্য্য করাইতেন।

৭। Æschylus (খৃঃ পূঃ ৫২৫-৪৫৬) এথেন্সের কোন সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম। বিখ্যাত যোদ্ধা। পারসীকদিগের বিরুদ্ধে মারাথন, আর্টিমিসিয়াম্, সালামিস ও প্লাটিয়ার যুদ্ধে বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন।

কিন্তু প্রকৃত বেদনামূলক নাট্যসাহিত্যের জন্মদাতা বলিয়া জগদ্বিখ্যাত। সর্ব্বসমেত প্রায় ৮০টী কাব্য রচনা করেন। তন্মধ্যে অধিকাংশই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। চল্লিশ বৎসর বয়সে কবিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রথম পুরস্কার লাভ করিয়া ক্রমাগত চতুর্দ্দশ বার জয়লাভ করিয়াছিলেন।

তিনি নাট্যে কোরাসের স্থান অবনত করিয়া কথোপকথনকে প্রাধান্য দান করিবার জন্য দুইজন অভিনেতার প্রবর্ত্তন করেন। রঙ্গমঞ্চ, দৃশ্য, চিত্র, বেশ প্রভৃতি নাট্টাভিনয়ের বাহ্যিক অনুষ্ঠানগুলির উন্নতিসাধন করেন।

অতি আবেগময়ী ভাষায় স্বদেশপ্রেম এবং হোমারীয় ধর্ম্মের প্রতি ভক্তি শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। মানুষের সর্ব্ববিধ কার্য্যই দেবগণের সহায়সাপেক্ষ এবং জগতে পুণ্যের জয় হয়—এই ভাব তাঁহার কাব্য সমূহে সন্নিবেশিত রহিয়াছে। তিনি সোলনের পুরাতন রাষ্ট্র ও

সমাজনীতির পক্ষপাতী ছিলেন এবং নব্য প্রজাতন্ত্রনীতির পৃষ্ঠপোষকদিগের বিরোধী ছিলেন।

৪৬৮ অব্দে সফক্লীস (Sophocles) কর্ত্তৃক সাহিত্যযুদ্ধে পরাজিত হয়েন। এই সময়ে দেবনিন্দা দোষের জন্য এথিনীয়গণের দ্বারা অভিযুক্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু পূর্ব্বে স্বদেশপ্রীতি দেখাইয়াছিলেন বলিয়া প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি পায়েন। এই সকল কারণে ৫৭ বৎসর বয়সে এথেন্স পরিত্যাগ করিয়া সাইরাকুসে হায়েরন রাজার নিকটে উপস্থিত হয়েন। এথেন্সে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু আবার রাজনৈতিক কারণে দেশত্যাগ করিয়া সীসিলীর গীলানগরে প্রাণত্যাগ করেন।

তাঁহার লিখন, পদ্ধতির এক বিশেষ লক্ষণ এই যে তিনি তিন অথবা চারিটী স্বতন্ত্র কাব্য রচনা করিয়া একটী নাটকের সম্পূর্ণতা দান করিতেন। এইরূপ তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ নাট্য (trilogy) কেবল মাত্র একটী বর্ত্তমান রহিয়াছে। সাইরাকুস হইতে ফিরিয়া আসিয়া অরেষ্টিয়া (Orestean trilogy) রচনা করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে য়্যাগামেম্নন (Agamemnon) বিখ্যাত অংশ-কাব্য। সালামিসে জয়লাভের পর যে trilogy লিখিয়াছিলেন তাহার মধ্যে "Persians" বর্ত্তমান রহিয়াছে।

৮। Miltiades(খৃঃ পূঃ ৫৪০-৪৮৯)—এথেন্সের সম্ভ্রান্ত বংশে জাত। পিসিষ্ট্রেটাসের সময়ে ইহাঁর খুল্লতাত ৫৫৯-৬ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে থ্রেস (Thrace) প্রদেশে এথেনীয় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তিনি এই স্থানের অধীশ্বর হইয়া পারস্য রাজের অধীনতা স্বীকার করেন। পারস্য সম্রাট ডেরিয়াস যখন সীথিয়া দেশ (Scythia) আক্রমণ করেন তখন তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

যখন এসিয়ামাইনরের গ্রীকগণ পারস্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়, সেই সময় স্বয়ং কয়েকটী দ্বীপ অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু বিদ্রোহ সফল না হওয়ায় থেসে নিরাপদ মনে না করিয়া এথেন্সে ফিরিয়া আসেন।

তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য মারাথনের যুদ্ধক্ষেত্রে সাধিত হইয়াছিল। এই যুদ্ধে (৪৯০ খৃঃ পূঃ) রণকৌশল, ও বীরত্বের সহিত জয়লাভ করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনিই গ্রীক ইতিহাসের প্রধান বীর পুরুষ।

ইউরোপের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া তিনি অত্যুচ্চ যশলাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পর বৎসরই অন্য এক যুদ্ধ যাত্রায় অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসায় তিনি অভিযুক্ত হইয়া কর্ত্তব্যস্খলনের জন্য দোষী সাব্যস্থ হইয়াছিলেন। এথেন্সের প্রকৃতিপুঞ্জ কোন বীরপুরুষেরই কোনরূপ ত্রুটি মার্জ্জনা করিত না।

৯। Aristides—রাজনৈতিকক্ষেত্রে থেমিষ্টক্লীসের প্রতিদ্বন্দ্বী। প্রজাতন্ত্রের বিরোধী। কিন্তু চরিত্রশক্তির দ্বারা সমাজের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। 'ধার্ম্মিক' শব্দ (The Just) তাঁহার উপাধি ছিল। ন্যায়পরায়ণতার জন্য তাঁহার এত প্রতিপত্তি ছিল যে, ইস্কীলসের নাট্যাভিনয়ে কোন স্থলে নৈতিক গুণের উল্লেখ পাইলে দর্শকমণ্ডলী তাঁহার দিকে তাকাইত। যখন এথেন্সের রাজনৈতিক উপকারের জন্য তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে সেই সময়ে একটী স্ত্রীলোক তাঁহারই কাছে একটী নির্ব্বাসনপত্রে তাঁহার নাম লিখিতে বলিয়াছিল। জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল যে সে য়্যারিষ্টাইডিসকে জানিত না বটে; কিন্তু তাঁহার গুণের কথা শুনিয়া শুনিয়া বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

মারাথনের যুদ্ধে মিলটিয়াডিসের অধীনে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। নির্ব্বাসনকাল শেষ হইবার পূর্ব্বেই স্বদেশের দুর্গতির সময় আহুত হইয়া সালামিস ও প্লাটিয়াতে বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

পরে এথেন্সের অধীনতায় যখন গ্রীকরাজ্য সমূহ ঐক্যসূত্রে বদ্ধ হইয়াছিল তখন তিনি সাধারণ ধনভাণ্ডারের কোষাধ্যক্ষ পদে নির্ব্বাচিত

হয়েন। চিরজীবন দরিদ্রভাবে কাটাইয়া ছিলেন। মৃত্যুকালে সরকার হইতে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার ব্যয় প্রদত্ত হইয়াছিল।

১০। Themistocles—(খৃঃ পুঃ ৫১৪-৪৪৯) মারাথনের যুদ্ধে কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। মিল্টিয়াডিসের মৃত্যুর পর এথেন্সের প্রধান রাজনীতিক ও যোদ্ধা ছিলেন। এথেন্সের রণতরী নির্ম্মাণ করাইয়া জলপথে শত্রু নিবারণের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ইহাতে য়্যারিষ্টাই-ডিস তাঁহার বিপক্ষ ছিলেন।

কিন্তু পরে যখন গ্রীকগণ জর্ক্সেসের দ্বারা থার্ম্মপলির যুদ্ধে পরাজিত হয় তখন এথিনীয়গণ তাঁহারই পরামর্শে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া রণপোতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সালামিসের জলযুদ্ধে পারসীকগণকে সম্পূর্ণ-রূপে পরাস্ত করিয়া সকলের সহিত এথেন্সে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন; এবং স্পার্টার বাধা প্রদান সত্ত্বেও স্বদেশের দুর্গ ও প্রাচীরের পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। অবশেষে স্বদেশীয়গণের কোপ-দৃষ্টিতে পতিত হইয়া দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন এবং পারস্যরাজের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন।

পৃ ৭৫-২০। Pisistratus—সোলনের আত্মীয়। কিন্তু তাঁহার সংস্কার সমূহে এথেন্সের যে যে শ্রেণী সন্তুষ্ট হয় নাই তাহাদিগকে ছলে বলে কৌশলে বশীভূত করিয়া রাজ্য হস্তগত করেন।

যৌবনকালে সোলনের সামরিক কবিতায় উত্তেজিত হইয়া তাঁহারই সহিত সমবেত হইয়া সালামিস দ্বীপ জয় করিয়াছিলেন। রাজ্য অধি-কারের পরে মর্ম্মর সাগরের উপকূলে এথেন্সের সাম্রাজ্য ও বাণিজ্য বিস্তৃত করেন।

যদিও ৫০ বৎসরকাল বংশানুক্রমে একচ্ছত্র রাজত্ব ভোগের বন্দো-বস্ত করিয়াছিলেন, স্বয়ং প্রজাবৎসল এবং স্বদেশানুরাগী ছিলেন। এথে-ন্সের দেবদেবীগণের জন্য মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; এবং জাতীয়

উৎসব সমূহের জন্য পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া হোমারের কাব্য সমূহের পারম্পর্য্য এবং অধ্যায় বিভাগ স্থির করাইয়াছিলেন।

কিন্তু গ্রীক সমাজে রাজতন্ত্র শাসনের আদর ছিল না বলিয়া স্পার্টার সাহায্যে এথিনীয়গণ প্রজার অধিকার পুনঃ স্থাপন করিয়াছিল (৫১০ খৃঃ পূঃ)। তিনি স্বয়ং ৩৩ বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি যে লাইব্রেরী স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার পুস্তক সকল জার্ক্সেস (Xerxes) এথেন্স লুণ্ঠন করিবার সময়ে পারস্য রাজধানীতে লইয়া যায়েন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

এথেন্সের শিক্ষা পদ্ধতি—দ্বিতীয় যুগ পেরিক্লীসের কাল।

এথিনীয় সমাজের দ্বিতীয় অবস্থা—গ্রীকগণের চরমোন্নতি—(খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দী)

প্রজাতন্ত্রশাসন ও বাণিজ্য বিস্তারের দ্বারা উৎসাহিত হইয়া এথিনীয়গণ ইউরোপে যে কর্ম্ম-পরম্পরা আরম্ভ করিয়াছিল তাহার জন্যই গ্রীকেরা জগতের ইতিহাসে বরণীয় হইয়া রহিয়াছে। এথিনীয়েরাই পারসীকগণকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া গ্রীকসমাজে যশস্বী হইয়াছিল। এই সময় হইতে শিল্পে, সাহিত্যে, চিন্তায়, নানাবিধ বিদ্যায় তাহাদের প্রতিভা ফুটিয়া উঠিয়াছিল; এবং কাব্য, নাটক, বিজ্ঞান, রাজনীতি, দর্শন প্রভৃতি সকল বিষয়েই তাহাদের উৎকর্ষ লক্ষিত হইয়াছিল।

কর্ম্ম ও চিন্তা-জগতে এথেন্সের সাম্রাজ্য স্থাপন।

এথেন্স যখন গ্রীকজগতে ক্রমশঃ সমৃদ্ধি লাভ করিতেছিল, সেই সময়ে গ্রীসের বিভিন্ন স্থানে থেল্‌স্‌,১ পীথেগোরাস্‌,২ জেনোফেনিস্‌,৩ হিপ-ক্রেটীস,৪ য়্যান্যাক্‌সাগোরাস্‌,৫ প্রভৃতি চিন্তাবীরগণ প্রকৃতি ও জড়জগতের উপর মানব বুদ্ধির আধিপত্য স্থাপন করিয়া বিশ্বের স্থূল ও সূক্ষ্ম সত্যগুলি জগ-তের সম্মুখে প্রদর্শন করিতেছিলেন। ইহাঁরা সক-লেই এথেন্সে অথবা একই সময়ে প্রাদুর্ভূত হয়েন নাই বটে, কিন্তু স্পার্টার মত এথেন্স কূপমণ্ডুক ছিল না বলিয়া ইহাঁদের গবেষণা এথেন্সের সুধীমণ্ডলীতে প্রবিষ্ট হইবার সুযোগ পাইয়াছিল।

ফলতঃ, ক্রমশঃ এথেন্সের সাম্রাজ্য গঠিত হইল, বাণিজ্য বিস্তৃত হইল, ধন সম্পদ বৃদ্ধি পাইল। সর্ব্বতোমুখী কৃতকার্য্যতায় কোন বিষয়ই যেন আর অসম্ভব এবং কোন সত্যই চিন্তা ও সাধনার অতীত বোধ হইত না। সাম্রাজ্য, রাষ্ট্র, ধর্ম্ম প্রভৃতি সকল পদার্থ সম্বন্ধে বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে নূতন নূতন তথ্য অব-লোকিত হইতে লাগিল। চিরন্তন কাহিনী বলিয়া কোন বিষয় মানিয়া লইবার প্রবৃত্তি রহিল না। প্রাকৃতিক ও জড়জগতের সত্যের প্রতি সকলের দৃষ্টি পড়িল। সকলেই তার্কিক, বৈজ্ঞানিক, ভাবুক ও দর্শকের স্থান অধিকার করিতে লাগিল।

এই সমাজব্যাপী বিস্তৃত আলোড়নের এক

সমাজে কর্ম্মের প্রাধান্য।

প্রধান লক্ষণ এই যে এই সময়ের প্রধান ব্যক্তিগণ সকলেই কর্ম্মী ছিলেন। তখন জাতীয় উন্মাদনার সময়ে, চিন্তারআন্দোলনের মধ্যে, যিনি যাহাই থাকুন না, সকলকেই রাজনীতিজ্ঞ হইতে হইত। সকলকে রাষ্ট্রকর্ম্মে সাহায্য করিতে হইত, এবং প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ করিতে হইত। এথেন্সে পারিবারিক জীবনেরও পুষ্টি হইয়াছিল বটে, কিন্তু এই ভাবের বন্যার সময়ে সকলকেই ঘরের বাহির হইতে হইয়াছিল। ঐতিহাসিক, শিল্পী, গায়ক, কবি, নাটককার—কেহই নিভৃত চিন্তার অবসর পাইতেন না। ইস্কীলস্, সফক্লীস্৬ হেরোডোটাস, থুসিডিডিস, সক্রেটীস্, ফিডিয়াস্,৭ সকলেই চিন্তা রাজ্যে বিখ্যাত বটে; কিন্তু তাঁহারা কর্ম্মজগতেও কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

পেরিক্লীসের যুগে রাষ্ট্রকর্ম্মে প্রকৃতিপুঞ্জের অধিকার।

পেরিক্লীস৮ যখন এথেন্স রাজ্যের কর্ণধার ছিলেন তখন প্রজাতন্ত্রশাসন পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। সকলকেই রাষ্ট্রসম্বন্ধে আলোচনা এবং তর্ক ও প্রশ্ন করিবার অধিকার প্রদত্ত হইয়াছিল। আদালতে অথবা মন্ত্রণাস্থলে, বিচারাসনে অথবা উকীলভাবে সকলকেই রাষ্ট্রকর্ম্মে সহায়তা করিতে হইত। কাজে কাজেই মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ, দাসের সহিত প্রভুর সম্বন্ধ, নাগরিকদিগের অধিকার, বিচারক ও রাজপুরুষগণের অধিকার ও দায়িত্ব, ন্যায়ান্যায়,

উপনিবেশ সমূহের সহিত মূল সমাজের সম্বন্ধ প্রভৃতি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নীতি সম্বন্ধীয় বিষয় লইয়া যুক্তি, বাদানুবাদ করা প্রত্যেক নগরবাসীরই নিত্যকর্ম্মের মধ্যে গণ্য হইয়া পড়িয়াছিল।

উচ্চশিক্ষা— গদ্য সাহিত্য ও বাগ্মিতা।

সুতরাং এতদ্বিষয়ে শিক্ষা লাভ করা প্রয়োজনীয় হইল। সাধারণ জ্ঞানপিপাসা বর্দ্ধিত হইল। সকলেই আদর্শ নাগরিক হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সমাজে খ্যাতি, প্রতিপত্তি লাভ করিবার বাসনা জাগরিত হইল। প্রাপ্ত অধিকারের উপযুক্ত হইবার জন্য সকলকেই রাজনীতি, ভাষা, তর্কশাস্ত্র, বাগ্মিতা প্রভৃতি উচ্চ বিষয় শিক্ষা করিতে হইল।

এই উচ্চ শিক্ষার প্রধান অঙ্গ গদ্যসাহিত্য। এতদিন শিক্ষালয়ে কখনও গদ্যের চর্চ্চা হয় নাই। বিদ্বৎসমাজেও কাব্যেরই আদর ছিল। কিন্তু ঐতিহাসিকগণ, বৈয়াকরণিকগণ, বৈজ্ঞানিকগণ, দার্শনিকগণ, বক্তা ও আলঙ্কারিকগণ, সমালোচক ও রাষ্ট্র সমিতির কর্ম্মচারিগণ এবং আদালতের উকীল ও বিচারকগণ সম্প্রতি সমাজে প্রাধান্য লাভ করায় যুক্তি ও তর্ক সাধনোপযোগী গদ্য সাহিত্যের উন্নতি হইয়াছিল। এক্ষণে ইহা পাঠ্যের বিষয় হইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকরণ এবং ভাষাতত্ত্বও শিক্ষা-পদ্ধতিতে উচ্চস্থান অধিকার করিল।

ভাষাই একমাত্র শিক্ষণীয় বিষয় ছিল না। উচ্চ

গণিত ও বিজ্ঞান ।

অঙ্গের গণিতশাস্ত্রও অধীত হইত। পাটীগণিত, জ্যামিতি, সঙ্গীততত্ত্ব, সংখ্যাতত্ত্ব, জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতি বিদ্যাক্ষেত্রে সুধীগণ যে যে নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতেছিলেন উচ্চ শিক্ষার্থীকে সে সকল বিষয়ও শিক্ষা করিতে হইত।

কাব্য সমালোচনা ।

এই শিক্ষার ব্যবস্থায় কাব্য সাহিত্যেরও স্থান ছিল। কাব্য সমূহ যে কেবল ব্যাখ্যা করা হইত এমন নহে ; উহাদিগের সমালোচনাও করা হইত। প্লেটোর এক পুস্তকে প্রটেগোরাস সাইমনাইডিসের এক কাব্যাংশের অর্থ লইয়া একটি ছাত্রের সহিত তর্ক করিতেছেন। এই তর্কের মধ্যে কাব্যের উদ্দেশ্য, ভাষা, কবির মনোভাব প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা উত্থাপিত হইয়াছে।

সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার।

পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর উচ্চ শিক্ষা লাভ করিবার কোন্ সুবন্দোবস্ত ছিল না। এক্ষণে সাধারণের মধ্যে প্রজাতন্ত্রশাসনের সহায়তাকারী শিক্ষা বিস্তারের জন্য নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইল। জিম্‌নাসিয়ার শিক্ষা শেষ করিয়া অথবা তাহার সঙ্গে সঙ্গেই নূতন সাহিত্যিক শিক্ষা লাভের জন্য ছাত্রেরা চেষ্টিত ছিল বলিয়া শিক্ষার ব্যবস্থায় পূর্ব্বে ব্যায়াম শিক্ষার যে প্রাধান্য ছিল তাহার হ্রাস হইল। নূতন এক শ্রেণীর শিক্ষকের সৃষ্টি হইল। রাজনীতিক, দার্শনিক, ও

বৈজ্ঞানিকগণ যে সমুদয় তত্ত্ব কর্ম্ম ও চিন্তাক্ষেত্রে আবিষ্কার করিতেছিলেন, সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ সোফিষ্টেরা সেই সকল সত্যগুলি সাধারণের উপযোগী করিয়া বক্তৃতা করিতে লাগিলেন।

সোফিষ্টগণ।

দেশান্তর হইতে যোগ্য সোফিষ্টগণ আসিয়া এথেন্সের যুবকমণ্ডলীকে মাতাইয়া তুলিল। কোন একজন সোফিষ্ট এথেন্সে আসিতেছেন এই সংবাদ শুনিয়া লোকে অধীর হইয়া পড়িত। তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবে, কথা বলিবে, গল্প করিবে, তর্ক করিবে, ইহাই তাহাদের জীবনের প্রধান আকাঙ্ক্ষা। প্রটোগোরাস্ ৯ আসিতেছেন শুনিয়া সক্রেটীসের একজন বন্ধু রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই উন্মত্তভাবে আসিয়া তাঁহাকে জাগাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। সক্রেটীস্ গিয়া দেখিলেন বহু পূর্ব্ব হইতেই প্রটোগোরাস যুবকমণ্ডলী পরিবেষ্টিত হইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে গল্প করিতেছেন।

এই সময়ে একদিকে যেমন নূতন নূতন মন্দির, সাধারণের হিতকর নূতন নূতন অট্টালিকা সমূহ এথেন্স নগরের বাহ্য শোভা বর্দ্ধন করিতেছিল, তেমনি চিন্তাজগতে সোফিষ্টগণ সহরের প্রধান লোক হইয়া পড়িলেন। বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, বিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই সোফিষ্ট নামে অভিহিত হইতে লাগিল। জনসাধারণ সফক্লীস অথবা ইউরিপি-

ডিসের নাট্যাভিনয়ে যত প্রীতি ও শিক্ষালাভ করিতে পারিত, ফিডিয়াসের প্রতিভাফলিত সুরম্য স্থাপত্য কার্য্যে চিত্ত ও নয়নের যত আনন্দলাভ করিতে পারিত, গর্জিয়াস ১০, প্রটোগোরাস, প্রডিকাস ১১ প্রভৃতি বিদেশীয় সুধী দিগের আলোচনা, বাদানুবাদ, চুলচেরা তর্ক, ভাবোদ্দীপক বক্তৃতা, ভাষাবৈচিত্র্য এবং সংশয়বাদপূর্ণ গবেষণায় তদপেক্ষা অধিক আনন্দ ও শিক্ষা পাইত। উচ্চ বিষয় সমূহের গূঢ়-তত্ত্বগুলি সহজ ভাষায় সুবোধ্যভাবে সকলেই লাভ করিতে লাগিল।

সোফিষ্টদিগের অধ্যাপনা-প্রণালী ও শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ।

এই নব্য শিক্ষক সম্প্রদায়কে বিদ্রূপ করিয়া য়্যারিষ্টফেনিস 'ক্লাউড্স্' নামক ব্যঙ্গকাব্যে তাঁহাদের সম্বন্ধে যে চিত্র দান করিয়াছেন তাহাতে ইহাঁদের অধ্যাপনা কার্য্য কিরূপভাবে চলিত তাহার আভাস পাওয়া যায়। ছাত্র ও শিক্ষকগণ পাতালের এক গৃহে অবরুদ্ধ, তিনি এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহারা সকলে দুর্ব্বল, শীর্ণকায় ও অপরিষ্কার। অর্থ ব্যয় করিয়া চুল কাটিবার অথবা স্নানাগারে যাইবার প্রবৃত্তি নাই। তাহারা সুরাপান ও জিম্নাসিয়াতে ভ্রমণ এবং কথোপকথনের বিরোধী। তাহাদের নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় নাই। দিবারাত্রি বহুবিধ গবেষণায় তাহারা নিমগ্ন। মৎস্য অথবা কীট কত ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত উল্লম্ফন করিতে পারে এই বিষয়ে তাহারা

পরীক্ষা করিতেছে। সমূদ্র নদী সমূহের জল কিরূপে ধারণ করিতেছে? কেন সময়ে সময়ে সমুদ্রের বন্যা হইয়া নদীকে ভাসাইয়া দেয় না? বজ্রপাত ও বিদ্যুতের প্রকৃত তত্ত্ব কি? প্রাকৃতিক বিষয়ে দেবতারা হস্তক্ষেপ করেন কি না? সূর্য্যের কিরূপ গতি?—এই সকল বিষয়ে আলোচনা হইতেছে। অথবা মানচিত্র হইতে গ্রীসের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ সমূহ প্রদর্শিত হইতেছে; এবং অপরিচিত দেশ সমূহ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞানলাভ হইতেছে। ছন্দ, স্বর, লয়, ব্যাকরণ সম্বন্ধেও শিক্ষা প্রদান করা হইতেছে। তর্ক ও অলঙ্কারশাস্ত্র শিক্ষার ফলে ছাত্রেরা গুরুজনের অবমাননা করিতে শিখিয়াছে, এবং পিতামাতাকে প্রহার করিতেও লজ্জা বোধ করে না। যাহাই করুক, প্রত্যেক আচরণই যুক্তি দ্বারা সমর্থন করা সম্ভব—তাঁহারা এই ধারণার বশবর্ত্তী।

উচ্চশিক্ষার ব্যয় সংস্থান।

পূর্ব্বের মত, নিম্ন শিক্ষার ন্যায় এই নূতন রকমের উচ্চশিক্ষাও পরিবারবর্গের নিজ নিজ স্বার্থের দ্বারা ব্যবস্থাপিত হইতে লাগিল। অভিভাবকেরা স্বীয় সন্তানদিগের যেরূপ শিক্ষালাভ ইচ্ছা করিতেন, পরিব্রাজক শিক্ষকগণ তদনুযায়ী শিক্ষাদান করিতেন। সরকার হইতে গৃহ প্রতিষ্ঠা অথবা অর্থ সাহায্য কিছুই হইত না। শিক্ষাগারের কোন স্থায়িত্ব ছিল না।

কোন গৃহ বা সম্পত্তি কিছুই ছিল না। শিক্ষকেরা নিজ গৃহে অথবা উদ্যানে, অথবা যে ধনী গৃহস্থের অতিথি হইয়া থাকিতেন তাঁহাদের গৃহে, অধ্যাপনা কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। কেলাইয়াস্ নামক এক ব্যক্তি সোফিষ্টদিগকে নিজ গৃহে স্থান দিতেন। সময়ে সময়ে দুই তিন জন সোফিষ্ট তাঁহার অতিথি হইয়া থাকিতেন, এবং তাঁহার ভবন সর্ব্বদা লোক-সমাকীর্ণ হইয়া থাকিত। অনেক সময়ে বিদ্যালয়ের কার্য্য চালাইবার জন্য গৃহ ভাড়া করিয়া লওয়া হইত। কোন কোন সোফিষ্ট জিমনাসিয়া প্রভৃতি লোক-সমাগমের স্থানে শিক্ষা দিতেন। এমন কি অনেক সময়ে রাজপথের উপরেই শিক্ষা দেওয়া হইত। কোন কোন সোফিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গৃহে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

সোফিষ্টদিগের আয়—পর্য্যটন ও বেতন গ্রহণ।

সোফিষ্টগণ জনসাধারণ হইতেও কোনরূপ সাহায্য পাইতেন না। সুতরাং ইহাঁদিগকে নগরে ঘুরিয়া উচ্চশিক্ষাপ্রার্থী ধনী ছাত্র সংগ্রহ করিতে হইত। ইহাঁরা কোথাও স্থির ভাবে থাকিতেন না। বিদ্যা দান ইহাঁদের ব্যবসায় ছিল বলিয়া স্থানে স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত। সুতরাং ছাত্রগণকে তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরিতে হইত, অথবা তাঁহাদের পুনরা-গমন প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হইত। আইস-ক্রেটীস্ গর্জিয়াসের নিকট শিক্ষালাভ করিবার জন্য

থেসালী প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন। প্রটেগোরাস, প্রডিকাস প্রভৃতি প্রথম পর্য্যটক সোফিষ্টগণ বিদ্যাদান করিয়া যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এইরূপ শিক্ষকের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাইতেছিল বেতনের হার ততই কমিয়াছিল।

তাঁহাদের বিদ্যাদানের পারিশ্রমিক কখনই অত্যধিক ছিল না। শিক্ষার শেষ হইয়া গেলে প্রটেগোরাস ছাত্রদের সামর্থ্য ও প্রবৃত্তি অনুসারে অর্থ গ্রহণ করিতেন। কেহ কেহ একই বিষয়ে আলোচনার তারতম্য অনুসারে মূল্য গ্রহণ করিতেন। এক এক শ্রেণীর শিক্ষার জন্য এক একরূপ বেতন ছিল। যাহারা স্থিরভাবে অধিক কালের জন্য প্রকৃত ছাত্রের ন্যায় শিক্ষালাভের ইচ্ছা প্রকাশ করিত, তাহাদিগকেই এইরূপ বেতন দিতে হইত। কিন্তু সাধারণ ব্যক্তিরা যে বিষয়ে ইচ্ছা প্রশ্ন করিতে পারিত এবং বিনামূল্যে বিশদ উত্তর পাইত।

নূতন শিক্ষার ফল।

ইহাঁরা সর্ব্ববিধ বিদ্যার আকর ছিলেন বলিয়া ইহাঁদের ছাত্রেরা নিজ নিজ প্রবৃত্তির অনুরূপ শিক্ষালাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কেহ কেহ ইহাঁদের নীতিবিষয়ক সমালোচনা শুনিয়া নীতিশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিল। কেহ কেহ ইহাঁদের নিকট ভাষায় উন্নতি লাভের শিক্ষা পাইয়াছিল। কেহ কেহ দর্শন ও বিজ্ঞানশাস্ত্রে অনুসন্ধিৎসু হইয়াছিল।

এক এক দিকে এক এক জনের বিবিদিষা জন্মিল। আবার কেহ কেহ কোন এক শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ না হইয়া সর্ব্বশাস্ত্রেই পল্লবগ্রাহী হইয়াছিল। সাধারণ ধীসম্পন্ন ছাত্রেরা এইরূপ অগভীর বিস্তৃত শিক্ষালাভ করিত। প্লেটো এইরূপ "অল্পাবিদ্যা ভয়ঙ্করী"র উপর বিরক্ত হইয়া সোফিষ্টদিগকে দোষ দিয়াছিলেন। কিন্তু ঈদৃশ শিক্ষার সাধারণ ফলে ন্যায়শাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, শব্দশাস্ত্র এবং নীতিশাস্ত্রের প্রতি ছাত্রদিগের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছিল। প্রধান ফল এই হইয়াছিল যে স্বাধীনভাবে সকল দিক পরীক্ষা না করিয়া কেহই কোন বিষয়ে বিচার করিত না।

সোফিষ্টদিগের কৃতী ছাত্রেরা পরবর্ত্তী যুগের নায়ক।

পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে এবং চতুর্থ শতাব্দীতে যাঁহারা উন্নত হইয়াছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই সর্ব্ব বিষয়ে বিজ্ঞ সোফিষ্টদিগের বক্তৃতায় উপকার লাভ করিয়াছিলেন। ইহাঁরাই পরবর্ত্তী যুগের ব্যক্তিগণের চরিত্রগঠনের কর্ত্তা। থুসিডিডিস য়্যানাক্সাগোরাসের বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন এবং য়্যাণ্টিফন ও গর্জিয়াসের নিকট ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। সক্রেটীস প্রডিকাসের বক্তৃতা শুনিতে ভালবাসিতেন এবং সকলকে শুনিতে পরামর্শ দিতেন। প্লেটো, ডিমস্থিনীস, ইস্কাইনীস, প্রভৃতি ব্যক্তিদিগের বাক্যবিন্যাস, লিখনপদ্ধতি ও রচনা কৌশল অনেক পরিমাণে ইহাঁদের দ্বারা গঠিত হইয়াছিল।

এই মানসিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন, এবং সার্ব্বজনীন চিন্তার আলোড়ন স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন কর্ম্মমূলক প্রজাতন্ত্রশাসনের অব্যবহিত ফল। রাষ্ট্রে ও সমাজে সকলেরই সমান অধিকার—সকলেই প্রশ্ন করে, তর্ক করে, বাদানুবাদ করে, কর্ত্তৃপক্ষীয় ব্যক্তিগণকে যুক্তি দ্বারা পরাস্ত করে। এদিকে বৈজ্ঞানিকেরা প্রকৃতিকে প্রশ্ন করিয়া নূতন নূতন তথ্য অবগত হইতে লাগিলেন। সুতরাং মানুষের মনের মধ্যে সংশয়, অবিশ্বাস, এবং যুক্তি, তর্ক ও প্রশ্ন করিবার প্রবৃত্তি স্থায়ী ঘর করিয়া বসিল। ইহজগতের সত্যগুলি যখন লোকে পরিবর্ত্তনশীল বুঝিতে পারিল, কোন বিষয়েই যখন কোন একজন বিজ্ঞ বা গুরুব্যক্তির আদেশ বা উপদেশ মানিয়া লইলে স্থির সত্যে উপনীত হইবার সম্ভাবনা নাই দেখিতে পাইল, তখন ক্রমশঃ ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিক বিষয়গুলিকেও অন্ধ শ্রদ্ধা এবং ভক্তির আশ্রয় হইতে টানিয়া আনিয়া প্রকাশ্যভাবে সকলের সম্মুখে যুক্তির দ্বারা বিচার করিতে আরম্ভ করিল।

সমাজে স্বাধীন চিন্তারপ্রবেশ—সংশয়বাদ।

বুদ্ধিশক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহাদের আচরণের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। প্রজাতন্ত্র শাসনের প্রথম আবির্ভাব হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের সমাজে ও ব্যক্তিগত জীবনে এই সংশয়বাদ, যুক্তিনির্ভরতা, ও পুরাতন প্রথাসমূহে

প্রজাতন্ত্রশাসন ও সংশয়বাদের ক্রমিক বিকাশ—

অন্ধবিশ্বাস-মূলক ধর্ম্মের আধিপত্য হইতে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের উদ্ধার।

অবিশ্বাস ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ইস্কীলস্ ও তাঁহার সমসাময়িক সমাজ এবং এমন কি হেরোডোটস্ ১২, হোমর, হীসিয়ড প্রভৃতি গ্রীকধর্ম্ম প্রকাশকগণকে ভক্তির সহিত দেখিয়াছিলেন। পরে সফক্লীস যখন ইস্কীলাসকে সাহিত্য যুদ্ধে পরাস্ত করেন তখন আর সেরূপ বালসুলভ বিশ্বাস নাই বটে, কিন্তু তখনও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিশেষ পুষ্টি হয় নাই, এজন্য জড় জগতের সত্যের প্রতি আস্থা বিশেষ্‌ভাবে জন্মিয়া নাস্তিকতার প্রাদুর্ভাব করে নাই।

কিন্তু যখন ইউরিপিডিস ১৩ তাঁহার প্রথম কাব্য প্রকাশ করেন তখন ইস্কীলাসের মৃত্যু হইয়াছে, এবং সফক্লীস গ্রীক সাহিত্যের সম্রাট। তিনিও গ্রীকগণের চিন্তা ও আদর্শের এক প্রস্রবণ ও মূল স্থান হোমারের দেবদেবী লইয়াই কাব্য রচনা করিলেন। কিন্তু তখন আর সেই 'অন্ধ' বিশ্বাস নাই; সোফিষ্টগণের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। জনসাধারণ অনেক দিন স্বাধীনভাবে চিন্তা ও কর্ম্ম করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। এক্ষণে কেবলমাত্র কবিতা ও পদ্যই ভাষার উৎকর্ষের চিহ্ন নহে। সুললিত গদ্য রচনা আরম্ভ হইয়াছে। বক্তৃতা, বিজ্ঞানালোচনা, প্রভৃতির ফলে ভাষার সৌষ্ঠব হইয়াছে। থুসিডিডিসের সময়ে গদ্য ওজস্বী ও সর্ব্বভাব প্রকাশক হইয়াছে।

দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ জড় জগতের ও মানব প্রকৃতির তত্ত্বগুলি ধর্ম্মের চোখে আবিষ্কার করিতে চেষ্টা না করিয়া স্থূল চোখে আবিষ্কার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। থুসিডিডিসের ইতিহাসে পুরাকাহিনীতে বিশ্বাসপ্রিয়তা নাই। যুক্তির সহিত সত্য বিশ্লেষণ করিয়া তিনি প্রকৃত ঐতিহাসিকের ন্যায় লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এখন য়্যানাক্সাগোরাস প্রধান বৈজ্ঞানিক।

স্থতরাং ইউরিপিডিসে নবভাব প্রবেশ করিয়াছে। তিনি দেবদেবীগণকে মানুষের মত সাধারণভাবে ব্যবহার করিতেছেন; এবং বিজ্ঞানের ভাষা, দর্শনের ভাব প্রয়োগ করিতেছেন। এই কারণে য়্যারিষ্টফেনিস পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে "ফ্রগ্‌স্" নামক কাব্যে ইস্কীলাস ও ইউরিপিডিসের দ্বন্দ্ব দেখাইয়া ইস্কীলাসকে পুরাতন ধর্ম্ম, পুরাতন নীতি, এবং এথেন্সের জাতীয় প্রতিষ্ঠান গুলির পৃষ্ঠপোষকভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, এবং ইউরিপিডিসকে তার্কিক, নাস্তিক ও, লোকচরিত্রের অনিষ্টকারক বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন।

সক্রেটীসের "অপবাদ-ন্যায়" ও নাস্তিকতা।

পেরিক্লীস যখন স্বরাজতন্ত্র ও প্রকৃতিপুঞ্জের স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠা করেন, থুসিডিডিস যখন যুক্তিমূলক প্রকৃত ইতিহাস আবিষ্কার করেন, ইউরিপিডিস যখন সাহিত্যে ব্যক্তিগত চিন্তা ও কর্ম্মের স্বাধীনতা এবং সংশয়বাদ প্রবর্ত্তন করেন, ঠিক সেই সময়ে প্লেটোর

শিক্ষাগুরু সক্রেটীস ১৪ এথেন্সের প্রথম নাস্তিক বা যুক্তিমার্গাবলম্বী সোফিষ্টদের পন্থা অবলম্বন করেন।

সোফিষ্টগণ ও সক্রেটীস।

বিদেশীয় সোফিষ্টগণের সহিত অনেক বিষয়েই তাঁহার মতভেদ ছিল বটে; তিনি তাঁহাদের মত বিদ্যা বিক্রয় করিতেন না অথবা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেন না। তিনি এথেন্সের মধ্যেই কোন একস্থানে একটী বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করেন নাই। কিন্তু সোফিষ্টগণের চিন্তাপ্রণালীর সহিত তাঁহার নিষ্কলঙ্ক আদর্শ-জীবনের চরিত্র-শক্তির যোগ সাধিত হইয়া এথিনীয় সমাজে এক অভিনব ভাব আনয়ন করিয়াছিল।

সক্রেটীসের বিদ্যালয় ও অধ্যাপনা-প্রণালী।

তিনি চিরপ্রচলিত প্রথাগুলিকে ভ্রান্ত প্রমাণ করিয়া ফিরিতেন। য়্যাগোরা অথবা জিমনাসিয়া প্রভৃতি স্থানে যেখানে যেখানে লোকসমাগম হয়, অথবা যেখানে কোন বিষয় লইয়া বাদানুবাদ হয়, সেইখানে উপস্থিত হইয়া তিনি বিচার্য্য বিষয়টীর বিশ্লেষণ করাইতেন; এবং আলোচনা করিতে করিতে কথোপকথনের মধ্য দিয়া স্বীকৃত সত্যের প্রতি আস্থা কমাইয়া দিতেন। সুতরাং তিনি নিজে সোফিষ্ট বা বিজ্ঞ বলিয়া পরিচয় না দিলেও কার্য্যতঃ এথিনীয়-দিগের বিশ্বাস টলাইয়া মানসিক বিক্ষোভ ও চাঞ্চল্য উৎপাদন করিয়াছিলেন।

তাঁহার নিঃস্বার্থভাব দেখিয়া যুবকগণ

বিমোহিত হইত। প্যালিষ্ট্রাতে দৌড়াদৌড়ি অথবা মল্লযুদ্ধ প্রভৃতি শারীরিক ব্যায়ামের অবকাশ সময়ে তাহারা তাঁহার কাছে আসিয়া সত্য, সৌন্দর্য্য ও কল্যাণ সম্বন্ধে আলোচনা শুনিতে আগ্রহান্বিত হইত। পরবর্ত্তী যুগের দার্শনিক সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠাতারা তাঁহার কথোপকথন শুনিয়া চিন্তামার্গে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিলেন। য়্যাল্‌সিবায়েডিস্‌ ১৫ ও ক্রিসিয়াস তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব করিয়া আলোচনা ও যুক্তির শক্তি লাভ করিয়াছিলেন।

তাঁহার শিক্ষণীয় বিষয়—নীতিশাস্ত্র।

কেবলমাত্র শিক্ষকগণের পরিচয় পাইলে অথবা শিক্ষণীয় বিষয়গুলির নাম শুনিলে পেরিক্লীস, ইউরিপিডিস ও সক্রেটীসের যুগের শিক্ষার অবস্থা সম্যক হৃদয়ঙ্গম হয় না। সেই কর্ম্মবহুল সমাজের চিন্তা ও কর্ম্মের আবর্ত্তের মধ্যে অবস্থিত হইয়া এথিনীয়েরা বিদ্যালয় হইতে অথবা পুস্তকের সাহায্যে অথবা শিক্ষকদের উপদেশে যে শিক্ষালাভ করিত তাহা সমগ্র সমাজশক্তির গূঢ় ও নিস্তব্ধ শিক্ষাদানের তুলনায় অতি অকিঞ্চিৎকরই বোধ হইত। বাস্তবিক পক্ষে কোন এক শিক্ষকের নিকট অথবা কোন এক বিদ্যালয়ের শিক্ষার ফলে কোন ব্যক্তি তাহার পূর্ণতা লাভ করে নাই।

এই যুগে শিক্ষা লাভের বিচিত্র উপকরণ সমূহ।

সেই যুগে চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া ও শুনিয়া, তর্ক করিয়া ও কর্ম্ম করিয়া, বুঝিয়া এবং

বুঝাইয়া, মানসিক বৃত্তিনিচয়কে সর্ব্বদা সজাগভাবে অনুশীলন করিয়াই লোকদিগের প্রধান শিক্ষা হইত। কোথাও বা বিখ্যাত সুনিপুণ শিল্পী, কর্ম্মকার ও চিত্রকরদিগের নির্ম্মিত অট্টালিকাসমূহ বিচিত্র কারু-কার্য্যের প্রতিভা দেখাইয়া চিত্ত আকৃষ্ট করিতেছে, কোথাও বা জীবিতপ্রায় দেবদেবীদিগের মূর্ত্তি হৃদয়ের সূক্ষ্মতম ভাব জাগরিত করিয়া স্বজাতির ইতিবৃত্ত ও ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিতেছে। য়্যাগোরা ভূমির রাজনৈতিক সমিতিতে উপস্থিত হইয়া স্বদেশের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে যাইয়াই কত প্রকারের শিক্ষা হইতেছে। সেখানে বিভিন্ন গুণসম্পন্ন বক্তাদের সমাবেশ হইয়াছে। তাঁহাদের বাক্‌চাতুর্য্য ও বাদানু-বাদ এবং স্বদেশবাৎসল্যপূর্ণ বক্তৃতাসমূহ শুনা যাইতেছে।

আবার, বাৎসরিক উৎসবসমূহের সময়ে নগর নানা জাতির, নানা সম্প্রদায়ের, নানা ব্যবসায়ীর এবং নানা ভাষাভাষীর কর্ম্মক্ষেত্র হইয়া পড়ে। দেশ-দেশান্তরের পণ্যজাত আসিয়া দেশ প্লাবিত করে। এদিকে রঙ্গমঞ্চে কবি ও নাটককারদিগের সাহিত্য-যুদ্ধ চলিতে থাকে। ক্রমান্বয়ে প্রতিযোগীরা নিজ নিজ নাটকের অভিনয় করিতেছেন। দর্শকমণ্ডলীর বিচিত্র মনোভাব জাগরিত হইতেছে। এক রঙ্গমঞ্চে বসিয়াই ধর্ম্মশিক্ষা, নীতিশিক্ষা, সাহিত্যশিক্ষা

আদর্শশিক্ষা, বীরত্বশিক্ষা প্রভৃতি যাবতীয় শিক্ষা লাভ হইতেছে। উপরন্তু, দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলী কেবলমাত্র ছাত্র নহে; তাহারা পরীক্ষক, বিচারক ও পুরস্কারদাতা।

রাস্তায়, ঘাটে, নদীর তীরে, সমুদ্রের কূলে, বাজারে, প্রান্তরে যেখানে যাও, সেই খানেই মনোবৃত্তি বিকাশের সুবিধা রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত, জিমনাসিয়া প্রভৃতি সাধারণের যাতায়াতের স্থানের মধ্যে কোথাও বা কোন সোফিষ্ট জলদগম্ভীরস্বরে বক্তৃতা করিতেছেন, কোথাও বা এক দার্শনিক মৃত্তিকার উপর অঙ্কন করিয়া গণিত শিক্ষা দিতেছেন, কোথাও বা কতকগুলি লোক এক সুপরিচিত তার্কিককে পরিবৃত করিয়া গভীরভাবে কথোপকথনে নিমগ্ন হইয়াছে।

নিম্ন শিক্ষার পরিবর্ত্তন।

যখন সোফিষ্টদিগের প্রভাবে উচ্চ শিক্ষার নূতন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইল, তখন সঙ্গীত বিদ্যালয়ের সাহিত্য শিক্ষা এবং প্যালিষ্ট্রার ব্যায়াম শিক্ষা ও এতদুপযোগী হইবার জন্য অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইল। হোমার, হীসিয়ড, স্যাফো প্রভৃতি কবিগণের গ্রন্থ শিক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গে ইস্কীলাস, সফক্লীস, ইউরিপিডিসের নাট্য সকল এবং গণিত ও ন্যায়শাস্ত্র নিম্ন শিক্ষালয়ের ছাত্রেরা শিক্ষা করিতে লাগিল। সুতরাং পেরিক্লীসের শিক্ষক ড্যামনের যত বিদ্যা ছিল, এখনকার শিক্ষাকার্য্য চালাইতে

হইলে তদপেক্ষা অধিক বিদ্যাবান শিক্ষকের প্রয়োজন হইল। কাজেইব্যায়ামের প্রতি মনোযোগ শিথিল হইয়া আসিল। সাহিত্য শিক্ষাই নিম্ন বিদ্যালয়েও প্রধান স্থান অধিকার করিতে লাগিল। য়্যাল্‌সিবায়েডিস সঙ্গীতে পারদর্শিতা লাভ করেন নাই এবং ইহাকে নিন্দাই করিতেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে অনেকে সঙ্গীত বিদ্যাকে তুচ্ছ করিতে লাগিল। ক্রমশঃ কণ্ঠ সঙ্গীত ও যন্ত্র সঙ্গীত বিদ্যালয় হইতে লোপ পাইয়াছিল। ফলকথা, এই যুগে স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় সকলেই নিজ নিজ চরমোন্নতির চেষ্টা করিত, এবং এজন্য অনেক সময়ে পুরাতন নিয়মাবলী ভঙ্গ করিতে কুণ্ঠিত হইত না। এই কারণে য়্যারিষ্টফেনিস, আইসক্রেটীস এবং প্লেটো সমসাময়িক সমাজের প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন।

সমরশিক্ষা।

পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের ন্যায় এই যুগেও অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে সকলকেই সরকারের অধীনস্থ সমর-বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া দুই বৎসরকাল সামরিক জীবনের অনুকূল কষ্ট স্বীকার করিতে হইত। এই সময়ে মানসিক শিক্ষা কিছুই হইতে পাইত না।

নারী ও দাস।

সমাজে সকলদিকে শিক্ষা এতদূর বিস্তৃত হইলেও নারীসমাজ এবং দাসসমাজের বিশেষ উন্নতি হয় নাই। পেরিক্লীসের চেষ্টায় কিঞ্চিৎ কার্য্য হইয়াছিল। কিন্তু সমাজে স্ত্রীশিক্ষার

বন্দোবস্ত হইতে পারে নাই; এবং দাসদাসীদিগের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইলেও রাজনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় নাই। এথেন্সে এই সময়ে ২৪,০০০ স্বাধীন নাগরিকদিগের সেবা করিবার জন্য ৪০,০০০ দাস বাস করিত।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের পরিশিষ্ট।

১। Thales—(খৃঃ পূঃ ৬৪০-৫৫০) এসিয়া মাইনারের মিলেটাস-নগরে জন্ম। সোলনের ন্যায় গ্রীসের বিখ্যাত সপ্ত পণ্ডিতের অন্যতম। ইউরোপের প্রথম বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক। ক্রীট, ফিনিসীয়া এবং মিসরদেশে বিদ্যার্থ অন্বেষণে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। গণিত, জ্যামিতি জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

৫৮৫ অব্দে যে সূর্য্যগ্রহণ হয় তাহার বিষয়ে তিনি পূর্ব্বেই গণনা দ্বারা অবগত হইয়াছিলেন। দেবতাদিগের খেয়াল অথবা সৎপ্রবৃত্তি দ্বারা জগতের ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রিত না হইয়া স্বাভাবিক এবং নিয়মিত স্মৃঙ্খলার দ্বারা পরিচালিত হয়—গ্রীকজগতে তিনিই প্রথম এই মত প্রচার করেন। নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীল জড়-জগতের মূল ভিত্তি ও স্থির সত্যসমূহ সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, জল হইতে সকল পদার্থ সৃষ্ট হইয়া জলেই আবার লীন হয়। তাঁহার পন্থা অবলম্বন করিয়া এই সম্বন্ধে য়্যানাক্সিমাণ্ডার এবং য়্যানাকসিমিনস মিলেটাসে গবেষণা করিয়া আইনিয় দার্শনিক মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

২। Pythagoras—(খৃঃ পূঃ ৫৮০-৫০০) এসিয়ামাইনরের

সমীপবর্ত্তী স্যামস্ (Samos) দ্বীপে জন্ম। জীবন সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছুই জানা যায় না। সম্ভবতঃ মিলেটাসের থেল্‌স্ ও য়্যান্যাক্‌সি-মাণ্ডারের (Anaximander) নিকট জড়বিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। বাল্যকালে শারীরিক ব্যায়াম ও সঙ্গীতবিদ্যায় গ্রীসের জাতীয় উৎসবে কীর্ত্তিমান্ হয়েন। গণিত, জ্যামিতি, জ্যোতিষ প্রভৃতি শিক্ষালাভের জন্য মিসরে গিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এসিরিয়া পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন। পরে স্বদেশে ফিরিয়া আসেন, কিন্তু রাজ-তন্ত্রশাসনের প্রতিষ্ঠায় মর্ম্মাহত হইয়া দেশত্যাগ করেন। গ্রীসের অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়া সম্মানপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং অবশেষে ইটালীর ক্রোটোনা (Crotona) নগরে একটী সম্প্রদায় বা সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া সেই স্থানের নৈতিক ও সমাজিক উন্নতি বিধান করেন।

তাঁহার ছাত্র ও শিষ্যগণকে অনেক কষ্ট স্বীকার এবং সংযম পালন করিতে হইত। ভারতবর্ষে বুদ্ধদেব এবং তাঁহার মতাবলম্বী ভিক্ষুগণ সমাজে যেরূপ স্থান অধিকার করিতেন পীথাগোরাস এবং তাঁহার শিষ্যবর্গ গ্রীকসমাজে সেইরূপ প্রতিপত্তি ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা জন্মান্তরবাদ প্রচার ও গণিতশাস্ত্রের উন্নতি করিয়াছিলেন, এবং চিকিৎসাশাস্ত্র ও শারীর বিদ্যা চর্চ্চা করিতেন। তাঁহাদের মতে সূর্য্যই সমস্ত বিশ্বের কেন্দ্র, এবং গ্রহতারা প্রভৃতি বিভিন্ন জগৎ সকল সামঞ্জস্য এবং শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া নিজ নিজ মার্গে চালিত হয়। সংখ্যা-বাদ প্রচার করিয়া তাঁহারা জড়জগতের গতি ও পরিবর্ত্তনের নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সংযম, শৌচ, সৎকর্ম্ম প্রভৃতি তাঁহাদের নীতিশাস্ত্রের মূল কথা।

রাজনৈতিক বিপ্লবে তাঁহাদের সম্প্রদায় এবং বিদ্যালয় ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ইটালী পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার শিষ্যবর্গ গ্রীসে আসিয়া বহুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার মত প্রচার করেন।

৩। Xenophanes—(খৃঃ পূঃ ৫৮০-৫০০) এসিয়া মাইনরের কলফন (Colophon) নগরে জন্ম। Anaximander ও Pythagorasএর সমসাময়িক। ইটালীর ইলিয়া (Elea) নগরে আসিয়া বসতি ও মত প্রচার করিয়াছিলেন।

তিনিই প্রথম হোমারীয় ধর্ম্ম ও দেবতত্ত্বের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে দেবগণকে মানুষের আকার, মানুষের প্রবৃত্তি এবং মানুষের বেশ প্রদান করা ভ্রমাত্মক। বহুদেবতা নাই, ভগবান্ এক, অসীম এবং নিষ্পাপ। মানুষের সসীম বুদ্ধি ও শক্তির বিষয়ে উল্লেখ করিয়া সকলকে নম্র ও নিরহঙ্কার হইতে উপদেশ দিতেন। তিনি চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, জলবায়ু প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত মত প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার কবিত্ব শক্তি ছিল। তিনি পদ্যে মত প্রকাশ করিতেন।

৪। Hippocrates—(খৃঃ পূঃ ৪৬০-৩৬১) এসিয়া মাইনরের কস (Cos) দ্বীপে জন্ম। বিখ্যাত চিকিৎসক। স্বদেশের মন্দির সমূহে খোদিত পূর্ব্ব পূর্ব্ব চিকিৎসকগণের চিকিৎসাবিবরণ পাঠ করিয়া যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। পিলপনীসিয় সমরের প্রথমভাগে এথেন্সের মহামারী হইতে অনেক লোকের প্রাণ বাঁচাইয়াছিলেন বলিয়া এথিনীয়গণ তাঁহাকে তাহাদের নাগরিকজীবনের অধিকার প্রদান করিয়াছিল। চিকিৎসাধীন রোগীদিগের রোগ ও শরীর সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তিনি এত বহুদর্শিতালাভ করিয়াছিলেন যে তাঁহার মত দেববাণীর ন্যায় আদৃত হইত। তিনি এত স্বদেশানুরক্ত ছিলেন যে পারস্যরাজ তাঁহাকে স্বীয় দরবারে নিমন্ত্রিত করিলে তিনি বলিয়াছিলেন যে তিনি বিদেশীয় ব্যক্তিগণের উপকারে প্রয়োগ করিবার জন্য বিদ্যালাভ করেন নাই।

৫। Anaxagoras—(খৃঃ পূঃ ৫০০—৪২৮) এসিয়ামাইনরের

ক্ল্যাজমিনি (Clazomenœ) নগরের সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম। ৪৬০ অব্দে এথেন্সে আসিয়াছিলেন।

পেরিক্লীস, ইউরিপিডিস, প্রোটেগোরাস প্রভৃতি ব্যক্তিগণ ইহাঁর শিষ্য অথবা বন্ধু ছিলেন। ইহাঁর শিক্ষার ফলে পেরিক্লীস বহু কুসংস্কার ও অদৃষ্টবাদ বর্জ্জন করেন।

ইনি জগতের সৃষ্টির ও গতির কারণ নির্দ্দেশ করিয়া "প্রকৃতি" নামক (On Nature) একখানি বৈজ্ঞানিক পুস্তক রচনা করেন। ইহাঁর মতে কোন পদার্থের সৃষ্টি অথবা লয় বলিয়া কোন অবস্থা নাই। সকল পদার্থই বিশ্বে আবহমানকাল বর্ত্তমান রহিয়াছে। তবে পূর্ব্বে একসময়ে সমগুণবিশিষ্ট এবং অসমগুণবিশিষ্ট অনুসমূহ বিশৃঙ্খলভাবে মিশ্রিত ও জড়িত ছিল। পরে এই সকল স্থূল ও জড় অণুগুলিকে শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য দান করিবার জন্য চিত্ত অণুর উদ্ভব হইল। ইহার ফলে জগত কতকগুলি অন্ধ শক্তির ক্রীড়াভূমি না হইয়া, অথবা দেবগণের ঈর্ষা, দ্বেষ, বা প্রেম ও সহানুভূতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইয়া এক সৌসাদৃশ্যযুক্ত সূক্ষ্ম চিন্তাশক্তির দ্বারা পরিচালিত হইতেছে।

তাঁহার এতাদৃশ গবেষণায় এথেন্সের ধর্ম্মের অনিষ্ট হইয়াছে বলিয়া তিনি অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু পেরিক্লীসের প্রভাবে প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইয়া এথেন্স পরিত্যাগ করেন।

৬। Sophocles—(খৃঃ পূঃ ৪৯৫—৪০৬) মারাথনের যুদ্ধের ৫ বৎসর পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করিয়া এথেন্সের রাজনৈতিক জীবনের ক্রমিক উন্নতি দেখিতে পাইয়াছিলেন। এথিনীয় সাম্রাজ্য ধ্বংসের ১০ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। বয়সে ইস্কীলাস অপেক্ষা অনেক ছোট এবং ইউরিপিডিস অপেক্ষা অল্প বড়। অনেকবার সেনাপতির কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এবং পেরীক্লীসের সঙ্গে দুই এক যুদ্ধের প্রধান নায়ক ছিলেন।

তাঁহার প্রধান যশ সাহিত্যক্ষেত্রে। ২৭ বৎসর বয়সে সাইরাস (Scyros) দ্বীপ জয়োপলক্ষে যে নাটক রচনা করিয়াছিলেন তাহার দ্বারা নাটকগুরু ইস্কীলাসকে পরাস্ত করেন। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া বহু সংখ্যক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন; এবং সর্ব্বসমেত ২০ বার প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। তন্মধ্যে ৭টি মাত্র বর্ত্তমান আছে।

ইস্কীলাস যেরূপ ধর্ম্মপ্রচার এবং স্বদেশহিতৈষণা শিক্ষা দিবার জন্য কবিত্ব শক্তির প্রয়োগ করিয়াছিলেন, ইনি সেরূপ করেন নাই। ইহাঁর হাতে নাটক ধর্ম্মগ্রন্থের রূপ পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ বিদ্যা বা সাহিত্যের ভাব গ্রহণ করিয়াছে। মানুষের কর্ম্ম ও চিন্তা, রাগ, দ্বেষ, ঈর্ষা, অহঙ্কার প্রভৃতি প্রবৃত্তি নিচয় তাঁহার কাব্য সমূহের বিষয়। প্রকৃত রক্ত মাংসযুক্ত শরীরী মানুষের চরিত্র বিশ্লেষণ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। সনাতন ধর্ম্ম ও সমাজের বিরুদ্ধে তিনি দণ্ডায়মান হয়েন নাই বটে, তবে সমসাময়িক স্বাধীন চিন্তার চিহ্ন তাঁহার কাব্যে লক্ষিত হয়। য়্যাণ্টিগণ (Antigone) নামক নাটকে তিনি সমাজ ও রাষ্ট্রের সহিত ব্যক্তির সম্বন্ধ আলোচনা করিতে যাইয়া দেখাইয়াছেন যে অনেক সময়ে ব্যক্তিত্ব রক্ষা করিবার জন্য সমাজের আদেশ ভঙ্গ করা যাইতে পারে। তিনি তিনটি এবং সময়ে সময়ে চারিটি অভিনেতা বা বক্তার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ইস্কীলাসের ন্যায় তিন বা চারি খণ্ডে সম্পূর্ণ কাব্য (trilogy, tetralogy) না লিখিয়া আধুনিক কবিগণের ন্যায় একখণ্ডেই সমাপ্ত জটিলতাপূর্ণ নাটকের প্রচলন করেন।

৭। Phidias—(খৃঃ পূঃ ৪৯০—৪৩২) এথেন্সের বিখ্যাত স্থপতি। প্রথমে চিত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং চিত্রবিদ্যায় নৈপুন্য দেখাইয়াছিলেন। পারসীক যুদ্ধের জয়লাভের পর যখন কাইমন (Kimon) এথিনীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন সেই সময়ে ইনি এথেন্স নগরের পুরাতন অট্টালিকা সমূহ পুনরায় নির্ম্মাণ করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

ইনি পেরিক্লীসের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এবং তাঁহার রাজত্বকালে রাজ্যের কলাবিদ্যা বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হয়েন। তাঁহার অধীনে সেই সময়ের বিখ্যাত চিত্রকর, স্থপতি, কর্ম্মকার, স্বর্ণকার ও সূত্রধর কর্ম্ম করিয়া নগরের দেবমন্দির, সাধারণ অট্টালিকা, প্রস্তর ও মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া নগরের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিল। ইনি স্বয়ং দুই একটি প্রস্তর ও স্বর্ণমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইউ-রোপীয় পণ্ডিতগণের মতে ইহাঁর স্থাপত্য কার্য্য সমূহ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সম্পূর্ণরূপে নিখুঁত। মাইকেল য্যাঞ্জেলো এবং রেফেল ও ইহাঁর ন্যায় ভাব প্রকাশে নিপুণ নহেন। ইনি এথেন্সের প্রধান দেবীর অস্ত্রে নিজের এবং পেরিক্লীসের মূর্ত্তি অঙ্কন করিয়াছিলেন বলিয়া এথেন্স হইতে নির্ব্বাসিত হয়েন।

৮। Pericles—খৃঃ পূঃ ৪৯৫-৪২৯ ক্রমাগত চল্লিশ বৎসর এথেন্স নগরের প্রধান কর্ম্মচারী। তিনি রাজ্যের সর্ব্ববিধ উন্নতিসাধক এবং প্রজারঞ্জক ছিলেন। প্রকৃতিপুঞ্জের স্বায়ত্তশাসনে সম্পূর্ণতা দান করিবার জন্য তিনি সম্ভ্রান্তবংশীয়গণের অধিকার খর্ব্ব করেন। যাহাতে উপযুক্ত ব্যক্তিমাত্রই বংশনির্ব্বিশেষে রাজকর্ম্মে অধিকার প্রাপ্ত হয় তজ্জন্য বিচারক এবং রাষ্ট্রসমিতির কর্ম্মচারিগণকে বেতন দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

এথেন্সনগরের নেতৃত্বে পারস্যরাজের বিরুদ্ধে সমবেত স্বাধীন গ্রীকরাজ্য সমূহকে ক্রমশঃ এথিনীয় সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত করিয়াছিলেন। এথেন্স নগরের শ্রীবৃদ্ধির জন্য রাজকোষ হইতে প্রভূত অর্থব্যয় করেন। গ্রীকগণ স্পার্টার সহিত যুক্ত হইয়া তাঁহার সাম্রাজ্য ও বশীকরণনীতির বিরুদ্ধে সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

স্বয়ং সুবক্তা ছিলেন, এবং বৈজ্ঞানিক য্যান্যাক্সাগোরাস ও সোফিষ্ট প্রটেগোরাসের সহিত বন্ধুত্ব ছিল। তিনি দাসগণের আর্থিক উন্নতি বিধান

করিয়াছিলেন। স্ত্রীজাতির সামাজিক স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করেন। পিলপনিসীয় যুদ্ধের তৃতীয় বৎসরে মহামারীতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

৯। Protagoras—থ্রেস প্রদেশে (Thrace) জন্ম (খৃঃ পূঃ ৪৮০)। সর্ব্ববিখ্যাত সোফিষ্ট। খৃঃ পূঃ ৪৪০ হইতে ৪১১ পর্য্যন্ত বিশেষ প্রতিপত্তির সহিত শিক্ষা দান করিয়া বেড়াইতেন। তিনিই প্রথম বিদ্যাদানের জন্য বেতন গ্রহন করেন। ইনি বক্তৃতা দ্বারা ব্যাকরণ ও ন্যায় শাস্ত্রের আলোচনা প্রবর্ত্তিত ও উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

নীতি শিক্ষা প্রদান করাই তাঁহার প্রধান কার্য্য ছিল। তিনি বলিতেন যে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বতন্ত্র মানসিক বৃত্তি নিচয়ের উপর বাস্তব জগতের অস্তিত্ব এবং সত্তা নির্ভর করে। সুতরাং সত্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির পক্ষে বিভিন্ন রকমের। কাজে কাজেই যে যে প্রথা আবহমানকাল চলিয়া আসিয়াছে অথবা যে যে বিষয় প্রচলিত সত্য বলিয়া অবাধে গৃহীত হয় সকল স্থলেই প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীনভাবে তর্ক করিয়া পরিবর্ত্তন এবং স্বীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে চেষ্টা করিবার অধিকার আছে।

সমসাময়িক এথেন্সের সমাজে স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন চিন্তামূলক এই মতবাদ প্রতিফলিত হইয়াছিল। তিনি একখানি পুস্তকে ভগবানের অনস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছিলেন। ইহার যথেষ্ট আদর ও বিক্রয় হইয়াছিল। কিন্তু সাধারণ লোকেরা ইহাঁকে নাস্তিক বলিয়া নির্ব্বাসন করিল এবং সরকার হইতে ইহাঁর পুস্তকগুলি অগ্নিসাৎ করা হইয়াছিল।

এথেন্স হইতে সিসিলিতে উপস্থিত হয়েন এবং এই স্থানেও বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেন। ইহাঁর চরিত্রের কোন দোষ ছিল না।

১০। Gorgias—সীসিলির লিয়ণ্টিনি (Leontini) নগরে জন্ম (খৃঃ পূঃ ৫০০)। প্রায় একশত বৎসর জীবিত ছিলেন। স্বদেশের রাজকর্ম্মোপলক্ষে এথেন্সে প্রেরিত হইয়াছিলেন। (খৃঃ পূঃ ৪২৭)। এখানে

সরকারী কার্য্য শেষ হওয়ার পরে প্রোটেগোরাসের ন্যায় পর্য্যটনকারী বিদ্যাবিক্রেতার ব্যবসায় গ্রহণ করেন।

দর্শন, নীতি, ধর্ম্মশাস্ত্র অপেক্ষা ইনি ভাষায়ই বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইহাঁর অলঙ্কার ও কবিত্বপূর্ণ বাগাড়ম্বর ও শব্দচাতুর্য্য-যুক্ত বক্তৃতার দ্বারা গ্রীকভাষার যথেষ্ট পুষ্টি সাধিত হইয়াছিল। ইহাঁকে গ্রীক গদ্য সাহিত্যের একজন স্রষ্টা বলা যাইতে পারে।

প্রটেগোরাসের ন্যায় ইনিও চিন্তাপ্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ন্যায়শাস্ত্রের প্রবর্ত্তন করেন। রাজনৈতিক বিষয়ই ইহাঁর বক্তৃতার আলোচ্য বিষয় ছিল।

১১। Prodicus—সীয়স (Ceos) দ্বীপে জন্ম। সরকারী কার্য্যে এথেন্সে আসিয়াছিলেন। ন্যায়শাস্ত্র, ব্যাকরণ, ভাষা, রচনাপ্রণালী এবং স্বাধীন চিন্তা শিক্ষা দিয়া বেড়াইতেন বলিয়া সোফিষ্ট নামে অভিহিত হইতেন। কিন্তু নীতিশাস্ত্র যেমন প্রেটেগোরাসের আলোচনার বিশেষ বিষয় ছিল, এবং রাজনীতি ও অলঙ্কার শাস্ত্র গর্জিয়াসের বিশেষ আলোচ্য বিষয় ছিল, তেমনি ব্যাকরণ ও অভিধান শিক্ষা দিয়াই তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ইউরিপিডিস, আইসক্রেটীস, সক্রেটীস প্রভৃতি ইহাঁর ছাত্র ছিলেন।

১২। Herodotus—(খৃঃ পূঃ ৪৮৫—৪০০) এসিয়ামাইনরের হেলিকার্ণেসাস নগরে (Halicarnassus) জন্ম। বহুদেশ ভ্রমণ করিয়া সমাজ, লোকচরিত্র, ও প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। গ্রীস এবং এসিয়ামাইনরের প্রত্যেক স্থান এবং মিসর ও এমন কি সীথিয়া প্রদেশেও গমন করিয়াছিলেন। ভ্রমণের দ্বারা বিদ্যালাভের পর গৃহে আসিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করেন।

সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিতে না পারিয়া এথেন্সে আসিয়া বহুকাল বাস করেন। এখানে নাগরিকের অধিকার প্রাপ্ত হয়েন নাই।

গদ্যসাহিত্যে প্রথম লেখকগণের অন্যতম এবং ইতিহাসশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক বলিয়া খ্যাত। গ্রীক ও পারসীকদিগের সমর ইহাঁর ইতিহাসের আলোচ্য বিষয়। এই ব্যাপারে বহুজাতির সমাবেশ এবং অনেক ঘটনা-বৈচিত্র্যের অবতারণা হইয়াছিল।

বহুস্থানে পর্য্যটন করিয়া এবং লোকমুখে বিবরণ ও প্রবাদ শুনিয়া যাহা যাহা অবগত হইয়াছিলেন সকল বিষয়ই কবিসুলভ ও কল্পনাময়ী ভাষায় বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাঁর রচনায় গল্প, উপন্যাস এবং কাহিনীর মধুরতা ও সরলতা দৃষ্ট হয়। দেশ, জাতি, ঘটনা—সকল বিষয়ে বিশ্বাস্য, অবিশ্বাস্য, অথবা অলীক কোন বিবরণই পরিত্যাগ করেন নাই। রাষ্ট্রবিজ্ঞান অথবা সমাজনীতির কার্য্যকারণ সম্বন্ধ ইহাঁর ইতিহাসে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কথিত আছে, ইনি গ্রীসের জাতীয় উৎসবে ইহাঁর ইতিহাস আবৃত্তি করিয়াছিলেন।

১৩। Euripides—(খৃঃ পূঃ ৪৮০—৪০৬) সালামিস দ্বীপে জন্ম। ইহাঁর জনক জননীগণ পারস্য রাজের আক্রমণে এথেন্স হইতে পলাইয়া আসিয়া এখানে আশ্রয় লইয়াছিলেন।

গ্রীক জগতের অন্যান্য বিখ্যাত ব্যক্তিগণের ন্যায় রাজনৈতিক কর্ম্ম-ক্ষেত্রে ইহাঁর বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল না। সোফিষ্ট প্রডিকাসের নিকট ভাষা, য়্যানাক্‌সাগোরাসের নিকট বিজ্ঞান, এবং সক্রেটীসের নিকট নীতি-শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন; এবং ছাত্রের ন্যায় নিজ পুস্তকাগারে শান্তির সহিত বিদ্যালোচনায় চিরজীবন কাটাইয়াছিলেন।

সফক্লীসের সহিত তাঁহার ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। তিনি সর্ব্ব-সমেত ৭৫টি কাব্য রচনা করেন; তন্মধ্যে ১৮টী বর্ত্তমান আছে।

ইনি ইস্কীলাসের ন্যায় সমগ্র গ্রীকসমাজের ধর্ম্মজীবনের আদর্শ, অথবা সফক্লীসের ন্যায় এথিনীয় সমাজের মানবচরিত্র লইয়া নাটক রচনা করেন নাই। ইহাঁর নাটক সমূহে মানবজাতির আকাঙ্খা, সমগ্র মানবসমাজের

জটিল সমস্যাসমূহ আলোচিত হইয়াছে। ইনি গ্রীকগণের দেবতত্ত্বেই আবদ্ধ নহেন; এবং সনাতন সমাজ, ধর্ম্ম, প্রথা বা লিখনপ্রণালীর অনুরক্ত ছিলেন না। তাঁহার কাব্যের নায়কনায়িকাগণ সাধারণ প্রচলিত ভাষায় গদ্যে কথোপকথন করে। তিনি কোরাস্‌কে এত নিম্নে স্থান দিয়াছেন যে ইহা পরিত্যাগ করিলেও ইহাঁর নাট্যের কোন অঙ্গহানি হয় না। অনেক সময়ে কাব্যের নিয়ম ভঙ্গ করিয়া সমাজ, ধর্ম্ম, রাষ্ট্র প্রভৃতি বিষয়ে দার্শনিক গবেষণা, যুক্তি, অলঙ্কারযুক্ত বক্তৃতা সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

ইনি এথিনীয় প্রজাতন্ত্রশাসনের পক্ষপাতী ছিলেন, এবং সকল বিষয়েই প্রত্যেকের স্বাধীনভাবে ব্যক্তিত্ব বিকাশের চেষ্টায় উৎসাহ প্রদান করিতেন।

তাঁহার রচিত গীত সকল এবং ভাবসমূহ সমাজে যথেষ্ট আদৃত হইয়াছিল বটে, কিন্তু অনেক সময়ে নব্য সম্প্রদায়ের নেতা, সুতরাং সমাজের অনিষ্টকারক বলিয়া বিদ্রূপ ও উৎপীড়ন ভোগ করিয়াছিলেন। এইজন্য এথেন্স পরিত্যাগ করিয়া ম্যাসিডনিয়া প্রদেশে শেষ জীবন অতিবাহিত করেন।

১৪। Socrates—(খৃঃ পূঃ ৪৬৯—৩৯৯) এথেন্সের এক দরিদ্র বংশে জন্ম। প্রথম জীবনে পিতার সহিত স্থাপত্য কর্ম্ম করিতেন। পিলপনিসীয় সমরে কয়েকবার সাহস ও ধীরতার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কথিত আছে দুই যুদ্ধে জেনোফন এবং য়্যাল্‌সিবায়েডিসের প্রাণ রক্ষা করেন। কিছুকালের জন্য রাষ্ট্রীয় সমিতিতেও কর্ম্ম করিয়াছিলেন।

কিন্তু ইনি তাঁহার বিশেষ চিন্তাপদ্ধতি, দর্শনবাদ এবং আদর্শ চরিত্রের জন্য খ্যাত। কোন পুস্তক রচনা করেন নাই। জেনোফন এবং প্লেটোর পুস্তক সমূহে তাঁহার আলোচনা, পরামর্শ, ও কথোপকথন যথাযথভাবে বর্ণিত রহিয়াছে।

য়্যানাক্সাগোরাসের নিকট এবং সোফিষ্টগণের বক্তৃতা শুনিয়া শিক্ষা-লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎকালীন দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণের পন্থা অবলম্বন করিয়া পদার্থবিজ্ঞানের চর্চ্চা করিতেন না।

মানুষের দৈনন্দিন কর্ত্তব্য, চরিত্র গঠন প্রভৃতি নৈতিক বিষয় ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। তিনিই গ্রীক জগতে প্রকৃত নীতি-বিজ্ঞানের প্রবর্ত্তক। চরিত্রের উন্নতি সাধনই তাঁহার আলোচনার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে স্বাধীনভাবে আলোচনা করিবার শক্তি ও প্রবৃত্তি জাগরিত করিয়া সমাজ, ধর্ম্ম, ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে উপদেশ দিতেন।

ডেল্‌ফির দেবতা তাঁহাকে সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া-ছিল; কিন্তু তিনি নিরহঙ্কার ও নম্রভাবে বলিতেন যে তাঁহার বিশেষত্ব এই যে তিনি নিজের অজ্ঞতা সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবগত ছিলেন।

তথাপি তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হইল। এই সময়ে নিজকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার সুযোগ পায়েন। কিন্তু ধীরতা ও সহিষ্ণুতার সহিত বিচারকগণকে বলিলেন যে তিনি চির জীবন স্বদেশের হিতসাধনে রত ছিলেন, এবং বাঁচিয়া থাকিলে পুনরায় তাহাই করিবেন; নিজের জন্য তিনি কিছুই চিন্তিত নহেন। তাঁহার প্রাণদণ্ড হইল। অম্লানবদনে সংযতভাবে কারাগারে বাস করিবার সময়ে আত্মার অমরতা, পরিণামে ন্যায় ও ধর্ম্মের জয়, প্রভৃতি বিষয়ে গল্প করিতে করিতে বিষপান করিলেন।

তাঁহার শিক্ষার ফলে প্রায় দশটি বিভিন্ন মতাবলম্বী দার্শনিক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্লেটো, য়্যারিষ্টিপাস, ইউক্লিডিস প্রভৃতি দার্শনিকেরা তাঁহার ভক্ত ছিলেন।

১৫। Alcibiades—(খৃঃ পূঃ ৪৫০—৪০৪) মিল্‌টিয়াডিসের পর থেমিষ্টক্লীস যেমন এথেন্সের সর্ব্বপ্রধান রাজনীতিক ও যোদ্ধা

হইয়াছিলেন, তেমনি পেরিক্লীসের পর ইনি রাজনৈতিক কর্ম্মক্ষেত্রে প্রধান স্থান অধিকার করেন। বহুগুণসম্পন্ন এবং সুদক্ষ কর্ম্মচারী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার নৈতিক চরিত্রের অসম্পূর্ণতা ছিল। সক্রেটীসের সহিত বন্ধুত্বের ফলে তাঁহার উদ্দাম স্বভাব কিছু নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। বাল্যকাল হইতেই রাজকর্ম্মে এবং যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন; এবং বক্তৃতা ও সাধারণের হিতের জন্য অর্থ ব্যয় করিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। সীসিলির অন্তর্গত সাইরাকুস নগরের বিরুদ্ধে এথেন্সকে উত্তেজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই যুদ্ধে সেনাপতির পদে নিযুক্ত হইয়া সিসিলিতে উপস্থিত হয়েন।

কিন্তু গৃহে বিরুদ্ধ পক্ষ তাঁহার নামে অতি গর্হিত দেবাবমাননা অপরাধ প্রচার করে। ইহাতে তাঁহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয়। সুতরাং তিনি সিসিলি হইতে এথেন্সের শত্রু স্পার্টায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং স্পার্টাবাসিগণকে এথেন্সের বিরুদ্ধে সিসিলিতে উপযুক্ত সাহায্য পাঠাইতে উপদেশ দিয়াছিলেন।

শীঘ্রই তাহাদের কোপ দৃষ্টিতে পতিত হইয়া এসিয়ামাইনারে উপস্থিত হইতে বাধ্য হয়েন; এবং উপনিবেশ সমূহকে এথেন্সের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইতে উৎসাহিত করিলেন। পরে পারস্য সেনাপতি টিসাফার্নিসের (Tissaphernes) আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বিলাসসুখে জীবন যাপন করেন। অবশেষে স্যামস্ (Samos) দ্বীপবাসিগণের সাহায্যে এথেন্সে রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটাইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এই সময় হইতে স্বদেশের হিত সাধনে রত থাকিয়া এসিয়াতে এথেন্সের সাম্রাজ্য বিস্তারে সাহায্য করিয়াছিলেন। ইহাতে স্বদেশীয়গণের এত প্রিয়পাত্র হইয়া পড়িলেন যে, সকলে তাঁহাকে রাজোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিল। কিন্তু অস্থিরমতি এথিনীয়েরা অল্পকালের

মধ্যেই তাঁহার উপর পুনরায় বিরক্ত হইয়া উঠিল; এবং সামান্য এক যুদ্ধে পরাজয়ের জন্য তাঁহাকে দোষী সাব্যস্থ করিল।

. য়্যাল্সিবায়েডিস আত্মরক্ষার জন্য পারস্যরাজের অধীনতা স্বীকার করিলেন। এদিকে তাঁহার অনুপস্থিতিতে স্পার্টাবাসীরা একে একে এথেন্সের সাম্রাজ্য, স্বাধীনতা এবং নগর ধ্বংস করিল। কিন্তু তিনি বাঁচিয়া থাকিলে পুনরায় এথিনীয়দিগকে সাহায্য করিতে পারেন এই ভাবিয়া তাহারা পারস্য সেনাপতির দ্বারা তাঁহাকে হত্যা করাইয়াছিল।

পৃঃ ৯৬ পং ১৬। Antiphon—(খৃ পূঃ ৪৮০—১১) কবি ও বক্তা। পেরিক্লীসের মৃত্যুর পর যখন য়্যালসিবায়েডিস্ এথিনীয় রাজ্যের এক প্রকার হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা হইয়া পড়িয়াছিলেন সেই সময়ে ইনি প্রজাতন্ত্রের বিরোধী দল গঠন করিয়া রাজনৈতিক বিপ্লবে সাহায্য করেন।

তিনি কতকগুলি অতি লোমহর্ষক মোকদ্দমার নিস্পত্তির জন্য বক্তৃতা রচনা করিয়াছিলেন। য়্যাল্সিবায়েডিসের বিরুদ্ধে দেবাবমাননার যে অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছিল তাহাতে তিনি লিপ্ত ছিলেন এবং স্বীয় দোষ স্বীকার করিয়াছিলেন।

পৃঃ ৯৯ পং ১২। Aristophanes—(খৃঃ পূঃ ৪৪৪—৩৮০) এথেন্সের বিখ্যাত ব্যঙ্গকাব্য প্রণেতা এবং বিদ্রূপমূলক ও হাস্যোদ্দীপক নাটক রচয়িতা। সক্রেটীস, ডিমস্থিনীস, ও ইউরিপিডিস প্রভৃতি ব্যক্তিগণের সমসাময়িক। প্রজাতন্ত্রশাসনের বিরোধী ছিলেন এবং পিলপনিসীয় সমরের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন।

তৎকালীন সমাজের দোষ ও অবনতি প্রদর্শন করাই তাঁহার কাব্যের উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার কল্পনা, ভাষা-প্রয়োগ, রসজ্ঞান, এবং গীত প্রভৃতির জন্য তিনি একবার প্রকাশ্য সভায় পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ধর্ম্মতত্ব ও সমাজ চরিত্র বর্ণনায় এবং লোকনিন্দা ও দেবনিন্দায় অসংযত ও উচ্ছৃঙ্খলভাব প্রকাশ করিতেন; এবং রাষ্ট্রনীতি সমালোচনা

করিতে যাইয়া রাষ্ট্রীয় কর্ম্মিগণের যৎপরোনাস্তি অবমাননা করেন। এজন্য তাঁহারই নাটক সমূহকে লক্ষ্য করিয়া য়্যাল্‌সিবায়েডিস কাব্যে জীবিত ব্যক্তিগণের সমালোচনা আইন দ্বারা বন্ধ করিয়াছিলেন।

সর্ব্বসমেত ৭৫টি নাটক রচনা করেন, তন্মধ্যে ১১টি বর্ত্তমান আছে। ইনি সোফিষ্টগণকে নিন্দা করিতে যাইয়া সক্রেটীসকেও তিরস্কার করিয়াছেন। তিনি সমাজে প্রবিষ্ট নূতন চিন্তা ও কর্ম্ম প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া পুরাতন প্রথায় ও সনাতন রীতিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সকলকে উপদেশ দিতেন।

সপ্তম অধ্যায়।

এথেন্সের শিক্ষাপদ্ধতি—তৃতীয় যুগঃ বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ।

এথিনীয় সমাজের তৃতীয় অবস্থা (খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দী) রাজনৈতিক অবসান।

চতুর্থ শতাব্দীতে এথেন্সের রাজনৈতিক ক্ষমতার হ্রাস হইয়াছে। ক্ষণকালের জন্য স্পার্টা ও থীব্‌স্ গ্রীক জগতে অভ্যুদয় লাভ করিল; এবং পরে সমস্ত গ্রীকগণের স্বাধীনতা ম্যাসিডনীয় রাজ্যের আয়ত্তে আসিল। ম্যাসিডনীয় সাম্রাজ্য স্থাপিত হইল।

কিছু পূর্ব্ব হইতেই প্রজাতন্ত্রশাসনের কুফল ফলিতে আরম্ভ হইয়া জাতীয় নৈতিক চরিত্রের অবনতি হইতেছিল। থুসিডিডিস ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন; এবং য়্যারিষ্টফেনিসেরও প্রতি কথায়

ইহার প্রতি কটাক্ষপাত অবগত হওয়া যায়। এই অবনতি লক্ষ্য করিয়া প্রজা সাধারণকে অধিকার প্রদানের পৃষ্ঠপোষক এমন কি ডিমস্থিনিস১ও আক্ষেপ করিয়াছিলেন। • তিনি অনেকবার বলিয়াছিলেন—"পূর্ব্বকালে প্রকৃতিপুঞ্জ সাহসী বীরগণের মত কার্য্য করিত বলিয়া রাজপুরুষদিগকে তাহারা আয়ত্তে রাখিতে পারিত; সমাজের সাধারণ স্বার্থের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল বলিয়া কর্ম্মচারিগণের দ্বারা মঙ্গলকর অনুষ্ঠান সম্পাদন করাইয়া লইত। এখন জনসাধারণ স্বার্থলোভী হইয়াছে, রাষ্ট্রীয় উন্নতিতে ইহারা উদাসীন। রাজপুরুষগণই এখন ইহাদিগকে পরিচালিত করিতেছেন; এবং যথেচ্ছভাবে সাধারণ-সম্পত্তি ব্যবহার করিতেছেন। ইহাঁদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া সৎপথে চালিত করিতে পারে এরূপ কর্ত্তব্যবোধশক্তি দেশ হইতে লোপ পাইয়াছে। আজকাল বক্তা এবং রাজনৈতিক নেতৃবর্গ নিজ নিজ অর্থলাভ এবং প্রতিপত্তির জন্য লালায়িত। সমাজে স্বদেশপ্রেম আর নাই।"

স্বদেশ প্রেমের লোপ।

এইযুগে এথেন্স রাজনৈতিক জীবনের অন্তিম দশায় উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া নাগরিকদিগকে বক্তৃতার দ্বারা স্বদেশের স্বার্থের প্রতি মনোযোগী করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। এইজন্য বাগ্মিতাই এই সময়ের নেতৃবর্গের প্রধান লক্ষণ হইয়া পড়িয়াছিল।

রাজনৈতিক জগতে বাগ্মিগণেরপ্রাধান্য।

প্রথম যুগে যখন মিল্টিয়াডিস, থেমিষ্টক্লীস, য়্যারিষ্টাইডিস প্রভৃতি ব্যক্তিগণ স্বদেশের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন তখন তাঁহাদিগকে রাষ্ট্রনীতি এবং রাজনৈতিক বক্তৃতা শিক্ষা করিতে হয় নাই। তাঁহারা স্বয়ং যোদ্ধা ও সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন এবং রাজনৈতিক বিভাগ অপেক্ষা সেনা ও সমর বিভাগের কার্য্যই বেশী বুঝিতেন। আর, বস্তুতঃ, সেই সময়ে রাজনৈতিক পাণ্ডিত্য সামরিক পাণ্ডিত্যের অধীনে স্থান পাইত।

পরে পেরিক্লীস যখন শান্তির সহিত আভ্যন্তরিক উন্নতি সাধন করিতেছিলেন তখন যুদ্ধের প্রয়োজন ছিল না। তিনি রাষ্ট্রনীতি এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন এবং সেনাপতিগণকে ও সমরবিভাগকে রাষ্ট্রনৈতিক বিভাগের অধীনে স্থান দিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে সর্ব্ববিধ বিদ্যা, বিশেষতঃ বক্তৃতাশক্তি, উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। কিন্তু এই বাগ্মিতা রাষ্ট্রকর্ম্মে সহায়তা এবং সুপরিচালিত রাষ্ট্রে বুদ্ধিমত্তার সহিত যোগদান করিবার জন্য নিয়োজিত হইত।

কিন্তু এখন সকলের রাজনৈতিক শৈথিল্য ও ঔদাসীন্য জন্মিয়াছে। এজন্য সমাজের জড়ত্ব ভঙ্গ করিয়া জীবনীশক্তি দান করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। উন্নত শিক্ষাপ্রাপ্ত সমাজ জাতীয় স্বার্থ ভুলিয়া

গিয়াছে। ইহার পুরাতন কীর্ত্তি মনে জাগরিত করিয়া নূতনভাবে জীবন আরম্ভ করিবার জন্য স্বদেশী আন্দোলনের সময় উপস্থিত হইয়াছিল।

এজন্য দেশহিতৈষীরা এখন লোকদিগকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টিত হইলেন। স্বয়ং সেনাপতি বা রাজপুরুষ বা রাষ্ট্রকর্ম্মে সহকারী না হইলেও চলিত।

সুতরাং বক্তারাই এই যুগের রাজনৈতিক কর্ম্মক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করিলেন; এবং দেশহিত সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রতিষ্ঠা ও দলস্থাপন করিতে লাগিলেন। ডিমস্থিনিস, ইস্কাইনীস ২ প্রভৃতি চিরস্মরণীয় বক্তারা এখন এথেন্সের নায়ক।

স্বাধীন চিন্তার জয়লাভ।

সাম্রাজ্য, স্বরাজএবং স্বাধীনতা একে একে সকলই চলিয়া গেল। কিন্তু পেরিক্লীসের সময়ে চিন্তার যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, ভাবরাজ্যে যে নবশক্তি জাগরিত হইয়াছিল তাহা সর্ব্বপ্রকারের বাধাবিঘ্নের ভিতর দিয়াই অব্যাহতভাবে কার্য্য করিতে লাগিল।

প্রায় সকল সময়েই সত্যের প্রথম আবিষ্কারকেরা জীবিতকালে খ্যাতি লাভ করেন না। চিরন্তন রীতির বিরুদ্ধে কার্য্য ও মত প্রকাশ করিলে সমাজের বিরক্তিভাজন হইতে হয় এবং নিষ্পীড়ন ভোগ করিতে হয়।

স্বাধীনতাপ্রিয় এথিনীয় জনসাধারণও সক্রে-

টিসের নবচিন্তার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। সকলেই বলিত "তাঁহার প্রিয় বন্ধু য়্যাল্‌সিবায়েডিস স্বদেশের মহাশত্রু। তাঁহার ছাত্রেরা সব অলস অথবা স্বার্থলোভী। প্লেটো সর্ব্বদা চিন্তামগ্ন, দেশের কোন কাজে আসিল না। জেনোফন এথেন্স রাজ্যের কর্ম্মচারী না হইয়া ইহার শত্রুপক্ষের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে।" সনাতন ধর্ম্মে অবিশ্বাসী যুবকগণের চরিত্রের অনিষ্টকারক এবং রাজ্যের শত্রু বলিয়া তিনি অভিযুক্ত হইয়াছিলেন ও প্রাণদণ্ড ভোগ করিয়াছিলেন।

ইহার পূর্ব্বে কুসংস্কারপূর্ণ অল্প শিক্ষিত প্রজাপুঞ্জ হইতে নির্ব্বাচিত জুরী বিচারকেরা য়্যানাক্‌সাগোরাস ও প্রোটাগোরাসকে দেশ ও ধর্ম্মের অনিষ্টকর মনে করিয়া তাঁহাদিগকে নির্য্যাতিত করিয়াছিল।

কিন্তু চিন্তার মৃত্যু হয় না। তাঁহাদের চিন্তাপ্রণালী নীরবে যে কার্য্য করিতেছিল তাহা বন্ধ করিবার অধিকার কাহারই ছিল না। স্বাধীন চিন্তার স্রোত ক্রমশ প্রবল হইতে লাগিল। জেনোফন ও প্লেটো সক্রেটীসের চিন্তাপদ্ধতি যুক্তির দ্বারা সমর্থন করিলেন। য়্যারিষ্টফেনিস নিঃসঙ্কোচে সামাজিক বিষয় লইয়া সমালোচনা করিতে লাগিলেন। ব্যঙ্গকাব্য, সামাজিক চিত্র, অট্টহাস্যোদ্দীপক প্রহসন, ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে কূট সমালোচনা প্রভৃতি বিষয়ক নূতন

সাহিত্য রচিত হইয়া দিন দিন ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রাধান্য স্থাপন করিতে লাগিল। এথেন্সের "সত্যযুগে" এরূপ অবাধ চিন্তা স্থান পাইত না।

উচ্চশিক্ষা—বিভিন্ন মতবাদের প্রতিষ্ঠা।

সুতরাং এই যুগের শিক্ষাপদ্ধতি স্পার্টার শিক্ষা-পদ্ধতি এবং এথেন্সের পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের শিক্ষাপদ্ধতি হইতেও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পূর্ব্বে নাগরিকের কার্য্যে সহায়তা না করিতে পারিলে জীবন নিরর্থক বোধ হইত। কিন্তু রাজনৈতিক জীবন এখন অবসন্ন হইয়াছে। সুতরাং রাষ্ট্রীয় উন্নতিই উচ্চশিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। এখনকার শিক্ষকেরা সোফিষ্টগণের ন্যায় সকলেই সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ অথবা ভাষাশিক্ষক নহে। কেহ কেহ প্লেটোর ও মত দর্শন শিক্ষকছিলেন, কেহ কেহ আইসক্রেটীসের ন্যায় ভাষা ও বক্তৃতা শিক্ষা দিতেন। কেহ বা য়্যারিষ্টটলের ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; কেহ কেহ জেনো ও এপিকুরাসের ন্যায় নীতিশাস্ত্র আলোচনা করিতেন।

এই বিদ্যালয় সমূহের প্রতিষ্ঠাতারা প্রতিযোগিতা করিতেন। কেহ কেহ বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া ছাত্র সংগ্রহ করিতেন এবং পরস্পর পরস্পরকে নিন্দা ও তিরস্কার করিতেন। কেহ কেহ অল্প বেতনের প্রলোভন দেখাইয়া অধিকসংখ্যক ছাত্র সমবেত করিতে চেষ্টা করিতেন।

যতগুলি দর্শন-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল

প্লেটোর দর্শন -বিদ্যালয়। শিক্ষা-বিজ্ঞান।

তন্মধ্যে সক্রেটীসের প্রধান শিষ্য প্লেটো যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন তাহাই সর্ব্ব প্রধান। তিনি ভ্রমণের দ্বারা বহুদর্শিতা লাভের পর প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়সে একটি দর্শন-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। শিক্ষার ইতিহাসে তাঁহার বিশেষত্ব এই যে তিনিই প্রথম শিক্ষা-বিজ্ঞানের সূত্রপাত করেন। শিক্ষার উদ্দেশ্য কি, সমাজে কোন্ কোন্ সম্প্রদায়ের কিরূপ শিক্ষা মঙ্গলকর ইত্যাদি বিষয়ে তিনিই প্রথম আলোচনা করিয়াছেন।

টোল প্রতিষ্ঠা।

তিনি বেতন লইয়া শিক্ষা দান করিতেন না। সক্রেটীসের ন্যায় তিনিও বিদ্যাবিক্রেতা সোফিষ্টগণকে ঘৃণা করিতেন। কিন্তু সক্রেটীস যেমন রাস্তায়, ঘাটে, যেখানে সেখানে কেবলমাত্র নীতিবিজ্ঞন আলোচনা করিয়া বেড়াইতেন তিনি সেইরূপ করিতেন না। এথেন্সের বহির্ভাগে তাঁহার পিতার একটী উদ্যান ছিল। সেইখানে য়্যাকাডেমী প্রতিষ্ঠা করিয়া শিষ্যগণের সহিত তিনি নীতিশাস্ত্র ও পদার্থবিজ্ঞান উভয়ই আলোচনা করিতেন।

তিনি বক্তৃতা অথবা তৎকালোপযোগী কার্য্যকরী রাজনৈতিক শিক্ষা প্রদান করিতেন না। তিনি ভাবরাজ্যে থাকিতেন এবং ভাবের রাজ্য গড়িতেন। সুতরাং তাঁহার বিদ্যালয়ে বেশী ছাত্রসমাগম হয় নাই। তাঁহার শিক্ষার সাধারণ

ফলে ছাত্রগণ অনুসন্ধিৎসু, সংশয়ী এবং বৈজ্ঞানিক, হইয়াছিল।

প্রবেশিকা পরীক্ষা।

"তাঁহার বিদ্যালয়ে সকলেই প্রবেশ লাভ করিতে পারিত না। তিনি একটি প্রবেশিকা পরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত ছাত্র বাছিয়া লইতেন। সঙ্গীত, জ্যোতিষ, জ্যামিতি ও গণিতশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন না হইলে তিনি কোন ছাত্রকে ভর্ত্তি করিতেন না।

নিয়ম পালন

কয়েকটী ছাত্র তাঁহার গৃহেই বাস করিত, এবং তাঁহার অর্থেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। তাহাদের আহার বিহার সম্বন্ধে তিনি কতকগুলি সংযম পালনের নিয়ম করিয়াছিলেন। তিনি সুরা-পানের বিরোধী ছিলেন এবং বেশভূষা সম্বন্ধে পারিপাট্য ও পরিচ্ছন্নতা ভাল বাসিতেন।

অধ্যাপনার সময়।

আহারের পর অধ্যাপনা ও আলোচনা কার্য্য আরম্ভ হইত। স্বস্বগৃহ হইতে ছাত্রগণ আসিয়া টোলের ছাত্রদিগের সহিত মিলিত হইত। তিনি স্ত্রী ছাত্রদিগকেও শিক্ষা দিতেন। তাহারা পুরুষের বেশ ধারণ করিয়া আসিত। অনেক সময়ে আলোচনা করিতে করিতে সমস্ত রাত্রি কাটিয়া যাইত।

প্রকাশ্য স্থলে বক্তৃতা।

তিনি দুই একবার প্রকাশ্যস্থানে দার্শনিক বিষয় লইয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁহার কথার মর্ম্ম বুঝিতে সমর্থ হইত না। য়্যারিষ্টটল ও

তাঁহার ন্যায় দুই একজন উপযুক্ত ছাত্র ভিন্ন আর কেহ তাঁহার বক্তৃতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত না।

শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ।

তিনি য়্যাকাডেমিতে বসিয়া যে শিক্ষাদান করিতেন তন্মধ্যে গণিত এবং ন্যায়শাস্ত্রেরই প্রাধান্য ছিল। ছাত্রদিগের দ্বারা সক্রেটীসের ন্যায় বিচার্য্য বিষয়ের বিশ্লেষণ এবং শ্রেণীবিভাগ করাইয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ করাইতেন ; অনেক সময়ে কূট প্রশ্নের মীমাংসা করিবার জন্য ছাত্রদিগের মধ্যে গম্ভীরভাবে নিবিষ্টমনে বহুক্ষণ ধরিয়া পদসঞ্চালন করিতেন।

শিষ্যদিগের সহিত সম্বন্ধ।

ছাত্রদিগকে তিনি অত্যধিক ভালবাসিতেন। তাহাদের মৃত্যুর পর দুই একজনের সম্বন্ধে কবিতাও রচনা করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার একটী আত্মীয় ছাত্রকে বিদ্যালয়ের সম্পত্তি, স্বীয় পুস্তকাবলী এবং গুরুর স্থান প্রদান করেন।

অলঙ্কার-বিদ্যালয় সমূহ : উদ্দেশ্য—রাজনৈতিক শিক্ষা প্রদান।

যাঁহারা বিচারালয়ে কর্ম্ম করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে ইচ্ছা করিতেন, অথবা যাঁহারা অন্য কোন ভাবে রাজনৈতিক কর্ম্মে জীবন যাপন করিবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেন, তাঁহারা প্লেটোর য়্যাকাডেমীতে প্রবিষ্ট না হইয়া অলঙ্কার ও বক্তৃতাশিক্ষালয়ে প্রবিষ্ট হইতেন। সেই সময়ে কতকগুলি অলঙ্কার-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল।

পর্য্যটক সোফিষ্টদিগের চরিত্র ও বিদ্যা ক্রমশঃ অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছিল। তাহারা অর্থলোলুপ

এবং অন্তঃসারশূন্য বাক্যব্যবসায়ী হইয়া পড়িয়াছিল। বিশেষতঃ তাহাদের শিক্ষাপ্রদান অতি দ্রুতগতি এবং অগভীর ছিল বলিয়া ছাত্রদিগের অভাব প্রকৃতভাবে মোচিত হইত না। পূর্ব্বে রাজনৈতিক ক্ষেত্রের জন্য যে কোন উপায়ে প্রস্তুত হইতে চেষ্টা করিত বলিয়া ছাত্রেরা সোফিষ্টদিগের শিক্ষাপ্রণালীর দোষ গ্রাহ্য করিত না। কিন্তু এখন রাজকর্ম্মের তত বেশী প্রয়োজন নাই। এদিকে প্রকাশিত পুস্তকের বাহুল্য হইয়াছে। ধীরেধীরে শিক্ষার দ্বারা ক্রমিক উন্নতি লাভ করিয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে এখন সমাজে খ্যাতি প্রতিষ্ঠা করিবার পক্ষে অসুবিধা নাই। সুতরাং এই অবস্থায় অলঙ্কার-বিদ্যালয় সমূহ প্রাধান্য লাভ করিবার অবসর পাইয়াছিল।

অলঙ্কার বিদ্যালয় সমূহের উৎপত্তির কারণ।

অনেকে স্বয়ং বক্তা না হইয়া পরের জন্য বক্তৃতা লিখিয়া এবং যুক্তি মুখস্থ করাইয়া অর্থ রোজগার করিতেন।

রাষ্ট্রের নিয়মে প্রত্যেক ব্যক্তি যুক্তিশিক্ষা করিতে বাধ্য হইত

আদালতে বাদী এবং প্রতিবাদী উভয়কেই নিজ নিজ পক্ষ সমর্থন করিতে হইত। এজন্য সকলেরই আইনজ্ঞ এবং ভাষানিপুণ হওয়া প্রয়োজনীয় হইয়াছিল। উকিলেরা বিচারালয়ে বক্তৃতা করিতেন না। তাঁহারা মোকর্দ্দমার বিবরণ প্রাপ্ত হইলে আইন অনুসারে উপযুক্ত যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বক্তৃতা লিখিয়া দিতেন। এবং মক্কেলগণ উপযুক্ত অঙ্গ-

ভঙ্গীর সহিত ইহা আবৃত্তি করিয়া বিচারকের নিকট বক্তৃতা করিত।

লিসিয়াস্ ইস্‌সিয়াস ও ডিমিস্থিনীসের শিক্ষকতা।

লিসিয়াস্ ৪ স্বয়ং বক্তৃতা করিতেন না, কিন্তু বক্তৃতা লিখিয়া দিতেন, এবং এই জন্যই তাঁহার খ্যাতি হইয়াছিল। ইস্‌সিয়াসের ৫ অলঙ্কার-বিদ্যালয়ে ডিমস্থিনীস শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং ডিমস্থিনীস স্বয়ংই অনেক ছাত্রদিগকে বাগ্মিতা শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে আইসক্রেটীসের ৬ বিদ্যালয় সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

আইসক্রেটীসের সাহিত্যশালা: প্রচলিত বিজ্ঞাপন-প্রণালীর তীব্র সমালোচনা।

ইনি প্রতিযোগী বিদ্যালয় সমূহের প্রতিষ্ঠাতাদের আড়ম্বরপূর্ণ বিজ্ঞাপন-প্রণালী নিন্দা করিয়া বলিতেন— "ইহারা নিজেই অতি জঘন্য প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন; অথচ ছাত্রদিগকে অতি সুবক্তা করিয়া দিবেন বলিয়া আশা দিতেছেন। ইহাঁরা মনে করেন যে বাগ্মিতা বর্ণমালার ন্যায় সহজ, যে কোন ব্যক্তি শিক্ষাকরিতে পারে; বাস্তবিক পক্ষে উপযুক্ত বক্তা হইতে হইলে নৈসর্গিক শক্তির প্রয়োজন। কিন্তু ইহাঁরা নিজেদের বাক্যের সম্পূর্ণ অর্থ না বুঝিয়া দায়িত্ববিহীন ব্যক্তির ন্যায় অল্প বেতনের প্রলোভন দেখাইয়া ছাত্র আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করেন।"

শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ।

সক্রেটীস যেমন কেবলমাত্র নীতিবিজ্ঞান আলোচনা করিতেন, প্লেটো যেমন কেবলমাত্র দর্শনই শিক্ষা

দিতেন, আইসক্রেটীস তেমনি প্রধানতঃ সাহিত্যচর্চ্চা করিতেন। তবে তাঁহার ছাত্রগণ সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ উচ্চ শিক্ষাও লাভ করিত। ভাষা, বক্তৃতা, গদ্য রচনা, অলঙ্কার প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষার ভিতর দিয়া তিনি আনুষঙ্গিকভাবে সময়োচিত সামাজিক, নৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় বিষয়ও আলোচনা করিতেন ; এবং ছাত্র-দিগকে একসঙ্গে সুচতুর, কর্ম্মিষ্ঠ, সৌজন্যবান্ এবং বিচক্ষণ করিতে চেষ্টিত হইতেন।

শিক্ষাতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার মতঃ প্লেটোর সহিত প্রভেদ।

প্লেটোর ন্যায় তিনি কোন প্রবেশিকা পরীক্ষা করিয়া ছাত্র বাছিয়া লইতেন না। তিনি ছাত্র-দিগকে গণিতে শিক্ষিত হইতে বলিতেন কিন্তু এই বিষয়ে স্বয়ং কোন শিক্ষাদান বা পরীক্ষা গ্রহণ করিতেন না।

তাঁহার মতে গণিত ও দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া মানুষ কাণ্ডজ্ঞানরহিত হয়। চিরকাল এই সকল বিদ্যায় নিমগ্ন থাকিলে বুদ্ধিশক্তি লোপ পায়। কিন্তু ইহার ফলে চিত্তের ধীরতা জন্মে, মন সমাহিত এবং সত্য আবিষ্কারের শক্তি উদ্ভূত হয়। সুতরাং তিনি মনে করিতেন যে এইরূপ শক্তিসম্পন্ন প্রকৃত দার্শ-নিকেরা চিরজীবন চিন্তায় নিমগ্ন না থাকিয়া কর্ম্ম-ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলে সমাজ ও সংসারের কর্ম্ম সুচারু-রূপে নির্ব্বাহ করা যাইতে পারে। এইজন্য স্বয়ং গণিত ও দর্শনশাস্ত্রে শিক্ষা প্রদান না করিয়াও সমা-

জের কর্ম্মে সহায়তা করিতেন বলিয়া নিজকে দার্শনিক বলিয়া পরিচয় দিতেন।

উদ্দেশ্য রাষ্ট্রীয় কর্ম্মের উপ-যোগিতা প্রদান করা।

সামাজিক, পারিবারিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের জন্য উপযুক্ত কর্ম্মী প্রস্তুত করাই তাঁহার শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তিনি বুঝিতেন যে সকল অবস্থার উপযোগী ব্যবস্থা শিক্ষা প্রদান করা কথনই সম্ভবপর নয়। সুতরাং কোন ব্যক্তিকে কার্য্যকুশল করিতে হইলে স্বাধীনভাবে বিচার করিবার শক্তি এবং প্রকৃত অবস্থা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা বিকাশ করিয়া দিতে হইবে। এইজন্য তিনি তাঁহার বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে আলোচনা করিতে শিক্ষা দিতেন। কোন একটী বিষয় লইয়া ছাত্রগণ বক্তৃতা করিত; অথবা তিনি স্বয়ং বক্তৃতা করিতেন এবং প্রবন্ধ লিখিতেন।

শিক্ষাপ্রণালী স্বরচিত ও ছাত্রলিখিত প্রবন্ধ সমূহের আবৃত্তি ও সমালোচনা।

ভাষার উৎকর্ষ সাধনোপায় এবং উত্তম প্রবন্ধের উপাদান সম্বন্ধে সাধারণ শিক্ষাদান করিতে যাইয়া ইনি লিখনপ্রণালীর দৃষ্টান্তস্বরূপ স্বরচিত প্রবন্ধসমূহ এবং অন্যান্য বক্তাদের বক্তৃতা বিশ্লেষণ করিতেন। তৎপরে আলোচ্য বিষয় স্থির করিয়া দিতেন; এতৎসম্বন্ধে ছাত্রদিগকে বক্তৃতা লিখিতে হইত। ইহাতে যথেষ্ট চিন্তাশক্তির উদ্রেক হইত এবং বিচার করিবার ক্ষমতা জন্মিত। এইরূপ আলোচনার ফলে নৈতিক বিষয়েও সদসৎ সম্বন্ধে তাহাদের শিক্ষালাভ হইত।

সমসাময়িক রাজনৈতিক ব্যাপারসম্বন্ধে অনেক সময়েঁ এইরূপ প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা চলিত। কোন সময়ে ঐতিহাসিক ঘটনা বিচার্য্য বিষয় থাকিত। কখন কখন বীরগণের কার্য্য লইয়া আলোচনা হইত, এবং যখন যখন তিনি সমাজের রাজনৈতিক কর্ত্তব্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতেন সেই প্রবন্ধ তাঁহার ছাত্র দিগের মধ্যে বক্তৃতাকারে পঠিত হইত।

তাঁহার স্বরচিত প্রবন্ধসমূহ এইরূপে ছাত্রগণের মধ্যে পঠিত এবং তাহাদের দ্বারা সমালোচিত হইত। সমালোচনায় যাহা নির্দ্ধারিত হইত তদনুসারে তিনি প্রবন্ধ পরিবর্ত্তিত ও পরিশোধিত করিতেন। অনেক সময়ে তিনি তাঁহার পুরাতন ছাত্রদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বীয় প্রবন্ধের সমালোচনা করিতে বলিতেন। এইজন্য তাঁহার বিদ্যালয়কে আলোচনা-সমিতি অথবা সমালোচক-সঙ্ঘ বলা যায়।

ভাষা ও লিখন-প্রণালীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি।

তিনি প্রবন্ধ সমূহের ভাষা সম্বন্ধে অত্যধিক মনোযোগী ছিলেন এবং ছাত্রদিগকে বলিতেন যে, কথোপকথনের সাধারণ ভাষায় বক্তৃতা উত্তম হয় না। প্রতিপাদ্য বিষয়ের গাম্ভীর্য্য ও সাধারণ অবস্থা বুঝিয়া রচনাকৌশল, বাক্‌চাতুর্য্য, শব্দবিন্যাস, এবং সাধারণ লিখনপ্রণালী অবলম্বন করা উচিত।

এইরূপে উজ্জ্বল ও অলঙ্কারপূর্ণ ভাষায় প্রবন্ধ লিখিয়া ও শুনিয়া, বক্তৃতা ও সমালোচনা করিয়া

তাঁহার ছাত্রেরা বাগ্মিতায় পারদর্শী হইতে পারিয়াছিল। কিন্তু তিনি নিজে বক্তৃতা করিতে পারিতেন না। তিনি ক্ষীণকণ্ঠ ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে লেখনীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত।

রাজনৈতিক বিষয়ে নবতন্ত্রের প্রবর্ত্তন।

তিনি সময়ের পরিবর্ত্তনের অবশ্যম্ভাবী ফল বুঝিতে পারিয়াছিলেন; এজন্য গ্রীকদিগের দেশ-হিতৈষণার পুরাতন প্রথা বর্জ্জন করিতে শিক্ষা দিতেন। সমগ্র গ্রীকজাতির একই স্বার্থ এবং একই আদর্শ—তিনি এইরূপ একজাতীয়তা শিক্ষা দিয়া ছাত্রদিগকে উদার ও প্রশস্তমনা করিতে চেষ্টিত হইতেন।

বিদ্যালয়ের অবস্থা—সমগ্র গ্রীসের ছাত্রদিগের প্রবেশ।

এই কারণে তাঁহার বিদ্যালয়ে সমগ্র হেলাসের ছাত্রগণ আকৃষ্ট হইত। তিনি পেরিক্লীসের আকাঙ্ক্ষা কার্য্যে পরিণত দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে তিনি এথেন্সের যেরূপ অবস্থা দেখিয়াছিলেন তাহাতে তিনি বলিতেন, "আমাদের নগর সকল বক্তা এবং তাঁহাদের শিক্ষকগণের গুরু। যাঁহারা বাগ্মিতা শক্তি বিকাশ করিতে চাহেন তাঁহারা এই স্থানে উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্র, উপযুক্ত সুযোগ এবং উপযুক্ত শিক্ষালয় পাইয়া থাকেন। * * * এথেন্স সমস্ত জগৎকে এত পশ্চাতে ফেলিয়াছে যে ইহার ছাত্রেরা এখন সকলের উপদেষ্টা।"

তাঁহার আয়।

তিনি বেতন গ্রহণ করিতেন; এবং যদিও তাঁহার

প্রতিদ্বন্দ্বীরা অল্প বেতনে অধিক শিক্ষাদান করিবার আশা প্রদান করিত, তথাপি তাঁহার বিদ্যালয়ে বহু-ছাত্রের সমাবেশ হইয়াছিল। ইহার ফলে গর্জিয়াসের ন্যায় তিনিও যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন।

য্যারিষ্টটলের বিদ্যালয়—আলেক-জাণ্ডারের শিক্ষাগুরু।

আইসক্রেটীসের অধ্যাপনার ফলে যখন সমাজে বিশ্বজনীন ভাব প্রবেশ করিতেছিল, যখন এথিনীয়েরা সমাজের হাব ভাব বুঝিয়া এথেন্সের প্রতি মমতা ছাড়িয়া সমস্ত গ্রীসের ভবিষ্যৎ স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল, তখন পেরিক্লীসের এথিনীয় সাম্রাজ্য, এথিনীয় দেশচর্য্য অতীতের স্মৃতির মধ্যে পর্য্যবসিত হইতে লাগিল। অভিনব অবস্থায় নূতন ভাব, নূতন প্রশ্ন উদিত হইল; নূতন সমস্যার নূতন নূতন মীমাংসা প্রদত্ত হইতে লাগিল। নব চিন্তাকে দেশদ্রোহী বলিবার কেহ থাকিল না। দেশ এখন ম্যাসিডন-রাজের অধীন; এবং এথেন্সের সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত বিদেশীয় রাজার পুত্রের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন।

এথেন্সে বিশ্বজনীন ভাবের প্রবেশ।

সুতরাং এখনকার চিন্তা আর রাজনৈতিক নয়, অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রীক নগরসমূহের হিতৈষণা শিক্ষাদায়িনী নয়। এখনকার চিন্তাবীর ও কর্ম্ম-বীরগণ কেবলমাত্র এথেন্সের অতীত ও বর্ত্তমানে আবদ্ধ ছিলেন না। কেহ স্পার্টার শিক্ষাপদ্ধতি, স্পার্টার রাষ্ট্রনীতি, কেহ ভাবজগতের আদর্শসমাজ ও

আদর্শরাষ্ট্র, কেহ ভবিষ্যতের গৌরব চিত্রিত করিতে লাগিলেন।

লিসীয়াম বিদ্যালয়ে জগতের সর্ব্ববিধ বিদ্যার চর্চ্চা।

সমস্ত জগৎ এতদিন কেবলমাত্র গ্রীসবাসীর অন্তঃকরণে নহে, মিসর, এসিরিয়া, ফিনিসিয়া, আইওনিয়া, সিসিলি, মিলেটাস প্রভৃতি স্থানবাসীর হৃদয়ে যে যে চিন্তা জাগাইয়াছে এবং সকলের ভিতর দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিরূপে যে যে সত্য আবিষ্কার করিয়াছে, বিশাল সম্রাজ্য এখন যে যে নূতন ভাব মানুষের মনে অঙ্কিত করিতেছে, দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সমন্বয়ের চেষ্টা রাষ্ট্রে ও সমাজে যাহা যাহা মীমাংসা করিতেছে, আলেকজাণ্ডারের শিক্ষক য়্যারিষ্টটল ৭ তাঁহার "লিসীয়াম" বিদ্যালয়ে সেই সমস্ত ভাবশক্তিগুলিকে একস্থানে পুঞ্জীভূত করিয়াছেন।

তাঁহার আলোচনার ফলে বিজ্ঞান সমূহের প্রতিষ্ঠা : (১) মানব সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান।

তাঁহার গুরু প্লেটোর ন্যায় তিনি ভাবরাজ্যে বাস করিতেন না। তিনি বাস্তব জগৎ লইয়া ব্যাপৃত থাকিতেন এবং কার্য্যকরী আলোচনার দ্বারা ভাষা, সাহিত্য, কাব্য, নাট্য, সমালোচনা, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি সকল শাস্ত্রগুলির মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করিয়া ইহাদিগকে প্রকৃত ঐক্য ও সামঞ্জস্যযুক্ত বিজ্ঞানের আকার প্রদান করিলেন। বর্ত্তমান জগতে এমন কোন বিদ্যা নাই, এমন কোন শাস্ত্র নাই, যাহা তাঁহার দ্বারা আলোচিত হয় নাই, এবং

তাঁহার প্রতিভাবলে আধুনিক রূপ ধারণ করেনাই। ন্যায়শাস্ত্র সম্বন্ধে যাহা তিনি গবেষণা করিয়াছেন তাহা অদ্যাপি স্বীকার্য্য। শিক্ষাবিজ্ঞানও তিনি রচনা করিয়াছিলেন।

(২) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান।

নৈতিক ও মানসিক বিষয়সম্বন্ধীয় শাস্ত্রগুলিকে ব্যবহারোপযোগী শৃঙ্খলা প্রদান করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হয়েন নাই। তাঁহার কার্য্যকরী চিন্তাশক্তি তিনি জড়জগতের সত্য নির্দ্ধারণেও প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি বিজ্ঞানাগার "ল্যাবরেটরী"তে অনেক সময়ে ফল পরীক্ষার জন্য ব্যাপৃত থাকিতেন। পদার্থবিদ্যা, শরীরতত্ত্ব, প্রাণীবিদ্যা, এবং জীবনতত্ত্ব তিনি প্রথম প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

শিক্ষাপ্রণালী।

তিনি প্রথম প্রথম ছাত্রদিগকে আইসক্রেটীসের ন্যায় অলঙ্কার ও ভাষা শিক্ষা দিতেন। কোন একটী বিষয় স্থির করিয়া তৎসম্বন্ধে স্বয়ং বক্তৃতা করিতেন এবং ছাত্রদিগকে বক্তৃতা করিতে শিক্ষা দিতেন। কিন্তু পরে সর্ব্ববিদ্যাবিভূষিত সোফিষ্টদিগের ন্যায় ছাত্রগণকে সর্ব্বতোমুখী ও সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষা প্রদান করিতেন। তাঁহার ছাত্রগণকে ল্যাবরেটরীতে "এক্সপেরিমেণ্ট" করিতে হইত। বিশেষ কোন এক লক্ষ্য সাধনের জন্য তিনি শিক্ষা দিতেন না। ছাত্রগণ সর্ব্ববিধ শিক্ষালাভ করিয়া নিজ নিজ ব্যক্তিগত স্বার্থসাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারিত।

বিদ্যালয়ের পরিচালনা।

এক একজন ছাত্রকে দশদিনের জন্য বিদ্যালয়ের কর্ত্তা করিয়া দিতেন। তাহাকে বিদ্যালয়ের সর্ব্ববিধ কার্য্যের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইত। তিনি স্বয়ং প্রধান প্রধান কার্য্যগুলি সম্পাদন করিতেন।

অধ্যাপনার সময়।

তিনি দিনে দুইবার শিক্ষা দিতেন। প্রাতঃকালে তিনি উপযুক্ত উন্নত ছাত্রদিগকে সমবেত করিয়া কঠিন বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন। অপরাহ্নে যে বক্তৃতা করিতেন তাহাতে সাধারণের উপযোগী আলোচ্য বিষয় এবং আলোচনা-প্রণালী অবলম্বন করিতেন।.

শিক্ষাবিজ্ঞান : প্লেটোর সহিত ঐক্য।

প্লেটোর ন্যায় তিনিও তাঁহার শিক্ষাবিজ্ঞানে সঙ্গীত ও ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়াছেন। তাঁহার মতে—দাসগণ সজীব যন্ত্র মাত্র, এবং যন্ত্রসকল প্রাণহীন দাস। সুতরাং তাঁহার বিবেচনায় দাসগণের কেবল মাত্র সেবাতেই অধিকার। এজন্য তাঁহার শিক্ষার ব্যবস্থায় দাসগণের জন্য কোন স্থান রাখেন নাই।

তিনি মৃত্যুকালে তাঁহার বিদ্যালয়ের সম্পত্তি, স্বরচিত পুস্তকাবলী এবং গুরুর পদ থিয়োফ্রেস্টাসকে দান করিয়া যায়েন। প্লেটোও এইরূপ একজন উত্তরাধিকারী রাখিয়া গিয়াছিলেন।

নব্যনীতি-বিদ্যালয়।

কেবলমাত্র নীতি ও ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা দিবার জন্য কয়েকটী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। এই সকল

বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠাতারা নিজ নিজ দর্শনবাদ প্রচার করিয়া নূতন নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিতেন।

• তন্মধ্যে দুইটী বিদ্যালয় প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল। একটীর প্রতিষ্ঠাতা জেনো ৮; ইহাঁর ছাত্র শিষ্যগণকে "ষ্টোয়িক" বলা হইত। অপরটীর প্রতিষ্ঠাতা এপিকুরাস ৯। তৎকালীন সমাজে ইহাঁরা বিশেষ প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিলেন।

বিদ্যালয়সমূহের পরবর্ত্তী অবস্থা।

চতুর্থ শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে যতগুলি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল, সকলগুলিই প্রতিষ্ঠাতৃগণের মৃত্যুর পরেও বর্ত্তমান ছিল; এবং অনেক দিন পর্য্যন্ত একই স্থানে অবস্থিত থাকিয়া বিদ্বৎসমাজে জ্ঞানালোক প্রদান করিত। গুরুর আসন কখনই শূন্য থাকিত না। প্রত্যেক অধ্যাপকই মূলগ্রন্থের ভাষ্য প্রস্তুত করিতেন; এবং নিজ নিজ উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিয়া যাইতেন। সকল বিদ্যালয়ই স্বাধীন ছিল—সরকারের কোনরূপ সাহায্য প্রাপ্ত হইত না। আদি গুরুগণ শিষ্যের নিকট হইতে বেতন গ্রহণ করিতেন না, নিজ নিজ বন্ধুগণের সাহায্যে বিদ্যালয় চালাইতেন। কিন্তু তাঁহাদের মৃত্যুর পরে বেতন গ্রহণ করিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল।

পুস্তকের সাহায্যে শিক্ষা

এইরূপ লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিদ্যালয়ে চারি বৎসর কাল উচ্চ শিক্ষা লাভ করিবার সামর্থ্য অনেকেরই ছিল না। দরিদ্র ছাত্রেরা চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিয়া সরকারের সমর-বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইবার কাল পর্য্যন্ত গৃহে বসিয়া পুস্তক পাঠ করিত।

এই যুগে অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। দাসগণের দ্বারা পুস্তক লিখাইয়া লওয়া হইত বলিয়া পুস্তকের মূল্য অতি সামান্য ছিল। প্রায় সকলেই পুস্তক ক্রয় করিতে পারিত।

নানা বিষয়ে পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া পুস্তকের সাহায্যে যথেষ্ট উচ্চ শিক্ষা লাভ হইত। 'কাব্য, সাহিত্য, গণিত, জ্যোতিষ, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, কৃষি, সমর, রন্ধনপ্রণালী, অলঙ্কার, পর্য্যটন, ভূগোল ও দর্শন প্রভৃতি সকল বিষয়েই উপযুক্ত গ্রন্থ পাওয়া যাইত; পুস্তক এত অধিক অধিক মাত্রায় প্রচলিত হইয়াছিল যে পুস্তকসকল আচার্য্যগণের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া পড়িয়াছিল। এইজন্য ইহাঁরা কিছু দুঃখিত ছিলেন; আইসক্রেটীস এবং এমন কি প্লেটো ও পুস্তকের সাহায্যে যে শিক্ষালাভ হয় তাহার দ্বারা কোন ফলই হয় না এই মত প্রচার করিতেন এবং বলিতেন যে, সকলেরই গুরুর মুখে উপদেশ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

নিম্ন শিক্ষা—চিত্রবিদ্যার প্রবর্ত্তন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালের ন্যায় এই যুগেও প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ছাত্রদিগকে সাহিত্য, সঙ্গীত এবং ব্যায়াম শিক্ষা করিতে হইত। গণিত এবং ন্যায়শাস্ত্র

সোফিষ্টদিগের যুগে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং এই সময়েও বর্ত্তমান ছিল। এতদ্ব্যতীত নূতন দুইটী বিদ্যার প্রচলন হইয়াছিল। চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে কলাবিদ্যা বিদ্যালয়ের শিক্ষনীয় বিষয় হয়; সাহিত্যশিক্ষক, সঙ্গীতশিক্ষক ও ব্যায়াম শিক্ষকের ন্যায় এই যুগে চিত্রশিক্ষক স্থানে স্থানে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। চিত্রবিদ্যালয়ে যাইয়া ছাত্রদিগকে কাষ্ঠের উপরে অঙ্গার দ্বারা অঙ্কন শিক্ষা করিতে হইত। কাগজ অথবা কাপড়ের উপর অঙ্কন শিক্ষা দেওয়া হইত না। রংএর ব্যবহার প্রচলিত ছিল।

সমর শিক্ষার ক্রমিক লোপ।

যতদিন পর্য্যন্ত রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ছিল ততদিন পর্য্যন্ত উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্তি হইলেই প্রত্যেক স্বাধীন এথিনীয়কে স্বদেশ রক্ষা করিবার শিক্ষা করিতে হইত। অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে তাহারা সাবালক হইত, এবং বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত দুই বৎসরকাল যুদ্ধকার্য্য, দুর্গরক্ষা, কষ্টস্বীকার, আইনশিক্ষা, অশ্বধাবন প্রভৃতি রণজীবনের অনুকূল শিক্ষা গ্রহণ না করিলে কেহই নাগরিকের অধিকার প্রাপ্ত হইত না। সরকার হইতে এই দুই বৎসরের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইত। ইহাতে সাহিত্য ও সঙ্গীত পরিহার করিয়া কেবলমাত্র ব্যায়ামেরই চর্চ্চা করা হইত।

কিন্তু যখন দেশ ম্যাসিডনীয়দিগের হস্তগত হইল

তখন আর এরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল না ; এবং কাহাকেই আইন দ্বারা বাধ্য হইয়া এরূপ সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইত না। সুতরাং এইযুগে সমর-বিদ্যালয় ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া সাহিত্য ও দর্শন প্রভৃতি চর্চ্চার প্রতিষ্ঠানের আকার ধারণ করিতে লাগিল। ধনী ও সম্ভ্রান্ত বংশের এথিনীয়েরা এবং বিদেশীয় ছাত্রেরা এইরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভের জন্য স্বেচ্ছায় প্রবেশ করিত।

সপ্তম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট।

১। Demosthenes—(খৃঃ পূঃ ৩৮৫—৩২২) পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাগ্মী। এথেন্সের এক কর্ম্মকারের পুত্র। বাল্যকালে পিতৃহীন হইয়া উপযুক্ত শিক্ষালাভ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। স্বীয় চেষ্টায় ইস্‌সীয়াস (Issæus) এবং প্লেটোর নিকট বিদ্যা অর্জ্জন করেন। সপ্তদশ বর্ষে বাগ্মিতার পরিচয় দিয়া অভিভাবকগণের নিকট হইতে পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধার করিয়াছিলেন।

বাহ্যিক অসম্পূর্ণতা সমূহ দূর করণের জন্য ইনি বহু সাধনা করেন। যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া বক্তৃতা রচনা করিতেন। তাঁহার বক্তৃতা সমূহ হৃদয়গ্রাহী, নৈতিকভাবোদ্দীপক এবং স্বদেশ হিতৈষণাপূর্ণ ছিল। ইহার ফলে অতি শীঘ্রই এথেন্সের প্রধান রাজনীতিক হইয়াছিলেন।

সমসাময়িক সমাজের আলস্য, বিলাস, এবং স্বার্থপরতা সংশোধিত করিয়া, গ্রীকরাজ্যসমূহকে ম্যাসিডনরাজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু গ্রীসের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে

পারেন নাই। পরে উৎকোচ গ্রহণের দোষে অভিযুক্ত হইয়া নির্ব্বাসিত হয়েন।

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর স্বদেশোদ্ধারের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া আত্মহত্যা করেন। তিনি বিচারালয়ের জন্য অনেকগুলি বক্তৃতা রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ফিলিপ এবং প্রতিদ্বন্দ্বী ইস্কাইনীসের বিরুদ্ধে নিজ জীবনের কর্ম্ম সমর্থন করিতে যাইয়া যে সমুদয় বক্তৃতা রচনা করিয়াছিলেন তাহাতেই তাঁহার প্রতিভা প্রতিফলিত হয়।

২। Æschines—(খৃঃ পূঃ ৩৮৭—৩১৪) রাজনৈতিক কর্ম্মক্ষেত্রে ডিমস্থিনীসের প্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁহার বক্তৃতা সমূহের মধ্যে কেবলমাত্র দুই তিনটী বর্ত্তমান রহিয়াছে।

রাষ্ট্রীয়কর্ম্মের জন্য ডিমস্থিনীসের সঙ্গে ফিলিপের দরবারে প্রেরিত হয়েন (খৃ পূঃ ৩৪৭)। ইহার ফলে এক সন্ধি স্থাপিত হয়। এই বিষয় লইয়া তাঁহাদের বিরোধের প্রথম সূত্রপাত হয়। এতৎসম্বন্ধে তাঁহার দোষ উল্লেখ করিয়া ডিমস্থিনীস দুইবার ইহাঁকে বিপদগ্রস্ত করেন। এথিনীয়গণ যখন ডিমস্থিনীসকে একটী মুকুট উপহার দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল (৩৩০ খৃঃ পূঃ) সেই সময়ে ইনি ডিমস্থিনীসের কর্ম্ম ও চরিত্র আক্রমণ করিয়া এক বক্তৃতা করেন। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীর যুক্তি দ্বারা পরাস্ত হইয়া নির্ব্বাসিত হয়েন।

ডিমস্থিনীসের ন্যায় ভাষাচাতুর্য্যে, শব্দ বিন্যাসে এবং ভাব প্রদর্শনে দক্ষ ছিলেন না। তিনি বক্তৃতা করিতে করিতে রঙ্গমঞ্চের নটগণের ন্যায় অঙ্গভঙ্গী করিতেন, কিন্তু তাঁহার কথায় বিশেষ ফলোৎপত্তি হইত না।

৩। Plato—(খৃঃ পূঃ ৪২৭—৩৪৭) এথেন্সের এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম। উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং বাল্যকালে কাব্য রচনা

করিতেন। বিংশতি বৎসর বয়সে সক্রেটীসের শিষ্য হইলেন; এবং তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর গ্রীসের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করেন এবং মিগারা প্রদেশস্থ সহাধ্যায়ী সক্রেটীসের শিষ্যগণের সঙ্গে কিয়ৎকাল যাপন করেন। পরে মিশর, ইটালী, ও সীসিলি পর্য্যন্ত গমন করেন; এবং পীথেগোরীয় সম্প্রদায় সমূহের গবেষণা সকল আলোচনা করেন। সীসিলির রাজগণের সহিত পরিচয় হয়, কিন্তু তথায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নাই।

এইরূপে দশ বৎসর বিদেশ পর্য্যটনের পর এথেন্সে ফিরিয়া আসেন। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত বিদ্যাদান করিতে লাগিলেন; এই সময়ে পুস্তক সকল রচনা করিয়াছিলেন।

এই সময়ের মধ্যে দুইবার তাঁহাকে এথেন্স পরিত্যাগ করিয়া সীসিলিতে যাইতে হইয়াছিল। সেই স্থানে তাঁহার অভিপ্রায়ানুরূপ আদর্শরাজ্য গঠনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হয়েন নাই।

তাঁহার গ্রন্থসমূহ গল্প ও কথোপকথনের আকারে লিখিত। সমাজ, রাষ্ট্র, শিক্ষা, দেবতত্ত্ব, দর্শন প্রভৃতি যে যে বিষয়ে তিনি গবেষণা করিয়াছিলেন তৎসমুদয় তাঁহার তিনটী প্রধান গ্রন্থে সন্নিবেশিত রহিয়াছে। রিপাব্লিক (Republic) গ্রন্থে আদর্শরাষ্ট্রের বর্ণনা; টাইমিয়াস (Timœus) গ্রন্থে বিশ্বজগৎ, দেবদেবী, মনুষ্য, সমাজ প্রভৃতি সৃষ্ট পদার্থের উৎপত্তি বর্ণনা; এবং লজ্ (Laws) নামক গ্রন্থে গ্রীসে কিরূপ সমাজ, রাষ্ট্র, শিক্ষা, ও ধর্ম্ম প্রচলিত হওয়া বাঞ্ছনীয় এই বিষয়ে মত প্রচার করিয়াছেন। কয়েকখানি গ্রন্থে সোফিষ্টগণের স্বার্থপরতা এবং অর্থপৈশাচিকতা নিন্দা করিয়াছেন।

তাঁহার আত্মীয় স্বজনেরা সকলেই প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিলেও তিনি কখন কোন কর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই।

তাঁহার মতে জগৎ পরিবর্ত্তনশীল এবং বাহ্য ইন্দ্রিয় ইহার সম্বন্ধে

প্রকৃত তথ্য দান করিতে পারে না। অথচ বিশ্বে কতকগুলি চিরস্থায়ী সনাতন সত্য আছে। জগতের এই মূল কারণগুলি মানুষের অন্তর্জগতের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। এইভাব সমূহ আবিষ্কার করিতে পারিলেই দর্শনের উদ্দেশ্য সাধিত হয়। সুতরাং তিনি জগতের বৈচিত্র্যের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া ভাবরাজ্যের ঐক্য ও সামঞ্জস্যের বিচারে প্রবৃত্ত হয়েন এবং এই উপায়ে "একনিষ্ঠবাদ" প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার শিষ্য য়্যারিষ্টটল যেমন ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বিশেষ বিশেষ বিশ্লেষণ করিয়া ক্রমশঃ যুক্তির পর যুক্তির দ্বারা "সমষ্টিতে" (অর্থাৎ সর্ব্বসাধারণে্য প্রযোজ্য সত্যে) উপনীত হইবার চেষ্টা করিয়াছেন তিনি সেইরূপ না করিয়া এক বিশ্বসত্যের আলোচনা করিয়া বিভিন্ন পরিবর্ত্তনশীল ব্যক্তিগত সত্যের উৎপত্তির কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

৪। Lysias—(খৃঃ পূঃ ৪৫০—৩৭৩) ইহাঁর পিতা সীসিলি হইতে এথেন্সে আসিয়া বাস করেন। এইখানে ইহাঁর জন্ম হয়। বাল্যকালে উপনিবেশ স্থাপনকারীদিগের সহিত এথেন্স পরিত্যাগ করিয়া বহুকাল পরে এথেন্সে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

প্রায় ৪০০ বক্তৃতা রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার ভাষাবৈচিত্র্য অথবা অলঙ্কারের বাহুল্য ছিল না। তিনি সরলভাবে শুদ্ধ ভাষায় ভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেন। প্রবন্ধ রচনা করা তাঁহার ব্যবসায় ছিল। ইনি সর্ব্বব্যবহৃত প্রচলিত ভাষায় লিখিতেন।

তিনি সুরাপানের বিরোধী ছিলেন এবং বেশভূষা সম্বন্ধে পারিপাট্য ও পরিচ্ছন্নতা ভালবাসিতেন। শরীরের জন্য যত্ন লইতে তিনি সকলকে উপদেশ দিতেন।

৫। Issæus—(খৃঃ পূঃ ৪২০—৩৪৮) এথেন্সের সমীপবর্ত্তী ইউবিয়া দ্বীপে জন্ম গ্রহণ করিয়া এথেন্সে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন।

লিসিয়াসের নিকট ভাষা ও বক্তৃতা শিক্ষা করিয়া ডিমস্থিনীসকে এই বিদ্যা শিক্ষা প্রাদন করেন।

ইহাঁর বক্তৃতাসমূহ ওজস্বী এবং গম্ভীর ছিল। আইসক্রেটীসের ন্যায় ইনি অলঙ্কারের অনুরাগী ছিলেন না। আইনসমূহ তাঁহার আয়ত্তে থাকিত। আইনের কূট প্রশ্ন আলোচনায় বিশেষ দক্ষতা ছিল।

৬। Isocrates—(খৃঃ পূঃ ৪৩৬—৩৩৮) এথেন্সের এক ধনবান্ বাদ্যযন্ত্র বিক্রেতার পুত্র। গর্জিয়াস ও প্রডিকাসের নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। নিজে যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন তাহাতে অনেক খ্যাতনামা ছাত্র শিক্ষালাভ করিয়াছিল। সক্রেটীসের ভক্ত ছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যু দিনে (৩৯৯) প্রকাশ্যভাবে শোকপরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিলেন।

খৃষ্টপূর্ব্ব ৩৮১ অব্দে অলিম্পিয় উৎসবের সময়ে সমস্ত গ্রীকগণকে উৎসাহিত করিয়া পারস্যের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার জন্য এক প্রবন্ধ প্রচারিত করেন। ৩৭৩ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে যখন প্লাটিয়া বাসীরা থীবস্ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া এথেন্সে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল তখন তাহাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

তৎকালে তাঁহার নীতিবিষয়ক আলোচনাপূর্ণ প্রবন্ধসমূহ সংবাদ পত্রের কার্য্য করিত। তিনি কখনও কোন জনমণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা করেন নাই; এবং কোন রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। ম্যাসিডনরাজ ফিলিপের সহিত তাঁহার চিঠিপত্র চলিত। ৩৪৭ অব্দের সন্ধি স্থাপনের পর যখন ডিমস্থিনীস প্রাধান্যলাভ করিয়া ম্যাসিডনের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে উত্তেজিত করিতেছিলেন সেই সময়ে ইনি ফিলিপকে একপত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি এথেন্স অথবা স্পার্টার প্রাধান্যে গ্রীসের উন্নতি অসম্ভব বুঝিয়াছিলেন। ম্যাসিডনকে গ্রীসের অঙ্গীভূত করিয়া ম্যাসিডন রাজের

প্রাধান্যে গ্রীকসমাজের সম্প্রসারণ ও অভ্যুদয়ের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেন। কিন্তু ফিলিপ যখন এথিনীয়গণকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া সমস্ত গ্রীসের অধীশ্বর হইবার উপক্রম করিলেন তখন মর্ম্মাহত হইয়া চারিদিন অনাহারে থাকিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

তাঁহার রচনাসমূহ কবিত্বপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী ছিল। তিনি গর্জিয়াসের ন্যায় কেবলমাত্র উপমা, শব্দবিন্যাস এবং বাহ্য চাকচিক্যের উপর নির্ভর করিতেন না।

৭। Aristotle—(খৃঃ পূঃ ৩৮৪—২২) থ্রেস প্রদেশের ষ্ট্যাজিরা (Stageira) নগরের বিখ্যাত চিকিৎসকের গৃহে জন্ম। ইহাঁর পিতা ম্যাসিডনরাজের বন্ধু ছিলেন। অল্প বয়সে পিতৃহীন হইয়া এথেন্সে আসেন এবং প্লেটোর বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হয়েন (৩৬৭)। এখানে বিংশতি বৎসর শিক্ষালাভ করেন।

প্লেটোর মৃত্যুর পর এক রাজকন্যা বিবাহ করেন। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর পুনরায় বিবাহ করেন। ৩৪৩ খৃষ্টাব্দে ম্যাসিডন-রাজ ফিলিপ তাঁহাকে তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র আলেকজাণ্ডারের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করেন। তিন বৎসর শিক্ষকতার পর স্বদেশের রাষ্ট্রীয়কর্ম্মে সহায়তা করিয়াছিলেন। আলেকজাণ্ডার যখন পারস্যাভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করেন তিনি তখন এথেন্সে আসিয়া বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন (৩৩৩)। আলেকজাণ্ডার তাঁহাকে অর্থ দ্বারা সাহায্য করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর দেবাবমাননা দোষে অভিযুক্ত হয়েন এবং ত্রয়োদশ বৎসর শিক্ষাদানের পর এথেন্স পরিত্যাগ করেন।

তিনি অত্যন্ত সংসারী ছিলেন; এবং মৃত্যুকালে পরিবারবর্গের জন্য উইল করিয়া যায়েন।

তাঁহার রচিত গ্রন্থ সকল প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে ঃ—(১) গণিত, পদার্থবিদ্যা, শরীর বিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, ধর্ম্ম,

দর্শন, ন্যায় প্রভৃতি বিষয়ে তত্ত্ব আবিষ্কারের দ্বারা প্রকৃত বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন, (২) সমাজ, রাষ্ট্র, ব্যক্তি প্রভৃতি বিষয়ে নীতিশাস্ত্র লিখিয়া মানুষের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। (৩) ভাষ্ম, অলঙ্কার, কাব্য, প্রভৃতি বিষয় লইয়া সৌন্দর্য্যতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

গ্রীসের সর্ব্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণের ন্যায় তিনি বিশ্বের মৌলিক সত্যসমূহ আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করেন নাই। য়্যানাক্সা-গোরাস ও সোফিষ্টদিগের ন্যায় কেবলমাত্র চিজ্জগতের তথ্য সম্বন্ধেই আলোচনা করিতেন না; সক্রেটীসের ন্যায় কেবলমাত্র নীতিশাস্ত্রেই আবদ্ধ ছিলেন না।

কিন্তু প্লেটো যেমন সকল দর্শনবাদেই অনুসন্ধিৎসু ছিলেন তিনিও তেমনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রত্যেক সম্প্রদায়ের দাতব্যসমূহ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি জড়বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও নীতি-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞান সমূহের সত্যগুলির মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতগণের ন্যায় পরস্পর বিরোধিভাব না দেখিয়া সকলগুলির মধ্যেই ঐক্য ও সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু প্লেটোর ন্যায় মনোজগতের এবং ভাবরাজ্যের ঐক্য প্রচার না করিয়া পরিদৃশ্যমান বাহ্য জগতের বহুত্ব ও বৈচিত্র্যের মধ্যে সাম্য, সাদৃশ্য ও সামান্য গুণ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত সমূহ প্লেটোর ন্যায় কবিত্বপূর্ণ মনোরঞ্জক ভাষায় প্রচার না করিয়া বিশদ ও সুস্পষ্ট বৈজ্ঞানিকোচিত গদ্য ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এইজন্য প্লেটোর ন্যায় অলীক অথবা ভাবুক না থাকিয়া প্রকৃত, কার্য্যকুশল এবং জগতের হিতসাধকভাবে জ্ঞানানুশীলন করিয়াছেন।

তিনি জেনো অথবা এপিকুরাসের ন্যায় চরিত্রগঠন এবং ধর্ম্মজীবন প্রতিষ্ঠার জন্যই বিদ্যালোচনার প্রয়োজন উপলব্ধি করিতেন না। কেবল-

মাত্র বিদ্যা অর্জ্জনের জন্যই সকল শাস্ত্র আলোচনা করিতেন। এজন্য সঙ্কীর্ণভাবে কোন এক বিষয়ে আবদ্ধ না থাকিয়া নিখিল বিশ্বের সর্ব্ববিধ সত্য অন্বেষণে জীবন যাপন করিয়াছিলেন।

৮। Zeno—(খৃঃ পূঃ ৩৪০—২৬০) সাইপ্রাস দ্বীপে (Cyprus) জন্ম। ব্যবসায়ীর পুত্র। দৈবদুর্ব্বিপাকে জাহাজ নষ্ট হওয়ায় এথেন্সে আসিয়া উপস্থিত হয়েন; এবং জেনোফনের "সক্রেটীসজীবনী" পাঠ করিয়া দর্শন শিক্ষায় প্রবৃত্ত হয়েন। সক্রেটীসের ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী শিষ্যগণের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া নিজের দর্শনবাদ প্রচার করিবার জন্য এথেন্সে এক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি বহুকাল পর্য্যন্ত শিষ্যবর্গকে শিক্ষা দান করিয়া আত্মহত্যা করেন। বিদ্যালয় যে স্থানে অবস্থিত ছিল সেইস্থান অনুসারে তাঁহারা ষ্টোয়িক (Stoic) নামে অভিহিত হইতেন।

তাঁহাদের মতে সচ্চরিত্র ও ধর্ম্মজীবন গঠনই বিদ্যালাভের ও জ্ঞানানুশীলনের একমাত্র উদ্দেশ্য। ন্যায়শাস্ত্রের দ্বারা সত্য আবিষ্কারের উপায় উদ্ভাবন করিয়া পদার্থবিজ্ঞানের সাহায্যে বিশ্বের সংঘটন ও শৃঙ্খলা আলোচনা করিতেন; এবং নীতিশাস্ত্রের দ্বারা জীবনের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতেন।

প্রকৃতির নিয়মানুসারে জীবন যাপন করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য-ছিল। সুখ দুঃখ সমান জ্ঞান করিয়া এবং শারীরিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া ধীরভাবে সহিষ্ণুতার সহিত কঠোর কর্ত্তব্যময় জীবনে সংযম পালন করাই তাঁহাদের মতে ধর্ম্ম। দয়া, ক্রোধ, প্রভৃতির বশবর্ত্তী না হইয়া পরোপকার করা তাঁহাদের জীবনের ব্রত ছিল। সর্ব্বদা নিজ জীবন সমালোচনা করিয়া তাঁহারা স্বরচিত নিয়মাবলীর অধীনে থাকিতেন; এবং ভাবে, চিন্তায় ও কর্ম্মে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া আদর্শ চরিত্র গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

৯। Epicurus (খৃঃ পূঃ ৩৪২—২৭০) ইহাঁর বাল্যজীবন ও শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু অবগত হওয়া যায় না। স্যামস্ (Samos) দ্বীপে জন্ম। ইহাঁর জনকজননী এথেন্সবাসী ছিলেন। ৩০৬ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে স্বীয় মত প্রচার করিবার জন্য এক সমাজ বা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

তাঁহার মতে আনন্দভোগই মনুষ্যজীবনের সুখ। এই আনন্দলাভ করিতে হইলে সৎকর্ম্ম ও পবিত্র জীবন গঠন করিতে হয় ইন্দ্রিয়োপভোগ অথবা অধর্ম্মের দ্বারা এই আনন্দ উপলব্ধি হইতে পারে না। দেবতারা জগতের কর্ম্ম ও মানুষের উন্নতি অবনতি সম্বন্ধে উদাসীন এইরূপ মত প্রচার করিয়া ভগবন্নির্ভর দেবোপাসক ষ্টোয়িকগণের বিরক্তিভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং সচ্চরিত্র ছিলেন এবং উপাসনা করিতেন।

১০। Alexander—(খৃঃ পূঃ ৩৫৬—২৩) ম্যাসিডনীয়রাজ ফিলিপের পুত্র। পিতার অধীনে যুদ্ধ করিয়া ৩৩৮ অব্দে চীরোনীয়াতে (Chœronea) গ্রীকদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। য়্যারিষ্টটলের নিকট শিক্ষালাভ করেন। পিতার মৃত্যুর পর বিংশতি বৎসর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করেন এবং গ্রীকদিগের বিদ্রোহ দমন করিয়া ৩৪৫ অব্দে এসিয়াভিমুখে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হয়েন।

এসিয়ামাইনার, প্যালেষ্টিন. মিশর, ব্যাবিলন, পারস্য, আফগানিস্থান, তুর্কিস্থান ও পঞ্জাব পর্য্যন্ত তিনি আয়ত্ত করেন। ভারতবর্ষ বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা ছিল ; কিন্তু তাঁহার সৈনিকদল বিমুখ হওয়ায় তিনি বেলুচিস্থান এবং পারস্যের ভিতর দিয়া ব্যাবিলন নগরে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। এইস্থানে বত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রাজ্য জয় করিয়া তিনি যে সকল শাসনকর্ত্তা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের সহিত তিনি সদাচরণ করিতেন। এসিয়া. ইউরোপ ও

আফ্রিকার যে যে প্রদেশগুলি তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল সকলগুলিকে একই অখণ্ড সাম্রাজ্যের অংশরূপে দেখিতেন ; এবং এইজন্যই সকল সমাজের প্রতি সমদর্শিতা এবং সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন। সর্ব্বত্র স্বনামে নগর প্রতিষ্ঠিত করিয়া বাণিজ্য, সাহিত্য, এবং শিক্ষার কেন্দ্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বেশভূষা, আচার ব্যবহার, বিবাহ, সৌজন্য, কর্ম্মচারিনিয়োগ প্রভৃতি যাবতীয় সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিষয়ে তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সনাতন বিরোধ ভঙ্গ করিয়া সমন্বয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্যোগে গ্রীকদিগের সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান এবং কলাবিদ্যা সুদূর ভারতবর্ষেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

অষ্টম অধ্যায়।

এথেন্সের শিক্ষাপদ্ধতিঃ তৃতীয় যুগের সাধারণ অবস্থা।

ইউরোপে এথেন্সের দান স্বরাজতন্ত্র ও বিজ্ঞান।

ডিমস্থিনীস, আলেকজাণ্ডার ও য়্যারিষ্টটলের যুগে শিক্ষাপদ্ধতি সাধারণ রাষ্ট্রীয় জীবন হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল। পেরিক্লীস ও পর্য্যটক সোফিষ্টদিগের যুগের ন্যায় এই যুগে সমাজের সাধারণ চিন্তা ও কর্ম্মশক্তি সমষ্টি হইতে কোন ব্যক্তির বিশিষ্টভাবে শিক্ষালাভ হইত না। এক্ষণে জ্ঞানানুশীলন নিভৃত গৃহবাসী সুধীমণ্ডলীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল ; চিন্তাসমূহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত না থাকিয়া ক্রমশঃ সুসম্বদ্ধতা, ঐক্য ও সামঞ্জস্য লাভ করিল, এবং দর্শন সমূহ

শৃঙ্খলাবদ্ধ হইতে লাগিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবনত এথিণীয়দিগের এই যুগের গবেষণাই ইউরোপীয় দার্শনিক মতবাদসমূহের মূল প্রস্রবণ।

ইউরোপীয় সভ্যতা যুগ-পরম্পরার ভিতর দিয়া যে কয়েকটি ফল বিকাশ করিয়াছে তন্মধ্যে কর্ম্ম জগতে স্বায়ত্তশাসন এবং চিন্তাজগতে যুক্তিমূলক বিজ্ঞান এই দুইটীই প্রধান। এই দুইটীই এথেন্সের দান। স্বাধীন অবস্থায় পেরিক্লীসের এথেন্স প্রজাতন্ত্র-শাসনের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিল; সেই সময়েই অন্ধ-বিশ্বাস বর্জ্জন, জড়জগতের তত্ত্ব নির্দ্ধারণ, সংশয়বাদ এবং যুক্তির কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছিল বটে; কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর চতুর্থ শতাব্দীতেই প্রকৃত বিজ্ঞান-শাস্ত্রের এই সকল উপাদানের চরমোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল।

এথেন্স বিশ্ব-বিদ্যালয়।

স্বাধীনভাবে নিজ নিজ মতানুসারে পণ্ডিতেরা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এজন্য প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির উপযোগী শিক্ষা-লাভের সুযোগ পাইত। বিভিন্ন শ্রেণীর চিন্তাপ্রণালীর উদ্রেক হইয়াছিল। বিদ্যাকাঙ্ক্ষী, বিদ্যাদাতা, যে যেখানে থাকুন—সকলেই এথেন্সের অধিবাসী হইতে লাগিলেন। শিক্ষা সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে এজন্য পণ্ডিতদিগকে তাঁহাদের ধনবান্ বন্ধুগণ ভূমি, গৃহ, সম্পত্তি প্রভৃতি দান করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে চতুর্দ্দশ বৎসর হইতে অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রম কাল পর্য্যন্ত যে চারি বৎসর ছাত্রেরা সোফিষ্টদিগের নিকট শিক্ষালাভ করিত, তাহারা এখন সেই সময়ে এই সকল নবপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে শিক্ষা-লাভ করিতে লাগিল। বিদ্যালয় সমূহ স্থায়ী হইল, বড় বড় পণ্ডিতদিগকে কেন্দ্র করিয়া সহকারী শিক্ষক, ও গবেষণেচ্ছু উন্নত ছাত্রগণ সমবেত হইবার সুযোগ পাইলেন। এথেন্স প্রকৃত প্রস্তাবে বিশ্বের বিদ্যালয় হইয়া তৎকালীন চিন্তাজগতের রাজধানী হইল।

নবম অধ্যায়।

উপসংহার।

আলোচিত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

গ্রীকদিগের সভ্যতা যতদিন স্বাধীনভাবে বিকাশ ও বিস্তৃতি লাভ করিতেছিল, ততদিন দেশ কাল ও অবস্থা অনুসারে তাহাদের শিক্ষাপদ্ধতির যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, এই পুস্তকে কেবলমাত্র সেই সকল পরিবর্ত্তনের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তন সমূহের বর্ণনায় প্রধানতঃ দুইটি বিষয়ের বিশেষ উল্লেখ করিতে হইয়াছে—(১) ডোরীয় জাতির স্থিতিশীল শিক্ষাপদ্ধতি, এবং (২) আইওনীয় জাতির পরিবর্ত্তনশীল শিক্ষাপদ্ধতি।

ডোরীয় জাতির শিক্ষাপদ্ধতি স্পার্টা নগরে বিকাশ লাভ করিয়াছিল। এজন্য স্পার্টার সভ্যতা ও শিক্ষানীতি আলোচিত হইয়াছে। আইওনীয় জাতির শিক্ষাপদ্ধতি এথেন্স নগরে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। এজন্য গ্রীক শিক্ষাপদ্ধতির ইতিহাসে এথেন্সের সভ্যতা ও শিক্ষানীতি আলোচিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, কেবলমাত্র জাতিগত বৈচিত্র্যের জন্য শিক্ষার বৈচিত্র্য ঘটিয়াছিল, এমন নহে। সময়ের পরিবর্ত্তনে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল বলিয়া শিক্ষাপদ্ধতিও রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই রূপান্তর স্পার্টার ডোরীয় সমাজকে কোনরূপ স্পর্শ করে নাই। এথেন্সেই শিক্ষাপদ্ধতির ক্রমিক বিকাশ ও অবস্থান্তর প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল। এইজন্য এথেন্সের সভ্যতা ও শিক্ষাপদ্ধতির ক্রমবিকাশের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে হইয়াছে।

যে সকল বিষয় আলোচিত হয় নাই; (ক) শিক্ষা সম্বন্ধে রাষ্ট্রনীতিক-দিগের মত, এবং বিশিষ্ট

এইরূপ বিভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতি সমূহের চিত্র প্রদান করিবার জন্য, সমাজে বাস্তবিক পক্ষে যেরূপভাবে শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হইত তাহারই বর্ণনা করা হইয়াছে। স্পার্টায় ও এথেন্সে ভিন্ন ভিন্ন যুগে শিক্ষা সম্বন্ধে সাধারণের যেরূপ মনোযোগ ছিল, শিক্ষক ও সমাজের যেরূপ সম্বন্ধ ছিল, শিক্ষার্থীদের

যেরূপ উদ্দেশ্য ছিল, রাষ্ট্রের সহিত শিক্ষাব্যবস্থার যেরূপ সংস্রব ছিল, কেবলমাত্র সেইরূপ অবস্থারই প্রকৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। রাষ্ট্রনৈতিকগণ অথবা ব্যবস্থাপক সভার প্রধান প্রধান সচিবেরা শিক্ষার উদ্দেশ্য, উপকরণ ও প্রণালী সম্বন্ধে যেরূপ মত প্রকাশ করিতেন; অথবা সক্রেটীস, প্লেটো, য়্যারিষ্টটল প্রভৃতি পণ্ডিত ও দার্শনিকগণ রাষ্ট্র ও শিক্ষাসম্বন্ধে যেরূপ মতবাদের প্রতিষ্ঠা করেন, শিক্ষাপদ্ধতির যেরূপ আদর্শের উল্লেখ করেন, তাহার কোনও বিবরণ প্রদত্ত হয় নাই। ইহাঁদের দার্শনিক মতবাদ সমূহের বিশদ বিবরণ দান না করিয়া, ইহাঁরা আচার্য্য ও অধ্যাপকভাবে শিক্ষকতার কার্য্য কিরূপ করিতেন, স্ব স্ব বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতারূপে যে ভাবে বিদ্যাদান ও শিক্ষার বিস্তার করিতেন, প্রকৃত প্রস্তাবে শিষ্যদিগের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতেন, এই প্রবন্ধে তাহাই আলোচিত হইয়াছে।

দার্শনিক মতবাদের প্রতিষ্ঠাতাদিগের শিক্ষা-বিজ্ঞান-সমূহ।

এতদ্ব্যতীত, দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের উত্তরাধিকারীরা এসিয়া, ইউরোপ, ও আফ্রিকার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশসমূহ করতলগত করিয়া সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনমন্দিরস্বরূপ, সভ্যতা বিস্তারের কেন্দ্র, নগরসমূহ স্থাপনপূর্ব্বক মানব সমাজকে গ্রীক সভ্যতার দ্বারা রঞ্জিত করিবার যে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, সেই জগদ্বিস্তৃত গ্রীক-সভ্যতার

(খ) নব্য গ্রীক সভ্যতা ও নব শিক্ষা-পদ্ধতির কেন্দ্র-সমূহ।

আধিপত্যকালে শিক্ষাপদ্ধতির কিরূপ পরিবর্ত্তন হয়, তাহারও কোনও চিত্র প্রদান করা হয় নাই। নূতন নূতন শক্তি সমূহের সংস্পর্শে ও নূতন নূতন ঘটনাবলীর প্রভাবে গ্রীক সভ্যতা নূতনরূপ ধারণ করে, এবং ইহার কেন্দ্র প্রাচীন গ্রীস পরিত্যাগ করিয়া এসিয়া ও আফ্রিকার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়।

অধিকন্তু, অল্পকালের মধ্যেই রোমান সাম্রাজ্য ম্যাসিডনীয় সাম্রাজ্যের প্রদেশ সমূহ গ্রাস করিয়া গ্রীকসভ্যতা-বিস্তারের দায়িত্ব গ্রহণ এবং রোমীয় প্রণালীতে গ্রীকসভ্যতার রোমীয় সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিল। সুতরাং খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর আরম্ভ হইতে রোমীয় সভ্যতার অবসাদকাল পর্য্যন্ত গ্রীকসভ্যতা নিজের পবিত্রতা ও স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ম্যাসিডনীয় ও রোমীয়রূপ ধারণ করিয়াছিল। এই ম্যাসিডনীয় গ্রীক সভ্যতার প্রধান কেন্দ্র নীলনদতটবর্ত্তী আলেক্‌জাণ্ড্রিয়া নগর, এবং রোমীয় গ্রীক সভ্যতার প্রধান কেন্দ্র নগর-সম্রাজ্ঞী রোম। এইরূপ অবস্থা-বিপর্য্যয়ের নিমিত্ত প্রাচীন গ্রীসের এথেন্স নগরও ম্যাসিডনীয় এবং রোমীয় ভাব ধারণ করিয়াছিল।

গ্রীকসভ্যতার নবযুগ (১) ক্ষুদ্র নগরগত

নবভাবাপন্ন এথেন্স, নবপ্রতিষ্ঠিত আলেক্‌জাণ্ড্রিয়া, অথবা গ্রীকভাবাপন্ন রোম, কোনও কেন্দ্রই প্রকৃত প্রাচীন গ্রীসের নিদর্শন নহে। সুতরাং

প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষাপদ্ধতির ইতিহাসে ইহাদের কোনও স্থান নাই।

জীবনের পরিবর্ত্তে রাজতন্ত্র সভ্যতার প্রবর্ত্তন ক্রমশঃ সমাজে বিশ্বজনীনতার প্রবেশ।

এই নবযুগে গ্রীকদিগের স্বাধীনতা নষ্ট হওয়ায় নবপ্রবর্ত্তিত বিজাতীয় রাজতন্ত্রের অধীনতায় তাহাদের স্বাভাবিক জাতীয় জীবনের গতিরোধ হইয়াছিল। পুরাতন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগররাজ্য সমূহের পরিবর্ত্তে নূতন নূতন শাসনপ্রণালীবিশিষ্ট বিভিন্ন প্রদেশ-রাজ্য, সাম্রাজ্য, যুক্তরাজ্যসমূহ প্রাচীন জাতীয় ভাবের বিনাশ সাধন করিয়া অভিনব জাতীয়তা ও নূতন রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রবর্ত্তন করিয়াছিল।

রাষ্ট্র সমূহ বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন দেশবাসী দিগের আবাসভূমি হইয়া পড়িতেছিল। নিজ নিজ পল্লী, জনপদ বা নগরের চতুঃসীমায় আবদ্ধ না থাকিয়া লোকেরা নূতন নূতন দেশ ভ্রমণ করিয়া, নূতন নূতন সমাজ, নূতন নূতন আচার ব্যবহার ও নূতন নূতন ধর্ম্মের সংস্পর্শে আসিয়া প্রশস্তমনা ও উদারচেতা হইতে লাগিল। ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের অধিবাসিবৃন্দ ও রাজন্যবর্গের বিবাহপ্রথা প্রচলিত হইয়া পরস্পরের মধ্যে সখ্য, ঐক্য ও সহানুভূতি বর্দ্ধিত করিতেছিল।

বিচারালয়ে ও রাজদরবারে সর্ব্বত্র গ্রীকভাষা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় বহু দেশে এক ভাষার

প্রচলন হইয়াছিল ; শিল্পবাণিজ্যবিস্তারের ফলে, ভাব ও কর্ম্মের আদান প্রদান সুসাধ্য এবং বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন স্থানে সভ্যতাবিস্তারের নূতন নূতন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এইরূপে নানা উপায়ে ব্যাপকতা ও বিশ্বজনীনতার পুষ্টি সাধিত হইতেছিল।

(২) পুরাতন রাষ্ট্রগত সভ্যতার বিলোপের ফলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পূর্ণ বিকাশ।

এইরূপ অবস্থা পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত তাহাদের চিন্তাজগতেও যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। স্বরাজ্যের রাষ্ট্রীয় কর্ম্মে ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও জীবন গঠনের সুযোগ সমূহ নষ্ট হওয়ায় তাহাদের চিন্তা ও কর্ম্ম রাষ্ট্রীয়জীবন হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং নৈতিক জগতের ভারকেন্দ্র স্থানভ্রষ্ট হইয়া জীবনের নূতন আদর্শ, ভাব ও কর্ম্মের নূতন লক্ষ্য, সমাজের নূতন প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করিতেছিল।

কর্ম্মঠ, উৎসাহী, সামরিকশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিরা স্বদেশে উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্র না পাইয়া দূর বিদেশে গমনপূর্ব্বক স্বকীয় প্রবৃত্তি ও প্রকৃতির বিকাশ সাধনোপযোগী জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিল। ধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিতগণ রাষ্ট্র-বিচারালয়, মন্ত্রণাসভা প্রভৃতি সামাজিক কর্ম্মক্ষেত্রসমূহ ত্যাগ করিয়া নিভৃতস্থানে শিষ্য পরিবৃত হইয়া নিজ নিজ শক্তি অনুসারে বিদ্যালয় ও আলোচনা-সঙ্ঘ প্রভৃতি চিন্তার কেন্দ্র সমূহ প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন।

সুতরাং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা

স্থিরপ্রতিষ্ঠ হইল। যে স্বাধীন চিন্তা বহুদিন হইতে গ্রীকসমাজে প্রবর্ত্তিত হইতেছিল, তাহা নূতন ঘটনাবলীর প্রাদুর্ভাবে স্বাভাবিকরূপে, অবারিতভাবে বদ্ধমূল হইতে লাগিল। জেনো ও এপিকরাস এবং তাঁহাদের মতাবলম্বী সম্প্রদায়েরা, রাষ্ট্রীয় জীবনের পুষ্টিতে ব্যক্তির সম্পূর্ণতা লাভ হয়,—এই মতবাদ প্রত্যাখ্যান করিয়া, রাষ্ট্র ও সমাজবিচ্যুত স্বাধীন পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব-বিকাশের আদর্শ ও উপায় প্রভৃতি সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

গ্রীকজীবন এইরূপে ব্যাপকতা, বিশ্বজনীনতা, ব্যক্তিত্ব, স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়া সাহিত্য, কলা, রীতিনীতি প্রভৃতি সভ্যতার বিবিধ অঙ্গের রূপান্তর সৃষ্টি করিল।

(৩) সঙ্কলন, অনুবাদ, সমালোচনা ও তুলনাসিদ্ধ বিজ্ঞানের যুগ।

সাহিত্যসেবী ও বিদ্যানুরাগী নরপতিরা জ্ঞানানুশীলন ও বিদ্যাচর্চ্চার জন্য গৃহ প্রতিষ্ঠা, ভূসম্পত্তি-দান, অর্থ সাহায্য প্রভৃতি বিবিধ উপায়ে পণ্ডিতদিগের কার্য্যের সহায় হইয়া, পণ্ডিতসম্মিলনী, সমালোচনা-সমিতি, মিউজিয়ম, পুস্তকাগার, বিজ্ঞান-মন্দির প্রভৃতি বিদ্বৎ-সঙ্ঘ-গঠনের সুবিধা করিয়া দিলেন। গ্রীক, মিশরীয়, বৌদ্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন মতবাদসমূহের সঙ্ঘর্ষণে চিন্তা-প্রণালীর নূতন সংঘটনের সুবিধা জন্মিল। প্রাকৃতিক ও মানবীয়, উভয় জগতের বিচিত্র ঘটনাবলী ও কার্য্যসমূহের

বিবরণ প্রস্তুত হইতে লাগিল। ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে বিচিত্র পদার্থ ও দ্রব্য সমূহ বিদ্বৎ-সমিতিতে আনীত হইয়া আলোচিত হইতে লাগিল।

বিবিধ অনুবাদ প্রকাশিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় রচিত গ্রন্থসমূহের ভাব সুধীমণ্ডলীতে প্রচারের দ্বারা বিবিদষা বর্দ্ধিত করিল। নানাদিকে নানা বিষয় লইয়া চিন্তা, গবেষণা, আলোচনা, তর্ক, বাদানুবাদ, ব্যাখ্যা প্রভৃতি কার্য্য চলিতে লাগিল। শিষ্যেরা গুরুদিগের মতবাদ সমূহের টীকা টিপ্পনী লিখিতে লাগিলেন।

বিচিত্র তথ্য-সংগ্রহের ফলে তুলনা ও শ্রেণীবিভাগ-প্রণালী অবলম্বনের সুযোগ উপস্থিত হইল। উদ্ভিদ প্রাণী, ভাষা, প্রভৃতি সকল পদার্থেরই নিয়মসমূহ, ক্রমান্বয়, পারম্পর্য্যের প্রণালী এবং কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আবিষ্কৃত হইতে লাগিল। পরস্পরের তুলনা ও তারতম্যের ফলে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মতবাদ এবং চিন্তা-প্রণালীসমূহের স্থান, ক্রম ও পর্য্যায় নির্ণীত হইতে লাগিল। মতসমূহ শ্রেণীবদ্ধ ও শৃঙ্খলীকৃত হইয়া প্রকৃত বিজ্ঞানের রূপ ধারণ করিল।

বাস্তবিকপক্ষে এক বৈজ্ঞানিক যুগ উপস্থিত হইয়াছিল। গণিত, জ্যোতিষ, জ্যামিতি, ভূগোল, ইতিবৃত্তপ্রভৃতি বিবিধ বিদ্যার উৎকর্ষ সাধিত হইল। এই তর্ক ও যুক্তিমূলক সমালোচনার যুগে ধর্ম্মতত্ত্ব এবং

সাহিত্যও তুলনাসিদ্ধ বিজ্ঞান হইয়া পড়িল। লোকে মৌলিক কাব্যাদির রচনা পরিত্যাগ করিয়া সঙ্কলন, অনুবাদ ও সমালোচনা প্রভৃতির দ্বারা গদ্য সাহিত্যের পুষ্টি সাধন এবং বিদ্যাবিস্তারের জন্য অল্পমূল্যে পুস্তক প্রকাশিত করিতে লাগিল। লিখন প্রণালী এবং রচনাকৌশলের অপেক্ষা সরল ও সুবোধ্য ভাষায় ভাবপ্রকাশের প্রতি লোকের দৃষ্টি পতিত হইল। বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ বাগ্মিতা শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক অনুসন্ধান, দার্শনিক বিশ্লেষণ এবং ঐতিহাসিক গবেষণা ও ধর্ম্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি গভীর বিষয়ে মন নিবিষ্ট করিলেন।

নব্য শিক্ষা-পদ্ধতি— (১) শারীরিক শিক্ষার লোপ; (২) রাষ্ট্রনৈতিক বাগ্মিতা শিক্ষার লোপ;

সুতরাং এই যুগের শিক্ষাপদ্ধতি পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের শিক্ষাপদ্ধতি হইতে স্বতন্ত্র। শারীরিক ও সামরিক শিক্ষা ক্রমশঃ অবনত ও লুপ্তপ্রায় হইয়া মানসিক শিক্ষার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিল। সমাজে প্রথম যুগ হইতে মানসিক ও শারীরিক উৎকর্ষের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের জন্য যে প্রয়াস ছিল, এত দিনে তাহা বিফল হইল। অধিকন্তু, রাষ্ট্রনৈতিক বাগ্মিতা ও সমালোচনা প্রভৃতির পরিবর্ত্তে সৃষ্টি, স্থিতি, জীব, ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, গণিত, দর্শন প্রভৃতি চিন্তজগতের গভীর বিষয়গুলি মানসিক শিক্ষার বিষয় হইল।

(৩) সরকার পরিচালিত

ক্রমশঃ বিত্তালয়সমূহ সরকারের ব্যয়ে ও সরকারের কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হইতে লাগিল।

বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ ; (৪) প্রাচীন গ্রীসের বিদ্যালয়সমূহ হতপ্রভ ও লুপ্তকীর্ত্তি।

রাজশক্তির প্রভাবে নূতন আলেক্‌জাণ্ড্রিয়া পুরাতন এথেন্সকে হতপ্রভ ও হীনবীর্য্য করিল। রোমনগরী সাম্রাজ্যনীতির দ্বারা বিজিত প্রদেশসমূহের কীর্ত্তিকলাপ ধ্বংস করিয়া গ্রীক সভ্যতার সাহায্যে নিজের সর্ব্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিবার জন্য আপনাকে গ্রীকসভ্যতার রাজধানী ও প্রধান কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। এই যুগে এথেন্স চিন্তাজগতে যে সামান্য প্রতিপত্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহা আলেক্‌জাণ্ড্রিয়ার নব্য চিন্তাপদ্ধতির অনুকরণের ফলমাত্র—স্বকীয় বিশেষত্বের পরিচায়ক নহে। বিশাল সাম্রাজ্যের মধ্যে কেবলমাত্র একটী ষ্টেট-পরিচালিত প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়রূপে সম্রাটদিগের বদান্যতায় নির্ভর করিয়া এথেন্সে শেষ জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। এইরূপে প্রাচীন গ্রীকসভ্যতা প্রথমতঃ স্বকীয় বিশেষত্ব, এবং দ্বিতীয়তঃ নিজ বাসভূমি হারাইয়া সম্পূর্ণ নূতন সভ্যতা সৃষ্টির উপকরণ হইল।

(গ) হোমরবর্ণিত গ্রীক জাতির শৈশবাবস্থা ;

এই নূতন সভ্যতার মধ্যে যেমন প্রাচীন গ্রীকদিগের বিশেষত্ব লক্ষিত হয় না, তেমনই হোমারীয় কবি-সম্প্রদায়ের কাব্যগ্রন্থসমূহে গ্রীকসমাজের যে অবস্থার বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতে গ্রীকদিগের

স্বতন্ত্র্য সভ্যতার বিশেষ কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না।* এই জন্য হোমর-বর্ণিত গ্রীকজাতির শৈশবাবস্থার বিবরণ এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হয় নাই। হোমারের মহাকাব্য সমূহে যে সমাজ ও রাষ্ট্রের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকে বর্ত্তমান জগতের আর্য্য-ভাষাভাষী জাতিসমূহের সাধারণ পূর্ব্বপুরুষগণের চিত্র বলা যাইতে পারে। তথাপি গ্রীকপ্রদেশ ও উপনিবেশ সমূহে রচিত ও গীত হওয়ায় এই সমুদয় কাব্যে গ্রীকজাতীয় প্রকৃতির আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(১) সামাজিক জীবনের সরলতা; (২) সমাজের উপকার-সাধন—এক লক্ষ্য; (৩) শিক্ষার উদ্দেশ্য—শারীরিক উৎকর্ষসাধন ও আলোচনা-শক্তির বিকাশ

রাষ্ট্র ও ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। রাজার নিম্নে চিকিৎসক, কথক ও গণক সমাজের প্রধান ব্যক্তি। সাহিত্যের সৃষ্টি হয় নাই, লিখনপদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় নাই। তখন দেশে দেশে চারণগণ পুরাকাহিনী গান করিয়া বেড়াইত। বিবিধ শিল্প তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। সমাজ ও রাষ্ট্রে জটিলতা প্রবেশ করে নাই।

সর্ব্বদা জীবন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকিয়া এবং কর্ম্মঠ জীবন গঠন করিয়া শত্রুদিগকে পরাস্ত করাই সমাজের প্রধান কার্য্য ও উদ্দেশ্য ছিল। শারীরিক শক্তি ও সাহসিকতাই তখন প্রধান গুণ বলিয়া বিবেচিত হইত। আত্মশক্তিতে সর্ব্বসাধারণের বিশ্বাস জন্মাইয়া সকলের নেতৃত্ব গ্রহণ

করিতে পারাই বীরত্ব ছিল। এই জন্য অবস্থার উপযোগী আলোচনা ও বিচার-শক্তিই মানসিক উৎকর্ষের লক্ষণ ছিল।

স্বতরাং (১) উপযুক্ত সময়ে কর্ম্ম করা, এবং (২) উপযুক্ত বিষয়ে পরামর্শ দান করাই হোমরীয় গ্রীক-দিগের শিক্ষালাভের উদ্দেশ্য ছিল। এজন্য স্বতন্ত্র কোনও বিদ্যালয় বা শিক্ষাদাতার আবশ্যকতা ছিল না। রাষ্ট্র-শাসনের জন্য যে সাধারণ সভা ছিল, তাহাতে মতামত প্রকাশ করিতে যাইয়া রাষ্ট্রের মঙ্গল-বিধায়ক পরামর্শ প্রদান এবং কর্ত্তব্য-সাধনের শিক্ষা লাভ হইত। শিক্ষার আদর্শ প্রকৃত কর্ম্মবীর ও যোদ্ধার স্বষ্টি। এজন্য সমাজের প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রই শিক্ষালয়রূপে বিবেচিত হইত।

স্বতরাং রাষ্ট্রীয়জীবনের বিকাশ, শরীরের পুষ্টি ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনই হোমরীয় শিক্ষাপদ্ধতির প্রধান আদর্শ। গ্রীসের চরমোৎকর্ষের সময়েও এই সকল আদর্শের পারাকাষ্ঠা হইয়াছিল। অতএব যে সকল ভাব, আদর্শ ও প্রণালী পরিপুষ্ট গ্রীকসভ্যতার অঙ্গ ছিল, হোমরীয় যুগে সেই সকল সভ্যতা-গঠনোপযোগী উপকরণসমূহের বীজ উপ্ত হইয়াছিল, এ কথা বলা যাইতে পারে। হোমরীয় কবিগণ যে প্রতিষ্ঠানসমূহের বর্ণনা করিয়াছেন, সেই সমুদয়ই পরবর্ত্তী যুগসমূহে ভিন্ন ভিন্ন কারণে পুষ্টি

লাভ করিয়া গ্রীকসভ্যতার বিকাশ-সাধনের সহায়তা করিয়াছিল। এই যুগের (১) কর্ম্মশিক্ষা ও (২) আলোচনাশিক্ষা পরবর্ত্তী কালের গ্রীসের সর্ব্বত্র প্রচলিত শিক্ষণীয় বিষয় সমূহের দ্বিবিধ বিভাগ—(১) ব্যায়াম (২) সঙ্গীত (সাহিত্য) শিক্ষার মৌলিক কারণ।

প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা-পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা

স্বাধীনভাবে বিকশিত গ্রীকশিক্ষাপদ্ধতির পৌর্ব্বাপর্য্য ও প্রকৃতি বিশেষভাবে আলোচনা করিলে এই জ্ঞান জন্মে যে প্রাচীন গ্রীকেরা রাষ্ট্রের কর্ম্মে সহায়তা করিবার উপযুক্ত হইবার জন্যই শিক্ষার আদর করিত। রাষ্ট্রের উন্নতিই শিক্ষা-বিস্তারের উদ্দেশ্য ছিল। এই লক্ষ্যের দ্বারাই শিক্ষালাভের সময়-বিভাগ, শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ, শিক্ষার উপকরণ, বিদ্যালয়ের শাসন প্রভৃতি নির্দ্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইত।

শিক্ষার উদ্দেশ্য—রাষ্ট্রের উন্নতিবিধান।

স্পার্টায় রাষ্ট্রই একমাত্র শিক্ষালয় ও শিক্ষা-দাতা ছিল। এথেন্সে যদিও কার্য্যতঃ শিক্ষাবিস্তার সরকারের অধীন ছিল না বটে, কিন্তু প্লেটো, য়্যারিষ্ট-টল, প্রভৃতি প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ স্পার্টার শিক্ষাপদ্ধতিই আদর্শ শিক্ষাপদ্ধতি বলিয়া বিবেচনা করিতেন। বিদ্যালয়সমূহ ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল বটে, এবং শিক্ষার ব্যয় পারিবারিকভাবে নির্ব্বাহিত হইত বটে, কিন্তু শিক্ষার্থীদিগের চরিত্র-গঠন ও

সংযম-পালন সম্বন্ধে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে এবং অভিভাবকদিগকে রাষ্ট্রের নিয়মানুসারে চলিতে হইত। তদ্ব্যতীত পাঠদ্দশার অধিকাংশ কালই সমর ও আইনশিক্ষায় ব্যয়িত হইত। সুতরাং কি স্পার্টা, কি এথেন্স, উভয় প্রদেশে রাষ্ট্রই শিক্ষা-পদ্ধতির নিয়ন্তা ছিল, বলা যাইতে পারে।

ব্যক্তির উপর রাষ্ট্রের আধিপত্য যতই হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছিল, ততই এথেন্সের জাতীয়-জীবনে অবসাদ উপস্থিত হইয়াছিল। ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ ও স্বাধীনতা-প্রিয়তার বৃদ্ধির সহিত প্রাচীন গ্রীসের পুরাতন রাষ্ট্রগত সভ্যতার ক্রমিক লোপ হইয়াছিল।

শিক্ষণীয় বিষয়-সমূহ —
(১) ব্যায়াম ;
(২) সঙ্গীত ;

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। শারীরিক উৎকর্ষ সাধনোপযোগী ব্যায়ামশিক্ষা। স্পার্টায় এই শিক্ষা প্রাধান্য লাভ করিয়া অপরবিধ শিক্ষার উন্নতির কণ্টক হইয়াছিল। এথেন্সের শিক্ষাপদ্ধতিতে ইহার বিশিষ্ট স্থান ছিল, এবং এথেন্সের পণ্ডিতেরাও ইহার আদর করিতেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ ব্যায়ামের অনুশীলন হইত। তদ্ব্যতীত যে বয়সে সমরশিক্ষাই প্রধান শিক্ষার স্থান অধিকার করিত, সেই সময়েও এই শারীরিক উৎকর্ষের প্রতি স্বভাবতঃই বিশেষ দৃষ্টি থাকিত। মানসিক উৎকর্ষ সাধনোপযোগী সঙ্গীতশিক্ষা। স্পার্টায় সঙ্গীত চর্চ্চার উন্নতি হয়

নাই। এথেন্সে বিবিধ দেশের সঙ্গীতজ্ঞ আসিয়া ইহার যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন। সঙ্গীত-বিদ্যা বলিলে সর্ব্ববিধ কলা বিদ্যা বুঝাইত। প্রথম হইতেই এথেন্সে কাব্যসাহিত্যের অনুশীলন হইত। ক্রমশঃ এই সাহিত্য শিক্ষার ব্যবস্থায় গণিত, জ্যোতিষ, ভাষা, ন্যায়, দর্শন, নীতি, পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতি সকল বিদ্যাই স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল।

(৩) ধর্ম্ম; (৪) নীতি।

ধর্ম্ম শিক্ষার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। জাতীয় সাহিত্যের মধ্যে নীতি ও দেবতত্ত্ব বিষয়ক যে সকল তথ্য পাওয়া যাইত, তাহার আলোচনাই তাহাদের ধর্ম্মশিক্ষার একমাত্র উপায় ছিল। এতদ্ব্যতীত রঙ্গমঞ্চের অভিনয় সাধারণ অট্টালিকা সমূহের প্রাচীরে ক্ষোদিত দেব-দেবীর মূর্ত্তিসমূহ, এবং বিশেষ বিশেষ তিথি উপলক্ষে বিবিধ যাগযজ্ঞ সমূহ দেখিয়া তাহাদের ধর্ম্মভাব উদ্বুদ্ধ হইত। সমাজে ও রাষ্ট্রে কর্ম্ম করিয়া, সাধারণের সহিত আলাপ পরিচয় করিতে করিতে, এবং স্বদেশের হিতবিধায়ক বিবিধ কার্য্য করিতে করিতে তাহাদের নৈতিক জীবনের বিকাশ হইত। নৈতিক চরিত্র গঠনের প্রতি পরিবার ও রাষ্ট্রীয় কর্ম্ম-চারী দিগের বিশেষ মনোযোগ ছিল।

শিক্ষার উপকরণ।

স্পার্টায় শিক্ষার বিশেষ কোনও উপকরণের প্রয়োজন হয় নাই। কোনও বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে হয় নাই। কোনও পুস্তকের আবশ্যকতা

ছিল না। হাতে গণনা করিয়া গণিত শিক্ষা করা হইত। কোরাসে দলবদ্ধ হইয়া নৃত্যগীতাদি শিক্ষা করিতে হইত। সুতরাং বাদ্য-যন্ত্রের প্রয়োজন বোধ হইত না।

এথেন্সে এ সম্বন্ধে বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। পুস্তক ও চিত্রবিদ্যার উপযোগী যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হইত। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শিক্ষার্থীদিগের উপবেশনের উপযুক্ত বেঞ্চ, টুল প্রভৃতি সরঞ্জামেরও অভাব ছিল না। সঙ্গীত-শিক্ষার জন্য বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হইত।

শিক্ষার্থিগণ— (১) কেবলমাত্র পুরুষজাতি।

স্পার্টায় বালিকাদিগকে বালকগণের ন্যায় শিক্ষা-লাভ করিতে হইত। কিন্তু এথেন্সে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি হয় নাই। পেরিক্লীসের যুগে কতিপয় বিদুষী রমণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। কথিত আছে, থুসি-ডিডিসের কন্যা তাঁহার রচিত ইতিহাস সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সমাজে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রবেশলাভ করে নাই।

(২) কেবল-মাত্র স্বাধীন জাতি।

গ্রীসের শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্কীর্ণতার অন্যতর লক্ষণ, —দাসদিগের-শিক্ষালাভে অনধিকার। স্পার্টার হীলট জাতির কথা দূরে থাকুক, স্বাধীনতাপ্রিয় এথেন্সের অত্যুন্নত সময়েও দাসেরা কেবলমাত্র শারীরিক কার্য্য ও শিল্প বাণিজ্যেরই উপযোগী বলিয়া শিক্ষালাভে বঞ্চিত হইয়াছিল। কেবলমাত্র স্বাধীন

জাতিরই শিক্ষায় অধিকার, দাসজাতির মানসিক উৎকর্ষে কোনও অধিকার নাই—এথেন্সের সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিতেরাও অম্লানবদনে এই তত্ত্ব প্রকাশ করিতেন।

শিক্ষার সময়-বিভাগ।

পাঠদ্দশা তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। (১) সপ্ত বর্ষ পর্য্যন্ত পরিবারের তত্ত্বাবধানে গৃহশিক্ষা। (২) নিম্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষা,—সপ্ত হইতে চতুর্দ্দশ বর্ষ পর্য্যন্ত। (৩) উচ্চশিক্ষা,—চতুর্দ্দশ হইতে অষ্টাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত কলেজের শিক্ষা। প্রধানতঃ সমরশিক্ষাই প্রথমযুগে এই শিক্ষার অঙ্গ ছিল; পরে সোফিষ্টদিগের প্রভাবে সাধারণ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিম্নশিক্ষার পারম্পর্য্য রক্ষা করিয়াছিল।

স্পার্টায় দ্বিতীয় অবস্থা বহুকালব্যাপী ছিল। অষ্টাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত বালকবালিকাদিগকে সাধারণ আয়তনে বাস করিতে হইত; এবং ত্রিংশ-বর্ষবয়ঃক্রমকালে তৃতীয় অবস্থার শেষ হইত। বলা বাহুল্য, স্পার্টার শিক্ষাবিভাগে সামরিকশিক্ষারই ক্রমিক বিকাশ ও উন্নতির ব্যবস্থা হইয়াছিল।

প্রাচীন গ্রীসের বিশেষত্ব: রাষ্ট্রের সামাজিক-জীবন-বিকাশেই

যে সমাজের পরিবর্ত্তন অনুসরণ করিয়া শিক্ষা-পদ্ধতির রূপান্তর-পরিগ্রহ প্রদর্শিত হইল সেই সমাজের প্রকৃত জীবনীশক্তি রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে নিহিত ছিল। রাষ্ট্রের উন্নতি অবনতিতেই জাতীয় উন্নতি অবনতি সাধিত হইত। রাষ্ট্রের পুষ্টিসাধনই

ব্যক্তিগত জীবনের সম্পূর্ণতা ও সার্থকতা।

প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের লক্ষ্য ছিল। রাষ্ট্রীয় জীবনেই সকলে নিজ নিজ সত্তা অনুভব করিত। তাহাদের কোনও রাষ্ট্রবিচ্যুত ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র জীবন ছিল না। রাষ্ট্রের সামাজিক জীবনপ্রবাহের মধ্যে নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন করিয়া জাতীয় উন্নতি সাধন করাই প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা ছিল। তাহাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, বিধি নিষেধ, সমস্তই রাষ্ট্রের মঙ্গলের দ্বারা পরিচালিত হইত। তাহারা শিক্ষালাভ করিত—সমাজের উপকারের জন্য। তাহারা সাহিত্যচর্চ্চা করিত, সঙ্গীত শিক্ষা করিত,—রাষ্ট্রীয় কর্ম্মে সহায়তা করিবার জন্য। শিল্পী, কবি, গায়ক, লেখক, ভাস্কর, যোদ্ধা, পণ্ডিত প্রভৃতি সকলেই সাধারণ তন্ত্রের বিবিধ উপকারসাধন করিবার জন্য নিজ নিজ শক্তির প্রয়োগ করিতেন; এবং ইহাকে বিচিত্র উপায়ে সুসজ্জিত ও ভূষিত করিবার উপযোগিতা লাভ করিবার জন্যই নিজ নিজ বিশেষ শক্তির বিকাশের জন্য চেষ্টিত হইতেন। সাধারণের কর্ম্মে সময় দান করিতে না পারিলে, অথবা এতদুপ-যোগী শক্তির অভাব বোধ করিলে, তাঁহারা জীবন ব্যর্থ হইল মনে করিতেন।

বস্তুতঃ রাষ্ট্রের উন্নতিসাধন করিতে যাইয়াই তাহারা ন্যায়শাস্ত্র, শব্দশাস্ত্র, গদ্য সাহিত্য, সমালোচনা প্রভৃতি সর্ব্ববিধ বিদ্যার অধিকারী হইয়াছিল।

তাহাদের ওজস্বিতা, তাহাদের শিল্পনৈপুণ্য, তাহাদের কলাবিদ্যা, তাহাদের কারুকার্য্য প্রভৃতি সকল বিষয়ই রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। রাষ্ট্র তাহাদের ধর্ম্ম, সমাজ, ব্যবসায়, সাহিত্য, চিন্তা-পদ্ধতি প্রভৃতি জীবনের সকল বিভাগই নিয়ন্ত্রিত করিত। ব্যক্তিগণ রাষ্ট্রের নিয়ম-পালনই চরম লক্ষ্য মনে করিয়া জীবনের সার্থকতা উপলব্ধি করিত।

এই সভ্যতার মৌলিক কারণ—তাহাদের বিচিত্র সৌন্দর্য্যবোধ—স্বাতন্ত্র্যের বিনাশ।

এইরূপে ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত জীবনসমূহ বিশাল সামাজিক জীবনের মধ্যে নিমজ্জিত করাই তাহাদের নীতির মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল; তাহার প্রধান কারণ এই যে, তাহারা সকল বিষয়ে সৌন্দর্য্য ও সামঞ্জস্যের আদর করিত। এই সৌন্দর্য্যলিপ্সা তাহাদের শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বাহ্য-সুন্দর ও অন্তঃসুন্দর ব্যক্তিগঠনের উপায় উদ্ভাবন করাইয়াছিল। এই সামঞ্জস্য ও সৌষ্ঠবপ্রিয়তাই তাহাদিগকে মন্দির প্রতিষ্ঠায়, মূর্ত্তি-গঠনে, চিত্রকর্ম্মে ও বিবিধ স্থাপত্য কার্য্যে অনুপ্রাণিত করিত। এই ভাবের বশবর্ত্তী হইয়াই তাহারা সঙ্গীতচর্চ্চা করিত। এই জন্যই মানব-শরীরের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও মানব-চিত্তের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশই তাহাদের লক্ষ্য ছিল। এই জন্যই তাহারা ব্যক্তির জীবনের সকল কার্য্য ও চিন্তাসমূহকে এক কেন্দ্রে পরিচালিত করিয়া পরস্পরের মধ্যে অঙ্গাঙ্গি-ভাব প্রদানপূর্ব্বক জীবনের

সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলা আনয়ন করিবার চেষ্টা করিত। সঙ্গীত বিদ্যাকে অন্তরঙ্গের ব্যায়াম মনে করিয়া ইহার দ্বারা চিত্তের অসামঞ্জস্য ও বৈসাদৃশ্য দূরীভূত করিয়া সৌন্দর্য্য ও রমণীয়তা প্রদান করিতে উৎকণ্ঠিত হইত। এই সৌন্দর্য্যপ্রিয়তাই তাহাদের রাষ্ট্রীয় সামাজিক-জীবন-প্রিয়তার মূল। এই জন্যই তাহারা সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির বিশেষ বিশেষ জীবন গুলি রাষ্ট্রের সাধারণ জীবনের এক লক্ষ্যের দ্বারা পরিচালিত করিয়া পরস্পরের মধ্যে ঐক্য, সামঞ্জস্য ও অঙ্গাঙ্গিভাব আনয়নের প্রয়াসী হইত। ইহার ফলে তাহারা রাষ্ট্রের সাধারণ উন্নতিতেই আপন আপন সম্পূর্ণতা উপলব্ধি করিত।

দশম অধ্যায়।

উপসংহার—গ্রীস ও ভারত।

সকল সভ্যতার মধ্যে মানবের এক একটী আদর্শের অভিব্যক্তি হইয়াছে। মানব বিশ্বকে যে ভাবে দেখিয়াছে, বিশ্বের সহিত নিজের সম্বন্ধ এবং ইহার মধ্যে নিজের স্থান বিষয়ে যেরূপ ধারণা করিয়াছে, তাহার সভ্যতার মধ্যে সেই ভাব ও ধারণার প্রকাশ

পাইয়াছে। প্রাচীন গ্রীসে ইহজগতের কর্ম্মক্ষেত্রই বিশ্বরূপে বিবেচিত হইত। গ্রীকেরা মানব জীবনকে এই ক্ষুদ্রগণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধভাবে দেখিত ; এবং এই কর্ম্মক্ষেত্রেই, এক জন্মের মধ্যে, নিজ নিজ জীবনের সম্পূর্ণতা ও সার্থকতা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিত। সুতরাং তাহাদের দৈনিক জীবনের সঙ্কীর্ণতা ও অসম্পূর্ণতার মধ্যে যে স্বাভাবিক দ্বন্দ্ব, বিরোধ ও অনৈক্য দেখিতে পাইত সেই সমুদয়ের সমন্বয় সাধন করিবার জন্য তাহারা বৃহত্তর পার্থিব ঐক্যের অনুসন্ধান করিয়া উহার মধ্যে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্য সমূহ বিসর্জ্জন করিত। এই কারণে বৈচিত্র্য সমূহের উচ্ছেদ সাধন করিয়া সামঞ্জস্য বিধানই তাহাদের সৌন্দর্য্য বোধের প্রধান অঙ্গ হইয়াছিল। এই বিচিত্র সৌন্দর্য্য বোধই গ্রীক সভ্যতার বিবিধ অঙ্গ অনুরঞ্জিত করিয়াছে। তাহাদের রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রাধান্য, শিল্পে আকৃতি সৌষ্ঠবের গৌরব, সঙ্গীত চর্চ্চার আদর এবং শিক্ষা-পদ্ধতিতে ব্যায়াম ও সঙ্গীতের প্রভাব এই সৌন্দর্য্য বোধেরই পরিচায়ক। সকল বিষয়েই তাহারা অনৈক্য দূরীভূত করিবার প্রয়াস পাইয়াছে।

প্রাচীন ভারতের বিশেষত্বঃ। (১) ব্যক্তির মধ্যে নিখিলের

ভারতবর্ষে যে সভ্যতা ও শিক্ষা-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার বীজমন্ত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রাচীন ভারতের মতে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বিসর্জ্জন সৌন্দর্য্যের

উপলব্ধি—
বৈচিত্র্যের মধ্যে
ঐক্যের লাভ
(২) ব্যক্তির
স্বাতন্ত্র্য
বিকাশ।

লক্ষণ ছিল না। ভারতবর্ষ এক বিচিত্র সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি করিয়াছিল। এখানে প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মার সম্পূর্ণ বিকাশই বিশ্বসৌন্দর্য্যের একমাত্র লক্ষণ ছিল। সমাজের সাধারণ জীবনে ব্যক্তির বিচিত্র জীবনধারা সমূহ নিমজ্জিত করিয়া সকল প্রকার স্বাতন্ত্র্যের বিনাশ সাধন না করিয়া ভারতবর্ষ প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতিদিনকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবন-প্রবাহের মধ্যে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের, বিশ্ব জগতের এবং বিরাট্ ঐক্যের উপলব্ধি করিতে প্রয়াসী হইয়া সর্ব্বত্র স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্যের রক্ষা ও পুষ্টি সাধন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। নগণ্য বর্ত্তমান জীবনের সামান্য কর্ম্ম ও চিন্তাসমূহের মধ্যে মহান্ অনন্ত যুগ-যুগান্তব্যাপী জন্মমরণাতীত ভবিষ্যতের মহত্ব এবং ঐশ্বর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া সসীমকে অসীমের, অসম্পূর্ণ-তাকে সম্পূর্ণতার, অবিদ্যাকে বিদ্যার, মৃত্যুকে অমৃতের, বন্ধনকে মুক্তির মহিমা দান করিয়াছিল। সকল পরবশতায় যে দুঃখের উৎপত্তি সেই মহৎ আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি করিয়া স্বাধীন আত্মবশতায় যে সুখের উৎপত্তি হয়, সেই স্বাধীনতা এবং মোক্ষ-লিপ্সাই সংসারের সকল কর্ম্ম ও ভোগের নিয়ন্তা এবং শেষ লক্ষ্যরূপে বর্ত্তমান ছিল। এইজন্য ভারতবর্ষে মানবজীবন বর্ত্তমান সামান্য অবস্থার মধ্যে অন্তর্নিহিত সমস্ত ভবিষ্যতের যোগ হৃদয়ঙ্গম

করিতে পারিয়া নিজ নিজ স্বতন্ত্র উপায়ে বিকাশলাভে পরমানন্দ ও অমৃতের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিত।

ধর্ম্মে এই ভাবের প্রবেশ—(১) ব্যক্তিত্ব বিকাশে জীবনের সার্থকতা ও মুক্তি। (২) পরকালবাদ—প্রত্যেক ব্যক্তির মুক্তি।

এই সসীম ও বৈচিত্র্যের মধ্যে অসীম ও ঐক্যের উপলব্ধিই তাহাদের বিচিত্র ধর্ম্মভাবের কারণ। এ জন্যই তাহারা প্রত্যেক আত্মার ক্রমিক উন্নতিলাভ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে সমর্থ হইয়াছিল। ইহারই ফলে ভারতবর্ষে মানবের দেবত্ব সম্বন্ধে ধারণাপরিস্ফুট হইয়াছিল; এবং মানব সমাজের ক্রমিক বিকাশের অভ্যন্তরে পশুত্বের ক্ষয় হইয়া দেবত্বের অভিব্যক্তি হয়, সভ্যতার ইতিহাসে ধর্ম্মেরই ক্রম বিকাশ হয় এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই জন্য প্রাচীন ভারতবাসীরা পরকালবাদ স্বীকার করিয়া, মুক্তিলাভ সম্বন্ধে জীবের বিচিত্র স্থিতি স্বীকার করিয়া এবং ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন আধ্যাত্মিক স্তরে অবস্থান স্বীকার করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, ও সম্পূর্ণ মুক্তি লাভের আশা করিতে সমর্থ হইত।

সমাজে এই ভাবের প্রবেশ—অধিকারিভেদে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য লাভের সুবিধা।

সুতরাং তাহাদের বৈচিত্র্যের মর্য্যাদা রক্ষার প্রবৃত্তি ধর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিল। এই বিশিষ্ট ধর্ম্মভাবই সমাজ জীবনে প্রবেশ করে, এবং সমাজকে আধ্যাত্মিকতায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাদের সাধারণ সভ্যতাকে ইহজগতের ক্ষুদ্র গণ্ডীর

অতীত করিত। ইহারই ফলে তাহারা সমাজের বিচিত্র শ্রেণী বিভাগ, অধিকার বিভাগ, কর্ত্তব্য বিভাগ এবং জাতি বিভাগ করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় বিদ্যমান ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির সম্পূর্ণতা লাভের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা করিয়া দিয়া প্রত্যেকের আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায় হইতে পারিয়াছিল। এই স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ও পরম সত্যের উপলব্ধিই তাহাদিগকে প্রত্যেকের অবস্থানুসারে পরিপূর্ণতা দানোপযোগী বিচিত্র রীতিনীতি, বিচিত্র বিধি নিষেধ, বিচিত্র আশ্রম বিভাগ, বিচিত্র কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, ঘোর জটিলতার সৃষ্টি করাইয়া, সমাজের মধ্যে ভূমান্ বিশ্ব-বৈচিত্র্যের প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠিত করাইয়াছিল। এই প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়াই তাহারা বিবাহপদ্ধতিতে, শ্রাদ্ধের কার্য্যকলাপে, অতিথি-সৎকারে বিশ্বজগৎকে এবং যুগযুগান্তকে প্রত্যেক ব্যক্তির সম্মুখে দণ্ডায়মান করাইয়া সকলকে বিশাল, উদার ও মহান্ করিয়া তুলিত।

ব্যক্তির স্বাধীনতা রাষ্ট্রের আয়ত্ত নহে;

এই জন্যই তাহাদের সমাজপদ্ধতিতে ব্যক্তির স্থান সকলের উচ্চে থাকিত। ভারতবর্ষ বুঝিয়াছিল প্রত্যেক ব্যক্তির এমন এক অবস্থা আছে, এমন এক প্রবৃত্তি আছে যাহা সমাজ নিয়ন্ত্রিত করিতে অনধিকারী, যাহার উপর পরিবারের কোন আধিপত্য নাই, যাহা রাষ্ট্রীয় জীবনের অতীত। প্রত্যেক ব্যক্তির

মধ্যে যে বিরাট ঐশর্য্য নিহিত আছে তাহার সার্থকতা উপলব্ধি করিবার জন্য তাহাকে সঙ্কীর্ণ এবং অসম্পূর্ণ রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারের অনায়ত্ত এক স্বাধীন অবস্থায় অবস্থান করিতে হয়। সেই স্বাধীনাবস্থার ক্রমিক পরিস্ফুটতায় এবং সেই স্বাধীনতার উপলব্ধিতেই ব্যক্তির বিকাশ, আনন্দ ও মুক্তি। ইহাতেই জীবনের সফলতা, মনুষ্যত্বের সার্থকতা, মানবের দেবত্ব প্রাপ্তি। সুতরাং ব্যক্তির জীবনের চরম উৎকর্ষ সাধনই ভারতবর্ষের আদর্শ হইয়াছিল। এই সত্যের উপলব্ধি করিবার ফলেই তাহারা ব্যক্তির উপরে রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারের অধিকার খর্ব্ব করিয়া ব্যক্তিকে সকলের ঊর্দ্ধে ধারণ করিয়াছিল। এজন্যই তাহারা ব্যক্তির জীবনের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ করিয়া সেই চরম লক্ষ্য সাধনের উপায় স্বরূপ রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারের সহিত ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।

চরমে মুক্তি লাভোপযোগী চারি আশ্রম-বিভাগ। শিক্ষা পদ্ধতির ভিত্তি।

এ জন্যই তাহারা ক্রমশঃ কর্ম্ম, ভোগ, সংসার ও প্রবৃত্তির ভিতর দিয়া জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় ত্যাগ, সন্ন্যাস ও নিবৃত্তির বিভিন্ন সমন্বয় সাধন করিয়া পূর্ণ মানব গঠন করিতে প্রয়াসী হইত। ইহারই ফলে তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে একরূপই না হইয়া এবং প্রত্যেক বয়ঃক্রমের পক্ষে এক বিষয়ীভূত না হইয়া বিচিত্ররূপ

ধারণ করিয়াছিল; এবং চরমে মুক্তি লাভের সোপান প্রতিষ্ঠা কল্পে তাহারা প্রবৃত্তি ও প্রকৃতির বিকাশ সাধনোপযোগী ভিন্ন ভিন্ন স্তর বিভাগ করিয়াছিল। এই লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যেই প্রথম হইতে তাহাদের বিশিষ্ট ধর্ম্মভাব ও মুক্তিবাদের অবতারণা করিয়া ইহার দ্বারা শিক্ষার্থীর মমগ্র জীবন সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টিত হইত। ইহার ফলে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির অভাব হইলেও প্রকৃত আধ্যাত্মিক ভাবের বিকাশ হইলেই তাহারা সন্তুষ্ট থাকিত। শরীরকে "ধর্ম্মের সাধন মাত্র মনে করিয়া ধর্ম্মজীবন-গঠনোপযোগী ইহার পুষ্টি ও উৎকর্ষ সাধনের ব্যবস্থা করিয়াছিল।

রাষ্ট্র সভ্যতার কেন্দ্র নহে।

এইরূপ স্বাধীনতা ও আধ্যাত্মিকতাই তাহাদিগের ব্যক্তির শিক্ষা ও জীবন গঠনের ব্যবস্থাপক ছিল বলিয়া তাহাদের সাধারণ রাষ্ট্রের জটীলতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় নাই। রাষ্ট্র তাহাদের ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের নিয়ন্তা ভাবে বিবেচিত না হইয়া কেবলমাত্র লোক রক্ষার ও দেশ রক্ষার উপায় মাত্র ভাবে লোকের মনে স্থান পাইত। এজন্য তাহাদিগকে রাষ্ট্রে কর্ম্ম করিয়া, রাষ্ট্র সভায় বক্তৃতা করিয়া কালাতিপাত করিতে হয় নাই। শ্রমবিভাগের নিয়মে রাজহস্তে আভ্যন্তরিক শান্তি ও বহিঃশত্রু হইতে দেশরক্ষার ভার সমর্পন করিয়া

তাহারা নিরুদ্বেগে জীবনের চারি আশ্রমের কর্ত্তব্য পালন করিত ; এবং ইহাতে রষ্ট্রের উন্নতি অবনতি নিরপেক্ষ হইয়া তাহারা স্বাধীনভাবে নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য বিকাশের ব্যবস্থা করিয়াছিল। এজন্য রাজসভা এবং রাজধানীই তাহাদের সভ্যতার কেন্দ্র না থাকিয়া তাহাদের নিজ নিজ আবাসভূমি লোকালয় পল্লী সমূহই জীবনী শক্তির আধার ছিল। ইহার ফলে রাষ্ট্র তাহাদের সর্ব্ববিধ জীবনকে গ্রাস করিতে সমর্থ হয় নাই—সর্ব্বব্যাপী হইতে পারে নাই।

ব্যবসায় পদ্ধতিতে সহানুভূতি ও সমবায় নীতির ফলে **প্রত্যেক** ব্যক্তির পরিপূর্ণতা।

এইরূপ জন্মান্তর ও পরকালবাদে বদ্ধমূল ধর্ম্ম ভাবই তাহাদের ব্যবসায়পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া বৈষয়িক ব্যবস্থার মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিল। ইহারই ফলে কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তি বা সমাজবিশেষের ক্রীড়া-পুত্তলিরূপে বিবেচিত না হইয়া নিজ নিজ চরম লক্ষ্যানুসারে বিকাশলাভ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইত। ইহারই ফলে তাহাদের সমাজ প্রত্যেকের পরিপূর্ণতা উপলব্ধি করিবার সুবিধা সৃষ্টি করিয়া প্রতিযোগিতা ও জীবন সংগ্রামের সর্ব্ববিধ বাধা সমূহ দূরীভূত করিত। শিল্পে ও বাণিজ্যে তাহারা সমাজের সহানুভূতি প্রাপ্ত হইয়া, রাষ্ট্রের বিশেষ কোন সাহায্য ব্যতিরেকে ও স্বাধীনরূপে বিকাশলাভ করিয়াছিল। তাহাদের সামাজিকজীবনগত ও পরিবার-গত এবং

গ্রাম-গত সভ্যতা শিল্প ও ব্যবসায়ে প্রবিষ্ট হইয়া সখ্য, সহানুভূতি ও সমবায়ের প্রবর্ত্তন করিয়াছিল; এবং সাধারণতঃ ভোগ প্রবৃত্তির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত না হইয়া ত্যাগ ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষার দ্বারা পরিচালিত হইত।

কলাবিদ্যায় অমৃত ও অনাদ্যন্ত ভাব সমূহের প্রকাশ।

এই বৈচিত্র্যপ্রিয়তারই ফলে যেমন তাহারা ব্যক্তির শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে স্থূলতঃ অসামঞ্জস্য এবং অসর্ব্বাঙ্গীনতার ও প্রবর্ত্তন করিয়াছিল, এই স্বাধীনতা ও মুক্তির আকাঙ্খার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া তাহারা যেমন বিষয়সম্পত্তিকে ধর্ম্ম জীবনের এবং পরিপূর্ণ মানবত্ব বিকাশের সাধন মাত্র মনে করিত; সেইরূপ স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা, মুক্তি এবং চরম লক্ষ্য সাধনের আকাঙ্ক্ষাই স্থাপত্য কার্য্যে, মন্দির প্রতিষ্ঠায় এবং মূর্ত্তি গঠনে তাহাদের শিল্প নৈপুণ্য ও কারুকার্য্যের উৎপ্রেরণা ছিল। যে কোন উপায়ে যে কোন প্রণালীতে চিত্তের ভাব প্রকাশ করিতে পারিলেই তাহারা শিল্পীর কৃতিত্ব স্বীকার করিত। স্থূল শরীরের উৎকর্ষেই মূর্ত্তির সৌন্দর্য্য উপলব্ধি না করিয়া অন্তরঙ্গের উচ্চ ভাবব্যঞ্জক গড়ন দিতে পারিলেই শিল্পীরা কৃতার্থ মনে করিত। এজন্যই তাহারা হৃষ্টপুষ্ট মাংসপেশীর সৌসাদৃশ্য বিশিষ্ট কুস্তিগির দিগের মূর্ত্তি স্থাপিত না করিয়া আধ্যাত্মিক

ভাবব্যঞ্জক ধ্যানী যোগীদিগের মূর্ত্তি গঠন করিয়াই দেবত্ব ও মহাপ্রাণতার পরিচয় প্রদান করিত। তাহারা অসীমকে সসীমের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা অসম্ভব এবং সামান্য সামান্য স্থূল পদার্থ সমূহের সাহায্যে বিরাট সত্তার চিত্র প্রদান করিতে যাওয়া বাতুলতা মনে করিত। এই জন্যই তাহারা আকৃতির সৌসাদৃশ্য ও সামঞ্জস্যের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিল না। ইহজগতের মানবীয় বিবিধ অসম্পূর্ণতা, বৈসাদৃশ ও অসামঞ্জস্যের মধ্যে তাহারা অনাদ্যন্ত পরম সত্যের প্রভাব উপলব্ধি করিত বলিয়া বাহ্যতঃ ও স্থূলতঃ কদর্য্যতা এবং সৌষ্ঠব হীনতায়ও সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইত। তাহারা অতীন্দ্রিয়তা ও ভাবুকতার দ্বারা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য পরস্পর বিরোধী বাস্তবের সম্পূর্ণতা ও সামঞ্জস্য বিধান করিয়া লইত। প্রকৃত সনাতন বিশ্ব সৌন্দর্য্য ও বিশ্ব সত্যের মধ্যে তাহারা অস্থায়ী ও সাময়িক ভাব ও কর্ম্ম সমূহের স্থান হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া অসম্পূর্ণতায় ও সম্পূর্ণতা, অনৈক্যে ও ঐক্য এবং বিরোধে ও মিলন উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল।

সাহিত্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও আধ্যাত্মিকতার অভিব্যক্তি।

তাহাদের সাহিত্যেও এই বিচিত্র সভ্যতার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহ চিত্রিত রহিয়াছে। 'পরিবারগত এবং সমাজগত জীবনের আদর্শ সমূহ প্রাচীন ভারতের সাহিত্যে যেরূপ বিকাশ লাভ করিয়াছে, এরূপ আর

কোন সাহিত্যে করে নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে ব্যক্তিই যে সভ্যতার কেন্দ্র, এবং ব্যক্তি নিজেই লক্ষ্য, অপর কোন লক্ষ্যের উপায় নহে—এই ভাব ভারতবর্ষের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, সাহিত্য, কলা, শিল্প, বাণিজ্য সকল বিষয়ে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও স্বাতন্ত্র্যোপলব্ধিই ব্যক্তির চরম লক্ষ্য এবং ইহাই যে তাহার মুক্তি—এই সত্যই ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতা এবং ধর্ম্মভাবের মূল। ব্যক্তি নিজের চরম লক্ষ্য সাধনের জন্য পরিবারকে, সমাজকে, এবং রাষ্ট্রকে যে অবস্থায় যতটুকু অধিকার দান করিত সেই টুকুতেই তাহারা সন্তুষ্ট ছিল বলিয়া ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় বিপ্লব-সমূহের মধ্যে তাহাদের শিক্ষাপদ্ধতি, চিন্তাপদ্ধতি, এবং সাধারণ সভ্যতাপ্রবাহ নিজের পারম্পর্য্য রক্ষা করিয়া বহু বাধা-বিপত্তি ভেদ করিয়াও স্বাতন্ত্র্যের সহিত নব নব যুগোপযোগী নব নব জীবনীশক্তির প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

রাষ্ট্রের অনায়ত্ত বলিয়া রাষ্ট্রীয় বিপর্য্যয়ে ও ভারতীয় সভ্যতার লোপসাধন হয় নাই।

প্রাচীন ভারতের যে বিশেষত্বের ইঙ্গিত করা হইল এই বিভাগ অর্থাৎ "শিক্ষাপদ্ধতির" দ্বিতীয় খণ্ডে সেই বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত শিক্ষাপদ্ধতির বিবরণ প্রকাশ করা হইবে।

নির্ঘণ্ট।

শিক্ষা বিজ্ঞানের ভূমিকা

সম্বন্ধে

কয়েকটি অভিমত

1. *The Bengalee*, September, *1910.*

A MONUMENTAL WORK.

We have received a copy of "*Shiksha Bijnaner Bhumica*" or Introduction to the Science of Education by Professor Benoy Kumar Sarkar M. A., of the Bengal National College, Calcutta. It contains an appreciative preface by **Babu Hirendranath Datta,** who states that the author has been for the last three or four years engaged in the preparation of a Science of Education, which is to be a *comprehensive* work treating of all the aspects of education, *historical, theoretical* and *practical.* This has been written as a foreword to the whole, which is to be complete in twenty parts, of which some have been sent to the press.

There are three great divisions in the subject matter of the work. In the first volume the author proposes to discuss in a **historical** manner the different ideals and methods of education adopted by the different nations of the civilised world in the different ages of history and amidst different circumstances.

The second volume will be a **philosophical** discussion of the theory and science of education, the nature and ideal of education, the means and instruments of education with a view to set forth the best and achievable ideals of education suitable to the requirements of Modern India.

The third volume is to deal in an exhaustive manner with the best **mode of teaching** the different subjects such as Language, History, Psychology, Moral Philosophy, Economics, Politics and Sociology. The author will indicate how real and genuine interest in the **natural Sciences** can be created in the minds of the learners. He will also shew the simple and easy, the best and the most effective mode of teaching Mathematics, Physics, Chemistry, Geology, Botany, Zoology. The mode of teaching useful industries and other valuable suggestions about them will be offered. He will throughout make use of the **Inductive Method Of Teaching.** From this very brief contents of the book the reader will be able to imagine the comprehensiveness of the work.

We are very glad to recommend **this excellent foreword** and the series to the public for careful perusal and especially to those of our countrymen who are engaged in teaching and controlling education. It is highly desirable that the **New Method of Teaching** inaugurated in his work should find its trial in our Public Schools and Colleges. "The author himself," observes Babu Hirendranath Datta, "has achieved excellent results

by applying his new methods of teaching among his pupils and he hopes that the cause of education in this country will be greatly accelerated if they are adopted by the public."

We cannot think of more important services to be done in the interest of our nation than promoting the growth and spread of education. Government is also alive to the cause of primary education which has become a question of urgent necessity in this country. It is evident that we are in need of a number of educated men, like the present author, who can devote their lives to lift and leaven the general mass of the community. Slur is often flung at our graduates that they are not fit for any original work. We invite the public to take note of this comprehensive and original work on the Science of Education and to see if they can adopt its ideals and methods of education.

The author deserves the most hearty thanks from the public for the long and steady efforts that are being made to the cause of educational reform. We understand that this *Introduction to the Science of Education* has already won golden opinions from the leading journals of Bengal, as it should, being an original and important contribution to the Bengali literature.

২। প্রবাসী—ভাদ্র ১৩১৭।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয় ভূমিকায় এই গ্রন্থের পরিচয় দিয়াছেন—শিক্ষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে গ্রন্থকার এক প্রকাণ্ড পুস্তক কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত করিবেন, তাহাতে শিক্ষাপদ্ধতির ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীর আলোচনা থাকিবে। সমস্ত প্রাচীন ও আধুনিক সভ্য দেশের শিক্ষাপ্রণালীর তুলনা-মুলক আলোচনা করিয়া শ্রেষ্ঠ আদর্শ স্থির করিবার চেষ্টা হইবে। শিক্ষার অন্তর্গত জগতের যাবতীয় বিষয় আলোচিত হইবে। সেই প্রতিপাদ্য বিষয়ের সার মর্ম্ম প্রকাশ করা এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। গ্রন্থকার বিদ্বান্ ও শিক্ষা কর্ম্মে ব্যাপৃত। তাঁহার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রকাশিত হইলে দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে আশা করা যায়। পুস্তিকার শেষে গ্রন্থকার যাহা লিখিয়াছেন তাহা সকল দেশহিতেচ্ছুর চিন্তা ও অনুকরণের যোগ্য বলিয়া এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—"শীঘ্রই বিদ্যাদান এবং শিক্ষা বিস্তারই স্বদেশসেবা ও সমাজহিতের প্রধান অঙ্গ ও লক্ষণ হইয়া দেশের মধ্যে বর্ত্তমান সর্ব্ববিধ আন্দোলনসমূহকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিবে। শিক্ষার আন্দোলনই সকল আন্দোলনকে গ্রাস করিয়া ক্রমশঃ গভীরতর ও বিস্তৃততর হইতে থাকিবে। কর্ম্মীগণ প্রকৃত মনুষ্যত্ব বিকাশের সহায়ক জ্ঞান-মন্দির সমূহের প্রতিষ্ঠাকেই জীবনের ধর্ম্ম মনে করিবেন এবং এই কর্ম্মেই সম্পূর্ণ শক্তি ও সময় দান করিয়া জীবনের সার্থকতা উপলব্ধি করিবেন। শিক্ষা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য দেশ-বাসীদের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা জন্মিবে। শিক্ষা প্রচারই সমীপবর্ত্তী ভবিষ্যতের নূতন সন্ন্যাস হইবে। শিক্ষকই নূতন সন্ন্যাসী হইবেন।" এরূপ সন্ন্যাসী দেশে দেখা দিয়াছেন।

৩। বসুমতী—ভাদ্র ১৩১৭।

গ্রন্থকার "শিক্ষাবিজ্ঞান" নামক বিশ খণ্ডে সমাপ্ত যে বিরাট গ্রন্থের রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এই ভূমিকা তাহারই পরিচয় ও নির্ঘণ্ট স্বরূপ লিখিত হইয়াছে। শিক্ষা-বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ বঙ্গ ভাষায় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। গ্রন্থকার মাতৃভাষায় এই অভাব দূর করিবার জন্য তিন চারি বৎসর কঠোর পরিশ্রম স্বীকার করিয়া শিক্ষাবিজ্ঞানের রচনা করিয়াছেন। সেজন্য তিনি সাধারণের ধন্যবাদার্হ। সংস্কৃত, ইংরাজী, উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষা বিজ্ঞানের অন্তর্গত চারি পাঁচ খানি পুস্তক ইতি মধ্যেই যন্ত্রস্থ হইয়াছে। এই রাজনীতিক আন্দোলনের দিনে শিক্ষা বিজ্ঞানের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়া নবীন গ্রন্থকার শিক্ষার প্রতি অনুরাগ ও একাগ্রতার পরিচয় দিয়াছেন। হীরেন্দ্র বাবুর সহিত আমরাও বলি—সুধী মণ্ডলী এই নূতন গ্রন্থের উপযুক্ত সমাদর করিবেন, এবং শিক্ষাবিষয়ে নিজ নিজ চেষ্টা ও চিন্তার প্রয়োগ করিয়া শিক্ষা সম্বন্ধে প্রকৃত "বিজ্ঞানের" প্রতিষ্ঠা করিবেন।

৪। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

এ গ্রন্থ বিশেষ অবধানের সহিতই আলোচনার যোগ্য হইয়াছে সন্দেহ নাই। যাঁহারা শিক্ষা ব্যবসায়ী তাঁহারা এই বই যত্ন করিয়া পড়িবেন ও উপকার লাভ করিবেন এইরূপ আশা করি। বিনয় বাবু যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাহা বিপুল বিস্তৃত ও দুঃসাধ্য, ইহা সম্পন্ন করিয়া তিনি দেশের মহৎ উপকার সাধন করুন এই আমি অন্তরের সহিত কামনা করি।

5. The Modern Review—*6th October, 1910.*

The author is engaged in the preparation of a 'Science of Education series" which will be completed in twenty parts. The book under review is an introduction to the whole series. The author deserves our best thanks for the services he is doing to the **cause of Educational Reform** in our country, and we **recommend** this introduction **to our teachers** for perusal.

৬। হিতবাদী—১৩ই আশ্বিন ১৩১৭ সাল।

এ পুস্তকের আলোচনা পদ্ধতি আমাদের ভাল লাগিয়াছে। অধ্যাপক ও বিদ্যার্থিবর্গের মধ্যে ইহার আদর হইবে।

৭। গৌড়দূত।

শ্রীযুক্ত বিনয় কুমার সরকার এম্ এ মহাশয় এক বিশাল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ কোন গ্রন্থ নাই বলিলে চলে। এদেশে জাতীয় ভাবে শিক্ষা প্রচার জন্য বিদ্যালয় ও পরিষৎ স্থাপিত হওয়ায় তাহার আবশ্যকতা দিন দিন অনুভূত হইতেছে। বিনয় বাবু স্বয়ং এই শিক্ষা প্রচারে ব্রতী, সুতরাং তিনি এই বিশাল কার্য্যে ব্রতী হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য। সম্প্রতি এই বিরাট গ্রন্থের ভূমিকা মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের বিশালতা দেখিয়া একা বিনয় বাবুর দ্বারা এই কার্য্য সংসাধিত হওয়া অনেকে অসাধ্য মনে করিতে পারেন; কিন্তু তিনি ছাত্রাবস্থা হইতে এই কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, এবং কেবল স্বয়ং প্রস্তুত নহে, অপর সহচর ও সাহায্যকারী ব্যক্তিও প্রস্তুত করিয়াছেন। সুতরাং এই বিশাল গ্রন্থের সম্পূর্ণতা সম্বন্ধে আমাদিগের কোন সন্দেহ নাই।

8. RAI SARAT CHANDRA DAS BAHADUR, C.I.E.

PROFESSOR Benoy Kumar Sarkar's *Shiksha Vijnan Bhumika* is an excellent introduction to the Science of Education. The scheme of his works as outlined in this book is as follows :

The first volume contains a Historical Survey of the system of education representing the types of civilisation evolved in the history of the world. The second is to give the Philosophical Theories on education held by the master-minds of the different ages and countries supplemented by the author's own theory deduced from the historical study as well as from the critical survey of the theories. The Art of teaching according to his Theory of Education will be dealt with in the Third volume which will necessarily consist of as many parts as there are branches of learning.

The Book will thus be self-contained—dealing with the history, theory and practice of education in a comprehensive manner on scientific basis.

৯। আর্য্যাবর্ত্ত, কার্ত্তিক, ১৩১৭।

আমাদের সমালোচ্য ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি একটি অতি প্রকাণ্ড বিষয়ের পূর্ব্বভাস বা অবতরনিকা। ইহাতে গ্রন্থকার তাঁহার আকাঙ্ক্ষার ও উদ্যমের সহিত বঙ্গীয় পাঠককে পরিচিত করিয়া দিতে চাহিতেছেন। তিনি যে জীবনব্যাপী মহাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, ভূমিকায় তাহারই উদ্বোধন হইয়াছে। এই ভূমিকায় তিনি একখানি বিস্তৃত শিক্ষাবিজ্ঞানের ভিত্তি পত্তন করিয়াছেন। বাঙ্গলা ভাষায় কেন, বোধ হয় পৃথিবীর কোন ভাষায়, শিক্ষাবিজ্ঞানের এমন বিপুল আয়োজন একজনের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে কি না সন্দেহ। স্পেন্সার তাঁহার ক্রমোন্নতিক দর্শনে, কোমৎ তাঁহার বিজ্ঞান-শ্রেণীবিভাগে যে একটি ভাব-সমগ্রতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও এ শ্রেণীর সমগ্রত নহে। 'শিক্ষা-বিজ্ঞানের ভূমিকা' প্রণেতা যে সমগ্রতাকে আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ করিতে হইলে বিশ্বব্যাপী জ্ঞান ও জীবনব্যাপিনী সাধনার প্রয়োজন ;—জীবনব্যাপিনী সাধনায়ও সিদ্ধিলাভ করা যায় কি না সন্দেহ। ভূমিকার ভূমিকালেখক হীরেন্দ্র বাবুও সে আভাস দিয়াছেন। অবশ্য শিক্ষাবিজ্ঞানের গ্রন্থকারের এই বিপুলতার জন্য সঙ্কুচিত হইবার প্রয়োজন নাই। যদি এই বিপুল অনুষ্ঠানের সম্পূর্ণ কৃতকার্য্যতা নবীন উৎসাহদৃপ্ত লেখকের ভাগ্যে নাও ঘটে, তাহা হইলেও যে এ উদ্যম পুরস্কৃত ও সম্মানিত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

* * * * উন্নতিকাম, সভ্যতাদৃপ্ত, জ্ঞানালোকিত বর্ত্তমান যুগের মানবের পক্ষে শিক্ষার ন্যায় প্রয়োজনীয় আর কিছুই নাই। একমাত্র অতীত সভ্যতার গৌরবে অভিমানী মুক্তি-প্রয়ানের পথিক ভারতবাসীর পক্ষে শিক্ষাবিজ্ঞানের লেখক একটি অতি সময়োপযোগী, সমীচীন ও গভীর বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। * * * *

সমস্ত জড়বিজ্ঞান ও সমস্ত অধ্যাত্ম বিজ্ঞানই মানব-মনের সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, বর্ত্তমান যুগে মানবের শিক্ষায় এই সমস্ত বিজ্ঞানেরই যথানির্দ্দিষ্ট স্থান আছে, এই কথাটি বিস্মৃত হইলে শিক্ষার সম্পূর্ণতা উপলব্ধি করা কখনও সম্ভবপর হয় না। শিক্ষা-বিজ্ঞান আলোচনা-প্রয়াসী অধ্যাপক মহাশয় বঙ্গসাহিত্যে এই নূতন তত্ত্বের অবতারণা করিয়া, এই পূর্ণ আদর্শটি সাধারণের সমক্ষে ধারণ করিয়া বড় ভাল কায করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষার পরিধি এখনও সঙ্কীর্ণ, আমাদের দেশের শিক্ষা প্রণালী এখনও অতীতের জড়ত্ব পরিহার করিতে পারে নাই পারিপার্শ্বিক অবস্থাও এখন সর্ব্বতোমুখী শিক্ষার অনুকূল নহে; কিন্তু তাহা হইলেও এ আদর্শটি মহান্, সুন্দর এবং সার্থক, সুতরাং অবশ্যম্ভাবী বিঘ্ন সত্ত্বেও আমরা নবীন লেখকের উদ্যমের সফলতা কামনা করি। * *

বিষয়ের গুরুত্ব-তুলনায় ভূমিকাটি নিতান্ত ক্ষুদ্র, তাহা হইলেও লেখক যেরূপভাবে তাঁহার বক্ষ্যমান বিষয়ের আভাস দিয়াছেন, তাহা-হইতেই তদীয় আরব্ধ ব্যাপারটির ব্যাপকতা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। এই বিরাট আয়োজনের সূচনায় আমরা যে আনন্দলাভ করিয়াছি আমাদের একমাত্র আশঙ্কা যে লেখক অন্যপথে গিয়া পাছে আমাদের সেই আনন্দ বিষাদে পরিণত করেন। * * * * তবে গ্রন্থকারের উপর আমাদের নির্ভর ও বিশ্বাস আছে, তাঁহার ক্ষমতারও আমরা পরিচয় পাইয়াছি। আমাদের কামনা, তিনি নিজ ব্রতে সফলতা লাভ করিয়া জাতীয় সাহিত্যের ও জাতীয় শিক্ষার ভাণ্ডার পূর্ণ করুন।

১০। শ্রীযুক্ত সার চন্দ্রমাধব ঘোষ।

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার শিক্ষা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে একটী প্রকাণ্ড গ্রন্থ প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহার ভূমিকা পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিলাম, ও সঙ্গে সঙ্গে চমৎকৃত হইলাম। ঐ গ্রন্থ সম্বন্ধে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু যথার্থই লিখিয়াছেন যে, গ্রন্থের বিপুলতার কথা ভাবিতে গেলে মনে সহজেই সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে যে এই প্রকার বিপুল গ্রন্থ একব্যক্তির দ্বারা সংগৃহীত হইতে পারে কি না। কিন্তু পুস্তকলেখক ভূমিকায় স্বীয় অভিজ্ঞতার, ক্ষমতার, ও অধ্যবসায়ের যে প্রকার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে বিলক্ষণ আশা করা যাইতে পারে যে তিনি যথাসময়ে তাঁহার সঙ্কল্পিত কার্য্যে কৃতকার্য্য হইবেন। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে ভারতবর্ষের শিক্ষার্থিদিগের বিশেষ মঙ্গল সাধিত হইবেক, ও সেই উদ্দেশ্যে, আমার বিবেচনায়, কেবল বাঙ্গালা ভাষায় নয়, ইংরাজি ভাষাতেও পুস্তকখানি প্রকাশিত হইলে ভারতবর্ষের সকল বিভাগের লোকেরা তাহা পাঠ করিতে পারিবেক।

11. **P. N. BOSE Esq.,** B. Sc. (LONDON,) F.G.S., M.R.A.S.

A perusal of your শিক্ষাবিজ্ঞানের ভূমিকা and সাহিত্যসেবী has convinced me that the Bengali Language, in the hands of a master, could be made as good a vehicle for high thoughts and ideas as any language in the World. But, your শিক্ষাবিজ্ঞান is on such an elaborate plan and embraces such a wide variety of subjects which would be interesting and instructive not only to all educated

Indians, but probably also to cultured men of other nationalities, that I almost regret it should be written in a Provincial vernacular. Hope you will have an English Edition of the Work. This is a serious handicap—the want of a national language for India. In former times Sanskrit was the common language for educated India. English is now the common language and I cannot think of any other that can be substituted for it. Hindi would do well for northern India but it would not be understood in the South.

সাহিত্য সংরক্ষণ বিষয়ক

প্রস্তাব সম্বন্ধে অভিমত

Professor B. K. Sarkar of the Bengal National College has just brought out the paper, entitled "Sahitya Sebi," read by him at the last Northern Bengal Literary Conference, in pamphlet form. In it, the Professor makes a powerful appeal to the Bengali public to raise funds to **endow Academies** for fostering Bengali literature; spreading education: etc." We have every sympathy with his suggestion, and hope that his appeal will be warmly responded to by our readers.—*Empire, 25th March 1911.*

Can it be said that as a nation-building force, literature as we have is in any sense adequate or that its rate of progress is commensurate with the requirements of the country? The question is asked in a remarkable little pamphlet in Bengali which has just been published by Babu Radheschandra Set, B. L., of Maldah. The author is Babu Binoy Kumar Sarkar, M. A., of the National College, and the pamphlet embodies a lecture which the author delivered at the Literary Conference held at Malda. In the opinion of this writer, and it is an opinion which it is possible to endorse without in any way disparaging our great writers, the literature of the country is still very, very

poor. "Stripped of poetry, fiction and tales, our literature has very little worth the name." If this is not meant to be a reflection, and it obviously is not, upon the splendid works in the domain of fiction and poetry that we have, it is difficult to differ from the conclusion at which the writer has arrived. That there is no book in the most advanced Indian language which can be prescribed as **a text book for the higher classes of our Colleges,** whether in philosophy, in history, in political economy, political philosophy or sociology or in physics, chemistry or mathematics is unfortunately only too true. That practically no attempt of a systematic kind has yet been made to adapt even the most advanced of **our languages** to the high purpose of **being the medium for instruction** in any of these subjects is also true. Of criticism in the true sense of the term, there is practically little in our literature, if we leave aside one or two masterpieces, and yet criticism occupies a place almost on the same level with construction in every one of the modern European literatures. Surely if national life is to be effectively advanced by national literature, it is not a literature like ours, so little equipped for its work, which can undertake the task. No doubt as Babu Binoy Kumar points out, national literature itself, its growth and character, are determined by the conditions and character of national life, its intensity, its breadth, its many-sidedness, its relation to the wider life of humanity. But we are here considering what literature as a more or less conscious nationalising force can do even in the

direction of creating some of these conditions and stimulating some others. From this point of view, there is doubtless room for activity of a very vigorous kind. But are there many signs that this activity will be forthcoming in the immediate future? Whatever the reply to this question may be, there is no doubt that if literary activity of a decisive kind is to mark the coming era, the suggestion thrown out by Babu Benoy Kumar, which is identical with the view we have frequently urged in these columns, must be carried out. We shall give the suggestion in the writer's own words:—"Arrangements should be made for the **maintenance of a number of literary men with proper monthly salaries** in order that they without anxiety may devote their whole time and energy to the pursuit of literature." In other words, a system of endowments should be inaugurated, whether in connection with the Universities or the academies, and literature should have the same **patronage** at the hands of our wealthy men that it used to have in Europe in those days when **literature had not yet become the source of profit** and power that it now is. The question that we have to ask ourselves, and which our literary men should especially ask themselves is, in what precise way and how soon our literature can be made to occupy a position of general equality with the modern European literatures, alike as an instrument of culture in all its many aspects and as an organ of national life which in these days is to no small extent conditioned by national culture. There is undoubtedly an upward trend in the nation, and if we

can set ourselves to the work earnestly, assiduously and with courage, success is bound to come. Babu Benoy Kumar has **not raised this important question a day too soon,** and his own contribution to the proper understanding of the question is by no means inconsiderable. We have great pleasure in commending his pamphlet to the public.—*Bengalee, 31st March, 1911.*

"Protection of Literature."

What Babu Benoy Kumar evidently wants is the setting free, by a system of endowment, of the time and leisure of a number of literary men for the writing and compilation of standardworks in Bengali, **such as might be prescribed as text books for the higher classes of Calcutta University.** The proposal is undoubtedly commendable.

What Babu Benoy Kumar has in view is the making of Bengali literature richer by the **translation** into Bengali of "the best literary treasures of the world," as well as of **the works of those original thinkers and investigators in other lands** whose writings have been a permanent contribution to the wisdom of the human race. A very noble object undoubtedly, and one which the scheme he suggests will certainly help the country in realising.

Let the **artificial stimulus** which Babu Benoy Kumar is anxious to impart to literature be given by all means; we have already supported his proposal in this respect. But let it not for a moment be forgotten, Babu Benoy Kumar himself does not forget it that the greater the culture of the nation, the vaster and more comprehensive its life, the broader the range of its interests and aptitudes, the surer is the chance of the advent of thinkers and literary men of the first order.—*Bengalee, 23rd April. 1911.*

"India Press," 24, Middle Road, Entally, Calcutta.